ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

গৌরবের ৬৮ তম বছর

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 12 January 2022 ■ আগরতলা ১২ জানুয়ারী, ২০২২ ইং ■ ২৭ পৌষ, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ, বুধবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

কোভিডে ত্রিপুরাও দিশেহারা, ২৪ ঘন্টায় আক্রান্ত ৫৭৯, পশ্চিম জেলাতেই ৩৯৩

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ জানুয়ারি।। ত্রিপুরায় করোনার লাগামহীন বৃদ্ধি। গত ২৪ ঘন্টায় ৫৭৯ জোন করোনা আক্রান্তের সন্ধান মিলেছে। সবচেয়ে উদ্বেগের বিষয় হল, শুধু পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় ৩৯৩ জন করোনা আক্রান্তের খোজ পাওয়া গেছে। নমুনা পরীক্ষা বৃদ্ধির সাথেই সংক্রমণের সংখ্যাতেও বড়সড় বৃদ্ধি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। পরিস্থিতি এইভাবে এগিয়ে গেলে, আবারও ত্রিপুরায় লকডাউন দেবে সরকার, এমনটাও অনুমান করা হচ্ছে। বর্তমানে সারা ত্রিপুরায় নৈশকালীন কারফিউ বলবৎ রয়েছে।

দেশ জুড়ে ওমিক্রনের ভয়াবহতার মাঝে ত্রিপুরায় সংক্রমণের হার মারাত্মক বৃদ্ধি চিন্তা আরও বাড়িয়ে দিল। অবশ্য সুস্থতার খবরও পাওয়া যায়নি। অবশ্য, করোনায় আক্রান্ত হয়ে কারোর মৃত্যুও হয়নি। তাতে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ১৩৩২ জন।

স্বাস্থ্য দফতরের মিডিয়া বুলেটিন অনুসারে, গত ২৪ ঘণ্টায় আরটি-পিসিআরে ১০৯৫ এবং রেপিড অ্যান্টিজেনের মাধ্যমে ৭০৭১ জনকে নিয়ে মোট ৮১৬৬ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। তাতে, আরটি-পিসিআরে ৪২ জন এবং রেপিড অ্যান্টিজেনে ৫৩৭ জনের দেহে করোনার সংক্রমণ মিলেছে। সব মিলে গত ২৪ ঘণ্টায় মোট ৫৭৯ জনের শরীরে নতুন করে করোনা সংক্রমণের খোঁজ পাওয়া গেছে। দৈনিক সংক্রমণের হার একলাফে বেড়ে হয়েছে ৭.০৯ শতাংশ। গতকাল ১৭৬ জনের দেহে নতুন করে করোনার সংক্রমণের খোজ মিলেছিল এবং দৈনিক সংক্রমণের হার ছিল ৪.৮৩ শতাংশ।

এদিকে, সুস্থতা কিছুটা স্বস্তি দিচ্ছিল। কিন্তু গত ২৪ ঘণ্টায় কেউ করোনা সংক্রমণ থেকে মুক্তি পাননি। তাতে বর্তমানে করোনায় আক্রান্ত সক্রিয় রোগী রয়েছেন ১৩৩২ জন। প্রসঙ্গত, ত্রিপুরায় এখন পর্যন্ত ৮৬৫১৫ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ৮৪২৮৭ জন সংক্রমণ থেকে মুক্তি পেয়ে সুস্থ হয়েছেন। রাজ্যে বর্তমানে করোনা-আক্রান্তের হার বেড়ে হয়েছে ৩.৯২ শতাংশ। তেমনি, সুস্থতার হার কমে হয়েছে ৯৭.৫০ শতাংশ। এদিকে ০.৯৬ শতাংশ হয়েছে মৃত্যুর হার। গত ২৪ ঘণ্টায় একজনেরও মৃত্যু না হওয়ায় এখন পর্যন্ত ত্রিপুরায় ৮২৮ জন করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন।

স্বাস্থ্য দফতরের মিডিয়া বুলেটিনে আরও জানা গিয়েছে, পশ্চিম জেলাই করোনা সংক্রমণে শীর্ষস্থান দখলে রেখেছে। শুধু তাই নয়, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় পরিস্থিতি যথেষ্ট উদ্বেগজনক বলেই মনে করা হচ্ছে। গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে পশ্চিম জেলায় ৩৯৩ জন, উত্তর জেলায় ১৯ জন, ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

করোনা আক্রান্ত লতা মঙ্গেশকর আইসিইউতে

মুম্বই, ১১ জানুয়ারি (হি.স.)।। করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন সুর সম্রাজ্ঞী লতা মঙ্গেশকর। কোভিড-১৯ আক্রান্ত হওয়ার পরই লতা মঙ্গেশকরকে মুম্বইয়ের ব্রিচ ক্যান্ডি হাসপাতালের আইসিইউ-তে ভর্তি করা হয়েছে। মৃদু উপসর্গ রয়েছে তাঁর শরীরে। তিনি ভালোই আছেন, সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবেই তাঁকে আইসিইউ-তে ভর্তি করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন লতার পরিবারের সদস্য রচনা।

লতা মঙ্গেশকরের ভাইঝি রচনা জানিয়েছেন, লতা মঙ্গেশকর আপাতত স্থিতিশীল রয়েছেন। এই বয়সে করোনা আক্রান্ত হওয়ায় সাবধানতা অবলম্বনের জন্য আইসিইউ-তে রাখা হয়েছে তাঁকে। সকলের উদ্দেশে তাঁর অনুরোধ, 'দয়া করা আমাদের ব্যক্তিগত গোপনীয়তাকে সম্মান করুন। দিদির জন্য প্রার্থনা করবেন।'

প্রসঙ্গত, আগের দিনের তুলনায় ভারতে কিছুটা কমে গেল দৈনিক করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা, তবে চিন্তা মোটেও কমছে না। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ১ লক্ষ ৬৮ হাজার ০৬৩ জন। এই সময়ে মৃত্যু হয়েছে করোনা-আক্রান্ত ২৭৭ জন রোগীর, মৃত্যুর সংখ্যা অনেকটাই বেড়েছে। দৈনিক সংক্রমণের হার এই মুহূর্তে ১০.৬৪ শতাংশ এবং সাপ্তাহিক সংক্রমণের হার ৮.৮৫ শতাংশ।

করোনা মোকাবিলায় সকলের সহযোগিতা চাইলেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ জানুয়ারি।। রাজ্যে করোনার প্রকোপে হটাত লাগামহীন বৃদ্ধিতে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব রাতে এক ভিডিও বার্তায় রাজ্যবাসীকে আশ্বস্ত করেন, সমস্ত পরিস্থিতি মোকাবিলায় রাজ্য সরকার প্রস্তুত রয়েছে। শুধু প্রথম ও দ্বিতীয় ঢেউয়ের মতো সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিন। করোনার তৃতীয় ঢেউ সকলকে সাথে নিয়ে মোকাবিলা করবে ত্রিপুরা সরকার। সাথে তাঁর কড়া সতর্ক বার্তা, নৈশকালীন কারফিউ কিংবা করোনার প্রকোপ বৃদ্ধির অজুহাতে জিনিসপত্রের মূল্যবৃদ্ধি বরদাস্ত করা হবে না। ত্রিপুরায় পর্যাপ্ত সামগ্রী মজুত রয়েছে। কালোবাজারী কঠোর হাতে দমন করা হবে। সাথে তিনি আশ্বস্ত করেন, খুব শীঘ্রই ত্রিপুরায় করোনা আক্রান্তদের জন্য প্রায় ২০ হাজার শয্যার ব্যবস্থা করা হবে।

আজ মুখ্যমন্ত্রী বলেন, করোনার প্রথম ও দ্বিতীয় ঢেউ সকলের সহযোগিতায় ত্রিপুরা সরকার মোকাবিলা করেছে। মানুষের দৈনন্দিন জীবনশৈলী সুন্দর গতি নেওয়া শুরু হতেই তৃতীয় ঢেউ প্রভাব বিস্তার করছে। তাঁর দাবি, এবারও সকলে মিলে করোনার তৃতীয় ঢেউ মোকাবিলা করব।

তিনি বলেন, ইতিমধ্যে ত্রিপুরায় স্বাস্থ্য পরিকাঠামো অনেক উন্নত হয়েছে। সম্প্রতি করোনার সংক্রমনে বৃদ্ধিতে কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। সকলের তা অবশ্যই পালন করা উচিত। এদিন তিনি মাক্স পরিধানে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। বিশেষজ্ঞদের উদ্বৃতি দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, মাক্স পরিধানে করোনার সংক্রমণ ঠেকানো অনেকাংশে সম্ভব।

তিনি জানান, ত্রিপুরায় বর্তমানে সংক্রমণের হার ৭.০৯ শতাংশ। তাতে স্পষ্ট, করোনার সংক্রমণ দ্রুত সমাজে ছড়িয়ে পড়ছে। তাই, আগাম সতর্কতা অবলম্বন খুবই জরুরি হয়ে পড়েছে। তাঁর আবেদন, ভিড় স্থানে যাবেন না, গাড়িতে যতটা সম্ভব দুরত্ব মেনে বসবেন এবং ১০০ শতাংশ মাক্স পরিধান সুনিশ্চিত করুন। তবেই সংক্রমণ রুখে দেওয়া অনেকটাই সম্ভব হবে, দৃঢ়তার সাথে বলেন তিনি।

এদিন তিনি সকলকে অবগত করেন, ত্রিপুরায় বর্তমানে করোনার প্রকোপ মোকাবিলায় পর্যাপ্ত পরিকাঠামো রয়েছে। তাঁর দাবি, ২২টি অক্সিজেন প্ল্যান্ট, ১৭২৯টি ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ডিজিএমের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনে বিদ্যুৎ নিগমের অফিস ঘেরাও করলেন উপাধ্যক্ষ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১১ জানুয়ারি।। বিদ্যুত নিগমের অফিস ঘেরাও করলেন উপাধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেন। উন্নয়ন কাজে বাধা দেওয়ার অভিযোগ এনে, ধর্মনগর চন্দ্রপুর স্থিত বিদ্যুত নিগমের ডিজিএম অফিস ঘেরাও করেন তিনি।

প্রসঙ্গত, বিদ্যুৎ নিগমের ডিজিএম ধীমান দাসের উপর ধর্মনগরবাসীর ক্ষোভ দীর্ঘদিনের। উন্নয়নের প্রতিটি ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করা তাঁর স্বভাবসিদ্ধ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ধর্মনগরে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ তাঁর জন্যই বিঘ্নিত হচ্ছে বলে অভিযোগ রয়েছে। এজন্য মঙ্গলবার উপাধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেন, পুর পরিষদের চেয়ারপারসন প্রদ্যুৎ দে সরকার এবং নির্বাচিত পরিষদের সদস্য সদস্যরা মিলে ধর্মনগরের চন্দ্রপুরের বিদ্যুৎ নিগমের ডিজিএম অফিস ঘেরাও করেন।

এদিন বিশ্ববন্ধু সেন বলেন, ডিজিএম ধীমান দাস ধর্মনগরের প্রতিটা উন্নয়নের ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করে যাচ্ছেন। আইন-কানুন দেখিয়ে প্রতিটি উন্নয়নের কাজ সরিয়ে রাখার একটা প্রবণতা তাঁর মধ্যে সবসময় কাজ করে চলেছে। তিনি সম্পূর্ণ বামমার্গীয় চিন্তা ধারায় বিশ্বাসী, তাই ধর্মনগরের উন্নয়ন কোন মতেই মেনে নিতে পারেন না। তাঁর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন উপাধ্যক্ষ।

করোনা ঃ আদালতে বিচার প্রক্রিয়ায় নেয়া হল নতুন সিদ্ধান্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ জানুয়ারি।। করোনাভাইরাসের তৃতীয় ঢেউ রাজ্যে আঘাত এনেছে এবং সংক্রমণের সংখ্যা প্রতিদিনই বাড়ছে। তাই আদালতে বিচারিক প্রক্রিয়ার বিষয়ে একটি নতুন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

ত্রিপুরা হাইকোর্ট হাইব্রিড শুনানির বর্তমান পদ্ধতিতে মামলার শুনানি চালিয়ে যাবে অর্থাৎ শারীরিক শুনানির পাশাপাশি ভার্চুয়াল শুনানি পরবর্তী আদেশ না দেওয়া পর্যন্ত চলবে।

রেজিস্ট্রার জেনারেল ডি.এম. জামাতিয়া কর্তৃক স্বাক্ষরিত একটি আদেশের অনুলিপি জানিয়েছে, যে শুধুমাত্র পার্ট-ওয়ান বিষয়গুলি আদালত দ্বারা গ্রহণ করা হবে এবং ২০১৯ সাল পর্যন্ত পার্ট-২ বিষয়গুলি ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

পাচারকারীদের ধাওয়া করে ওপাড়ে গিয়ে বাংলাদেশীদের ক্ষোভের মুখে চার জওয়ান

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ১১ জানুয়ারি।। আজ বিকালে রহিমপুর সীমান্তে ১৫৬ গেইট সংলগ্ন এলাকায় বিএসএফ জওয়ান কর্তব্যরত অবস্থায় পাচারকারীকে ধাওয়া করলে সীমান্তর ওপারে চলে যায়। তখন প্রায় বিকাল তিনটা দশ মিনিট হবে। পাচারকারীকে ধরার জন্য বাংলাদেশের সাত নম্বর পিলারের কাছাকাছি চলে গিয়েছে জওয়ানরা।

বাংলাদেশে কর্তব্যরত বিজিবির শশীদল ক্যাম্প সংলগ্ন এলাকায় পৌঁছ জওয়ানরা। বি এস এফ জওয়ান বাংলাদেশের মাটিতে যাওয়াতে ঐ দেশের সাধারণ মানুষ বিএসএফের চার জওয়ানকে আটকে রাখে এবং এই ঘটনা বিজিবির জোওয়ান ও বিএসএফের মধ্যে কথা কাটাকাটি ও সংঘর্ষের রূপ ধারন করছে বলে সুএের খবর। এক কথায় মুখোমুখি সংঘর্ষের পরিস্থিতিতে সীমান্ত এলাকায় ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

কারফিউর মধ্যেই আগরতলায় দুঃসাহসিক চুরি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ জানুয়ারি।। রাজধানী আগরতলা শহরের দূর্গা চৌমুহনী বাজারে নৈশকালীন কারফিউ চলাকালে গতকাল রাতে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা ঘটেছে। চোরের দল গৌতম দেবের দোকানের তালা ভেঙ্গে ভিতরে ঢুকে নগদ টাকা এবং অন্যান্য মূল্যবান জিনিসপত্র হাতিয়ে নিয়ে গেছে। মঙ্গলবার সকালে স্থানীয় লোকজন দোকান ঘরের দরজার তালা ভাঙ্গা দেখেন। দোকানের মালিক গৌতম দেবকে খবর দেন। খবর পেয়ে দোকানের মালিক গৌতম দেব ছুটে আসেন।

তিনি ভিতরে ঢুকে লক্ষ্য করেন, ক্যাশ বাক্স ভেঙে নগদ টাকা এবং অন্যান্য জিনিসপত্র দোকান থেকে চুরি করে নিয়ে গেছে চোরের দল। দোকানের মালিক বিষয়টি রামনগর আউটপোস্টের পুলিশকে জানিয়েছেন। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। তবে চুরি যাওয়া জিনিস পত্র উদ্ধারের কোনো সংবাদ এখনো নেই।

দোকানের মালিক গৌতম দেব জানিয়েছেন, দূর্গা চৌমুহনী বাজারে ইতিপূর্বেও বেশ কয়েকবার চুরির ঘটনা ঘটেছে। পর পর এসব চুরির ঘটনা ঘটলেও পুলিশের ভূমিকা নিরাশাজনক। দূর্গা চৌমুহনী বাজার এলাকায় রাত্রিকালীন পুলিশি টহল বাড়ানোর জন্য বাজারের ব্যবসায়ীদের তরফ থেকে দাবি জানানো হয়েছে।

প্রত্যেককে আলাদাভাবে চাকুরিচ্যুতির পত্র চেয়ে ফের আন্দোলনে ১০৩২৩ শিক্ষকরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ জানুয়ারি।। প্রত্যেককে আলাদাভাবে চাকুরিচ্যুতির পত্র দিতে হবে, নইলে পুণরায় রাস্তায় নামার এবং আদালতের দ্বারস্ত হওয়ার হুমকি দিয়েছেন চাকুরিচ্যুত শিক্ষকরা। আজ তাঁরা শিক্ষা অধিকর্তার কাছে ডেপুটেশন দিয়ে চাকুরিচ্যুতির পত্রের আবেদন জানিয়েছেন। এই মুহুর্তে তাঁদের চাকুরিচ্যুতির পত্র দেওয়া সম্ভব নয় বলে শিক্ষা অধিকর্তা অবহিত করেছেন বলে দাবি চাকুরিচ্যুত শিক্ষক বিজয় কৃষ্ণ সাহার। একই দাবিতে শিক্ষামন্ত্রী এবং মুখ্যমন্ত্রীর সাথে আলোচনা চাইছেন চাকুরিচ্যুত শিক্ষকরা।

আজ চাকুরিচ্যুত শিক্ষকদের সংগঠন জয়েন্ট মুভমেন্ট কমিটি বিদ্যালয় শিক্ষা অধিকর্তাকে মেমোরেন্ডাম তুলে দেন। তাঁরা জানিয়েছেন, চাকুরিচ্যুতির পত্র এখনো তাঁদের হাতে এসে পৌছায়নি এবং এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ কার্ড, সার্ভিস বুক তাঁরা ফেরত পাননি। মেমোরেন্ডামে লেখা রয়েছে, তন্ময় নাথ এবং অন্যান্য মামলায় রায়ে কিভাবে ১০৩২৩ জন শিক্ষকের চাকুরিচ্যুতি হল, যেখানে সকল শিক্ষকদের বিরুদ্ধে মামলা হয়নি। সাথে তাঁরা মামলার নির্দিষ্ট নম্বর জানতে চেয়েছেন।

জয়েন্ট মুভমেন্ট কমিটির সদস্য বিজয় কৃষ্ণ সাহা এদিন বলেন, আজকের মেমোরেন্ডাম অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে দেখা উচিত ত্রিপুরা সরকারের। কারণ, তার সাথে কয়েক সহস্রাধিক মানুষের জীবন নির্ভর করছে। অন্যথা, চাকুরিচ্যুত শিক্ষকরা রাস্তায় নামতে বাধ্য হবেন। তিনি বলেন, চাকুরী থেকে অব্যাহতি দেওয়া হলে চাকুরিচ্যুতির পত্র দেওয়ার নিয়ম রয়েছে। সে মোতাবেক প্রত্যেক চাকুরিচ্যুত শিক্ষক-শিক্ষিকার সেই পত্র পাওয়ার অধিকার রয়েছে। তিনি বলেন, আমাদের বেতন বন্ধ করে দিয়েছে এবং আমাদের স্কুলে যেতে দেওয়া হচ্ছে না। কিন্তু, ত্রিপুরা সরকার ওই নিয়ম মানছে না।

তিনি বলেন, প্রত্যেককে পৃথকভাবে চাকুরিচ্যুতির পত্র না দেওয়া হলে সকলে মিলে পুণরায় আদালতের দরজায় কড়া নাড়তে হবে আমাদের।

ফুটপাত দখলমুক্ত করতে কোমড় বেধে নেমে পড়লেন নিগমের মেয়র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ জানুয়ারি।। আগরতলা শহরে ফুটপাথ শান্তিপূর্ণভাবে দখলমুক্ত করার জন্য ব্যবসায়ীদের শেষ সুযোগ দিয়েছেন পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার। তিনি আজ আগরতলা শহর প্ররিক্রমায় বেরিয়ে ব্যবসায়ীদের উপর ভীষণ অসন্তুষ্ট হয়েছেন। তাই, আগামীকাল সকাল ১০ টার মধ্যে সমস্ত ব্যবসায়ীদের ফুটপাথ দখলমুক্ত করার অনুরোধ জানিয়েছেন। অন্যথা, পুর নিগম আইনী পথে হাটবে, সতর্ক করলেন পুর নিগমের মেয়র।

.এদিন তিনি বলেন, আগরতলা শহরে অনেক ব্যবসায়ী ফুটপাথ দখল করে ব্যবসা চালু রেখেছেন। দোকানের অংশ বাদ দিয়ে জিনিসপত্র

ফুটপাথে এনে বিক্রি করছেন। সাথে তিনি যোগ করেন, হকার্স কর্নার প্রচন্ড ঝুকিপুর্ন অবস্থায় রয়েছে। দেখে মনে হচ্ছে ব্যবসায়ীরা নিজেদের সুরক্ষার বিষয়টি ভুলে গেছেন।

পুর নিগমের মেয়র ভীষণ অসন্তোষ প্রকাশ করে বলেন, হকার্স কর্নারে আগুন লাগলে দমকলের ইঞ্জিন ঢুকতে পারবে না। কেউ গুরুতর অসুস্থ হলে এম্বুলেন্স ঢোকার উপায় নেই। কারণ, সমস্ত ব্যবসায়ীরা ফুটপাথ দখল করে জিনিসের পসরা সাজিয়ে রেখেছেন। তিনি সতর্ক করে দিয়ে বলেন, এই অব্যবস্থা পুর নিগম মেনে নেবে না। শহরবাসীকে ফুটপাথ দখলমুক্ত করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম আমরা। কাল থেকেই টাস্ক ফোর্স অভিযানে নামবে।

তিনি বলেন, সর্বোচ্চ তিন দিনের নোটিশ দেওয়া হবে। এর মধ্যে ফুটপাথ দখলমুক্ত না হলে আইনী পথে হাটবে পুর নিগম। এবিষয়ে ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে সহযোগিতা চেয়েছেন তিনি।

করোনা বিধি পালনে বাজার পরিদর্শনে সদর মহকুমা শাসক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ জানুয়ারি।। আগরতলা শহর এলাকার বাজার হাট, দোকানপাটে করোণা বিধি কঠোরভাবে লাগু করার জন্য তৎপরতা শুরু করেছে সদর মহকুমা প্রশাসন। সদর মহকুমা শাসক অসীম সাহার নেতৃত্বে প্রশাসনের এক প্রতিনিধি দল মঙ্গলবার লেইক চৌমুহনী বাজার পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে মার্চেন্ট এসোসিয়েশনের কর্মকর্তা সহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন। সদর মহকুমা শাসক অসীম সাহা প্রত্যেকের কাছে অনুরোধ জানিয়েছেন তাঁরা সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে এবং মাস্ক পরিধান করে ব্যবসা করেন। বিক্রেতাদের প্রত্যেকে এই কঠোর বিধি নিষেধ মান্য করেন। সে দিকে নজর দেওয়ার জন্য তিনি আবেদন জানান।

শুধু লেইক চৌমুহনী বাজারে নয়, আগরতলা শহর এলাকার সবকটি বাজারে এ ধরনের বিধি-নিষেধ আরোপ করা হচ্ছে বলেও তিনি জানিয়েছেন। সদর এসডিএম বলেন, সাম্প্রতিক কালে রাজ্যে করোণা সংক্রমণ ব্যাপকহারে বৃদ্ধি পেয়েছে। যা খুবই উদ্বেগজনক। করোণা সংক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে হলে নিজেদেরকে সচেতন হতে হবে। একমাত্র সচেতনতার মাধ্যমেই করোনার ভয়াবহতা থেকে নিজেদের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

নাশকতার আগুনে উদয়পুরে পুড়ল পণ্যবাহী লরি, বিশ্রামগঞ্জে ভস্মিভূত দুইটি দোকান

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১১ জানুয়ারি।। নাশকতার আগুনে পুড়ল একটি পণ্যবাহী লরি। ঘটনা উদয়পুরের টেপানিয়া এলাকায়। জানা গেছে, টেপানিয়া এলাকায় পণ্যবাহী লরি রাস্তার পাশে দাঁড় করানো ছিল। রাতের অন্ধকারে দুস্কৃতিকারীরা গাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয়। লরিতে অগ্নিকাণ্ডের খবর পেয়ে দমকল বাহিনীর কর্মীরা ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন এবং আগুন আয়ত্তে আনার চেষ্টা করেন। কিন্তু এর মধ্যেই অধিকাংশ পণ্য পুড়ে ছাই হয়ে যায়।

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে রাধাকিশোরপুর থানার পুলিশ। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। তবে এখনো পর্যন্ত অগ্নিকাণ্ডে জড়িত কাউকে আটক করা সম্ভব হয়নি। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। এটি নাশকতামূলক অগ্নিকাণ্ড বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে।

এদিকে, মঙ্গলবার ভোররাতে বিশ্রামগঞ্জ বাজারে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। অগ্নিকাণ্ডে বাজারের দুটি দোকান সম্পূর্ণভাবে ভস্মীভূত হয়ে গেছে। ভোররাতে বিশ্রামগঞ্জ বাজারে আগুনের লেলিহান শিখা দেখে স্থানীয় লোকজন ছুটে আসেন। খবর পাঠানো হয় দমকল বাহিনীকে। দমকল বাহিনীর কর্মীরা দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন। দমকল বাহিনীর তৎপরতায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। তবে এর মধ্যে দুটি দোকান সম্পূর্ণভাবে ভস্মিভূত হয়ে যায়।

দমকল বাহিনীর তৎপরতায় আশপাশ এলাকার অন্যান্য দোকানগুলি রক্ষা পেয়েছে। অগ্নিকাণ্ডে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কয়েক লক্ষ টাকা বলে জানা গেছে। পুলিশ ও দমকল বাহিনী ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। এদিকে প্রশাসনের তরফ থেকে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের আপৎকালীন আর্থিক সাহায্য প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

বিশ্রামগঞ্জে দরজা ভেঙ্গে বাইক নিয়ে পালাল চোর

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশ্রামগঞ্জ, ১১ জানুয়ারি।। বিশ্রামগঞ্জের পুরানবাড়ি এলাকায় একটি বাড়িতে হানা দিয়ে চোরেরা বাইক চুরি করে নিয়ে গেছে। বাইকের মালিকের নাম বিশ্বজিৎ দেববর্মা।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, মঙ্গলবার সকালে ঘুম থেকে উঠে বিশ্বজিৎ দেববর্মা ও পরিবারের লোকজন লক্ষ্য করেন ঘরের দরজা ভাঙ্গা। দরজা ভেঙ্গে ঘরের ভেতর থেকে বাইকটি চুরি করে নিয়ে গেছে চোরের দল। বিষয়টি পরিবারের তরফ থেকে বিশ্রামগঞ্জ থানার পুলিশকে জানানো হয়েছে। ঘটনার খবর পেয়ে বিশ্রামগঞ্জ থানার পুলিশ ছুটে আসে। পুলিশ ঘটনার ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৮ ▫ সংখ্যা ৯৭ ▫ ১২ জানুয়ারি ২০২২ ইং ▫ ২৭ পৌষ ▫ বুধবার ▫ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

করোনার বাড়বাড়ন্তে জনজীবন বিপদগ্রস্ত

আতঙ্ক নিয়ন্ত্রণ না করিলে তাহা ক্রমাগত বাড়িয়াই চলে এবং এক সময় প্রায় কল্পনানির্ভর হইয়া দাঁড়ায়। ভাবিয়া দেখিলে, এই অতিমারির প্রথম এবং মৌলিক অবদান হইল করোনার আতঙ্ক, যাহা এ ভাবেই বাড়িয়াছে আর গ্রাস করিয়াছে জীবনের স্বাভাবিকতা এবং মূল্যবোধ। আতঙ্কিত অবস্থায় মানুষ এমন এমন কিছু করিবার ছাড়পত্র পায়, যাহা অন্য সময় ভাবিতেই পারে না। মুখোশ-দস্তানা-জীবাণুনাশক কণ্টকিত জীবনে তেমনই কেউ অসুস্থ প্রতিবেশীর দরজায় তালা লাগাইয়াছে, কেউ পরমাত্মীয়কে ফেলিয়া পালাইয়াছে, ডাক্তার-নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীদের বাড়ি থেকে তাড়াইবার চেষ্টা করিতেছে! সে সব ভাবিয়া তাহাদেরও নিশ্চয়ই লজ্জা হয়। কিন্তু এ সবই মূল্যবোধের চূড়ান্ত অবক্ষয়ের উদাহরণ। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এই বাড়াবাড়ি আতঙ্ক কিন্তু সাবধানতা নয়, বরং কিছুটা বিলাসিতাই বলা যায়, যার সীমা নির্দিষ্ট হয় নিজের জীবনযাত্রা ও প্রয়োজনের মাপে। যেমন, জানলা খুলিয়া প্রতিবেশীর মুখদর্শন করিতেও যিনি ভয় পাইয়াছেন, তাঁহাকেও কিন্তু দোকান-বাজার ডাক্তারখানা সর্বত্রই যাইতে হইয়াছে।

মোটের উপর 'ওয়ার্ক ফ্রম হোম' আর 'হোম ডেলিভারি'-র পরিষেবা যাঁহারা ভোগ করেন, ভয়ে কাঁটা হইয়া হাত-পা গুটাইয়া ঘরে বসিয়া থাকিবার বিলাসিতা তাঁহাদেরই জন্য। কিন্তু নানা পরিষেবা যাঁহারা দেন, তাঁহাদের আতঙ্কিত হইলে চলিবে না। যেমন, ডাক্তার-পুলিশ-প্রশাসন থেকে শুরু করিয়া আনাজওয়ালা-মাছওয়ালা, ডেলিভারি বয়। সুবিধাভোগী আর বঞ্চিতদের মধ্যে ভাগাভাগি আমাদের সমাজে ছিলই। করোনাকালে সেই সরল নকশায় 'ডিজিটাল' আর 'নন-ডিজিটাল' এই নতুন মাত্রা জুড়িয়া চিত্রটা আরও জটিল! তীব্র আতঙ্কের পর্যায়টা পার হইয়া গেলেও আরও বহু দিন আমাদের অনেকটা সময় ব্যয় হইবে নিরাপত্তার চিন্তায়। সাহস করে কাহারও বাড়ি যাইতে বা কাউকে বাড়িতে ডাকিতে পারিব না। নিজের বাধাটুকু কাটাইয়া উঠিলেও যাঁহার বাড়ি যাইব বা যাঁহাকে ডাকিব, তিনি চাইবেন কি না, এই সংশয় চলিবে বহু দিন। এমনিতেই নাগরিক জীবনে আমরা ক্রমাগত বিচ্ছিন্ন ও নিঃসঙ্গ হয় পড়িয়াছি, তাহার উপর অতিমারি-উদ্ভূত আতঙ্ক সামাজিক জীবনের স্বাভাবিকতার ধারণাটাকেই বদলাইয়া দিয়াছে। নিরন্তর বিশেষ সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখছি সহকর্মীকে, সহযাত্রীকে, গাড়ির চালককে, পরিচারিকাকে। সবটাই হয়তো অর্থহীন নয়, তবে নিরাপত্তার গণ্ডি শক্তিশালী করিতে গিয়া আমরা যে সম্পর্কের বাঁধন ক্রমাগত শিথিল করিয়া ফেলিয়াছে, সেও কম ক্ষতি নয়। আজ বা কাল, এর থেকে বেরোতেই হইবে সে কথা মনে রাখা দরকার।

মালদহে জওয়ানের রহস্য-মৃত্যু, যৌথ তদন্ত শুরু বিএসএফ ও পুলিশের

মালদহ, ১১ জানুয়ারি (হি.স.): মালদহে কর্তব্যরত অবস্থায় অস্বাভাবিক মৃত্যু হল সীমান্ত রক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)-র একজন জওয়ানের। বিএসএফ জওয়ানের মৃত্যুকে ঘিরে রহস্য তৈরি হয়েছে। মৃত জওয়ানের নাম-বিবেক তিওয়ারি (২৯)। তিনি বিএসএফ-এর কনস্টেবল ছিলেন। বামনগোলা থানার অন্তর্গত খুটাদহ সীমান্ত এলাকার ঘটনা। খাঁড়িতে ডুবন্ত অবস্থায় উদ্ধার হয় ওই জওয়ানের দেহ।

বিএসএফ সূত্রের খবর, সোমবার রাতে কর্তব্যরত অবস্থায় ছিলেন বিবেক তিওয়ারি নামে ওই বিএসএফ কনস্টেবল। মঙ্গলবার সকালে খাঁড়ি থেকে তাঁর মৃতদেহ উদ্ধার হয়। মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মালদহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। এই ঘটনার নেপথ্যে চোরাকারবার চক্রের জড়িত থাকার সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে না। ময়নাতদন্তের পরই মৃত্যুর কারণ স্পষ্ট হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ। পুলিশ ও বিএসএফ যৌথ তদন্ত শুরু করেছে।

করোনামুক্ত দেব, তবে সুরক্ষার খাতিরে আপাতত নিভৃতবাসেই

কলকাতা, ১১ জানুয়ারি (হি. স.) : করোনামুক্ত হয়েছেন টলিউড সুপারস্টার দেব। সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট দিয়ে দেব জানিয়েছিলেন, তাঁর করোনা রিপোর্ট নেগেটিভ এসেছে। তবে সকলের সুরক্ষার কথা ভেবে এখনও কয়েকটা দিন নিভৃতবাসেই কাটাবেন দেব।

গত সপ্তাহে করোনায় আক্রান্ত হন দেব। ক'দিন আড়ালেই ছিলেন। এবার নিজের সামাজিক মাধ্যমে তিনি লেখেন, ''করোনা পরীক্ষা করালাম। আর পরীক্ষার রিপোর্ট নেগেটিভ এসেছে। তারপরও বাড়িতেই সাত দিনের বিচ্ছিন্নবাসের মেয়াদ পূর্ণ করব। প্রত্যেকের ভালোবাসা এবং প্রার্থনার জন্য অনেক ধন্যবাদ। সকলে মাস্ক পরে থাকুন। এটাই একমাত্র উপায় যার মাধ্যমে আমরা করোনার সঙ্গে লড়াই করতে পারি। সকলে নিজের খেয়াল রাখুন।'' অভিনেতার এই পোস্ট দেখে কিছুটা স্বস্তিতে অনুরাগীরা। তাঁরা অভিনেতার সম্পূর্ণ সুস্থতা কামনা করছেন।

করোনামুক্ত হয়েছেন পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়ও। উপসর্গ কমায় গত শনিবার ফের করোনা পরীক্ষা করিয়েছিলেন পরমব্রত। সেখানে তাঁর রিপোর্ট নেগেটিভ আসে। সোমবার থেকে কাজ শুরু করার কথা তাঁর। নিভৃতবাসের নির্ধারিত সময় কাটিয়ে ফেলেছেন পার্নো মিত্রও। এখন সুস্থ তিনি।করোনামুক্ত সৃজিত মুখোপাধ্যায় ও তাঁর স্ত্রী রফিয়াদ রশিদ মিথিলাও। আগামী ১৪ জানুয়ারি থেকে কাজে যোগ দেওয়ার কথা মিথিলার। সৌরভ সাহার সঙ্গে মন্টু পাইলটের শ্যুটিং শুরু করবেন তিনি। নিভৃতবাসের নির্ধারিত সময় কেটে গিয়েছে রাজ চক্রবর্তী ও শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায়ের। ৪ তারিখ করোনা রিপোর্ট পজিটিভ আসে তাঁদের। ক্যালেন্ডার অনুযায়ী গতকাল অর্থাৎ ১০ জানুয়ারি নিভৃতবাস শেষ হওয়ার কথা তাঁদের। আগের থেকে অনেক ভালো আছেন তাঁরা।

চার পুরনিগমের করোনা পরিস্থিতির তথ্য রাজ্যের কাছে চাইল হাই কোর্ট

কলকাতা, ১১ জানুয়ারি (হি. স.) : রাজ্যের ভোট হতে যাওয়া চার পুরসভায় কোথায়, কত করোনা সংক্রমণ হয়েছে, কতগুলি গণ্ডিবদ্ধ এলাকা (কন্টেনমেন্ট জোন) রয়েছে, সে বিষয়ে মঙ্গলবার রাজ্যের কাছে তথ্য চাইল কলকাতা হাই কোর্ট। একই সঙ্গে এই পরিস্থিতিতে কী ভাবে ভোট করানো সম্ভব তা রাজ্য নির্বাচন কমিশনের কাছে জানতে চেয়েছে প্রধান বিচারপতি প্রকাশ শ্রীবাস্তবের ডিভিশন বেঞ্চ। করোনা পরিস্থিতির মধ্যেই আগামী ২২ জানুয়ারি রাজ্যের আসানসোল, শিলিগুড়ি, চন্দননগর এবং বিধাননগর পুরনিগমে ভোট। গণনা হবে ২৫ জানুয়ারি। করোনার পরিস্থিতির মধ্যে ভোট, ভোটের প্রচার এবং সভা হলে সংক্রমণ বাড়বে বলেই মনে করছেন বিশেষজ্ঞদের অনেকে। তাই আগামী ৪৮ ঘণ্টার মধ্যেই রাজ্য সরকার এবং নির্বাচন কমিশনকে উঢ়েখিত বিষয়ে জবাব দিতে বলেছে হাই কোর্ট। বৃহস্পতিবার এই মামলার পরবর্তী শুনানি।

রাজ্যের আসন্ন চার পুরভোট পিছনোর আবেদন জানিয়ে কলকাতা হাই কোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের করেছেন সমাজকর্মী বিমল ভট্টাচার্য। তারই জেরে এই শুনানি। বিমলের আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য শুনানিতে জানান, রাজ্যের ওই চার পুরসভার মেয়াদ আগেই শেষ হয়েছে, রাজ্য সরকার নিযুক্ত প্রশাসকেরা কাজ চালাচ্ছেন। ফলে এখন ভোট না হলেও সাংবিধানিক সঙ্কটের প্রশ্ন নেই। হাই কোর্ট সম্প্রতি রাজ্যের মতে সায় দিয়ে গঙ্গাসাগর মেলার আয়োজনে ছাড়পত্র দিয়েছে। মামলাকারীর আর এক আইনজীবী বিক্রম বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, তিথি-নক্ষত্র ধরে নির্ঘণ্ট মেনে সাগরমেলার আয়োজন করতে হয়। পুরভোটের ক্ষেত্রে এমন কোনও বাধ্যবাধকতা নেই। তা ছাড়া, সাগরমেলার আয়োজনের ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার কঠোর ভাবে কোভিডবিধি মেনে চালার প্রতিশ্রুতি দিলেও পুরভোটের প্রচারের ক্ষেত্রে কোনও রাজনৈতিক দলই রাজ্য নির্বাচন কমিশনের কোভিড সংক্রান্ত নির্দেশিকা মেনে চলছে না।

স্বামী বিবেকানন্দ ও বাংলাদেশ

প্রদীপ চক্রবর্তী

ব্রহ্মপুত্র পবিত্র নদ। ভারতীয় প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতির সাথে সুপ্রাচীন কাল থেকে যুক্ত ব্রহ্মপুত্র। সেই সুদুর সুপ্রাচীন কালের তথ্যে জানা যায় রাজ রাজারা বিশেষ বিশেষ তিথি, দিনে ব্রহ্মপুত্রে অবগাহন করতেন।তাঁদের বিশ্বাস এখানে অবগাহন করলে পাপ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। নেপালের রাজা অবগাহন করতেন লাঙলবন্দ র রাজঘাটে।

লাঙলবন্দে ১৩ টি ঘাট আছে।কথিত আছে পরশুরাম এই লাঙলবন্দে র রাজঘাটে ব্রহ্মপুত্রে অবগাহন করে মাতৃবধজনিত পাপ থেকে রেহাই পেয়েছিলেন।পূন্য লাভের জন্যে ও হাজারো লাখো ধম পিপাসু জনতা বিশেষ করে হিন্দু ধর্মালম্বীরা বুধাষ্টমীতে ছুটে যায় ব্রহ্মপুত্রে অবগাহন করার জন্যে।সবাই চান লাঙলবন্দে এসে ব্রহ্মপুত্রে অবগাহন করতে। ধমীয় বিশ্বাস ও অনুভূতির টানে আধুনিক ভারতের রুপকার স্বামী বিবেকানন্দ ও ছুটে গিয়েছিলেন লাঙলবন্দে।

হঠাৎ করেই স্বামীজি লাঙলবন্দে যান নি। বিদ্দজনেরা বলে থাকেন বা বইপত্র থেকে জানা যায়১৯০০ র ৯ ই ডিসেম্বর স্বামিজী দ্বিতীয় বার পাশ্চাত্য ভ্রমণের পর বেলুড় মঠে পৌঁছেন।বেলুড় এ এসেই ছুটে যান মায়াবতী।উদ্দেশ্য ছিল ভগ্ন স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করা।

মায়াবতীতে বেশি থাকার সুযোগ হয়নি স্বামিজীর।কারন তখন তাঁর একটাই চিন্তা কি ভাবে দ্রুত বেলুড় মঠের ট্রাস্ট ডিড রেজিস্টার করা।ফেব্রুয়ারি মাসে তিনি ডিড রেজিস্টার করে মঠের দায়িত্বভার তুলে দেন। বড্ড কঠিন কাজ ছিল ডিড তৈরি করা, দায়িত্ব ভার অর্পন করে দেয়া।

নাম তাঁর স্বামিজী, অসম্ভব শব্দ তাঁর অভিধানে নেই।দূরহ ২ টি কাজ স্বামিজী করলেন। এত পরিশ্রম ছিল যে ২ টি কাজ, যার ফলে তিনি প্রচন্ড অসুস্থ হয়ে পড়েন।মঠের সন্ন্যাসীরা স্বামিজী র স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে ভাবতে লাগলো স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য কোথায় স্বামীজিকে পাঠানো যেতে পারে।

কিন্তু পথ তো বহু আগেই নিদিষ্ট হয়ে আছে। স্বামিজীর গর্ভধারিনী জননীর মনে তীথেএ ভ্রমণের তীব্র ইচ্ছা জাগল।অন্যদিকে বাংলাদেশের মানুষ বারবার স্বামিজী কে প্রাচীন বাংলা সভ্যতার কেন্দ্রভূমি দেখার জন্য আমন্ত্রণ জানানো অব্যাহত রাখলেন। স্বামিজী সিদ্ধান্ত নিলেন বাংলাদেশ ভ্রমণের।

বিশ্বপথিক স্বামী বিবেকানন্দ ও তাঁর মা ও সাথীসহ বুধাষ্টমীতে ব্রহ্মপুত্রে অবগাহন করেছিলেন।

লাঙলবন্দ ব্রহ্মপুত্রের তীরে। সড়ঞ্চকপথে ঢাকা থেকে যাওয়া যায় লাঙলবন্দে।কমলাপুরে বাস কাউন্টার রয়েছে। আবার নারায়ণগঞ্জ থেকেও যাওয়া যায়।লাঙলবন্দে মূল রাস্তায় নামলে হেঁটেই রাজঘাটে যাওয়া যায়।রাস্তার মোড়ে রিকশা থাকে।১০ টাকা ভাড়ায় রাজঘাটে। বাজার পেরিয়ে যেতে হয় রাজঘাটে।

লাঙলবন্দে নামলেই নস্টালজিক অনুভূতি কাজ করে।গ্রামীন পরিবেশ, ছোট ছোট দোকান, চা দোকানে স্থানীয় বাসিন্দারা মাঠ থেকে এসে গলা জুড়িয়ে নেন। খেতে চাষ হয়ে থাকে। সরষে ফুলের গন্ধ মনকে নিয়ে যায় ছোটবেলার গ্রামে।দিগন্ত বিস্তৃত মাঠে সরষে গাছ। হলুদ পাকা ফুল। মৌমাছি উড়ে বেরায়।ভেঁ ভেঁ আওয়াজ লেগেই আছে। সরষে, মুলা খেত, ওদিকে আখ কাটা হচ্ছে। মারাই হচ্ছে, জ্বাল দেয়া হচ্ছে আগের রস।বাজার মানেই গ্রাম। অপূর্ব সে গ্রাম।একটু এগোলেই আরো কয়েকটি গ্রাম।চাষী মাঠে ব্যস্ত, আবার গৃহপালিত পশুদের অবাধ বিচরণ। পাখীদের কলতান।একটু দূরেই পূন্যতোয়া ব্রহ্মপুত্র। কিছুক্ষন ঘোরাফেরা র পর ফের ঘাট হয়ে মূল সড়কের মোড়ে।গলা ভিজিয়ে বাসে চেপে নারায়নগঞ্জ।সেখান থেকেই দেওভোগ।

দেওভোগ পূন্যভূমি।কেননা ওখানে সাধু নাগ মহাশয়ের বাড়ী।ওই সাধু নাগ মহাশয়ের বাড়ীতেই স্বামিজী খাওয়া দাওয়া করলেন।নাগ মহাশয়ের স্ত্রী নিজে রান্না করে স্বামিজীকে খাইয়েছেন। তিনি স্বামীজিকে একটি ধূতিও দিয়েছেন।খাওয়া দাওয়ার পর আরাম কেদারায় গা এলিয়ে দিয়ে দিব্যি ঘুমের দেশে পাড়ি দেন।ঘুম ভাঙ্গার পর স্বামিজীকে চনমনে লাগছিল।খুশীতে টগবগ করছেন।বলা হয়ে থাকে স্বামিজীর ঘুম হতই না।উনার জীবনে খুব বেশি হলে ৪/৫ রাত গভীরভাবে ঘুমিয়েছেন।এর মধ্যে নাগ মহাশয়ের বাড়ীতেই তিনি গভীরভাবে ঘুমিয়েছেন। নাগ মহাশয়ের বাড়ী থেকে এসে স্বামিজী বেশ কিছুদিন দারুন ভাবে তাঁর তৎপরতা অব্যাহত রাখেন। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে নাগ মহাশয়ের বাড়ীর দিঘীতে স্বামিজী সাঁতার ও কাটেন। স্বামিজীর বাংলাদেশ সফর আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিল।ঢাকাতেই তিনি বলেছেন গীতা পাঠ থেকে ফুটবল খেলা অনেক ভালো।কেননা দেশমাতৃকা তো শৃঙ্খলাবদ্ধ। তাঁকে মুক্ত করতে হবেই।স্বামিজীর ঢাকা সফরের সময় বা বক্তৃতার সময় উনার সাথে ছিলেন হেমচন্দ্র ঘোষ। স্বামী পূর্নাত্মানন্দ তাঁর বইতে এর স্মৃতিচারণ করেছেন।

পরিশেষে বলা যেতেই পারে স্বামিজীর বাংলাদেশ সফর নানা কারণে গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

ব্যাঙ্ক কি বেসরকারি হাতে?

সুতীর্থ চক্রবর্তী

ব্যাঙ্ক বেসরকারীকরণের বিল সংসদের শীতকালীন অধিবেশনে আসার কথা। আপতত সংসদের কার্যবিবরণী যতটুকু জানা গিয়েছে, তাতে দেখা যাচ্ছে, তালিকায় 'দ্যা ব্যাঙ্কং ল'জ (সংশোধনী) বিল, ২০২১ রয়েছে। গত ফেব্রুয়ারিতে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন তাঁর বাজেটেই ঘোষণা করে দিয়েছেন, বর্তমান আর্থিক বছরের দু'টি রাষ্ট্রয়ত্ত ব্যাঙ্ক বেসরকারীকরণ করা হবে। বাজেটের এই ঘোষণার পর থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন সূত্রে মাঝে মাঝেই বাজারে নানারকম খবর চাউর করা হচ্ছে। কয়েক দিন আগে জানা গিয়েছে, নীতি আয়োগ বেসরকারীকরণের জন্য 'সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া' ও 'ইন্ডিয়ান ওভারসিজ ব্যাঙ্ক'কে বাছাই করেছে। বেসরকারীকরণের বার্তা দিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও মাঝে মাঝে মন্তব্য করছেন। ব্যাঙ্ক ডুবলে আমানতকারী পাঁচ লক্ষ টাকা পাবে বলে প্রধানমন্ত্রী সাম্প্রতিকতম যে মন্তব্যটি করেছেন, সেটিও ব্যাঙ্ক বেসরকারীকরণকে মাথায় রেখেই বলে মনে করা হচ্ছে। দেশের প্রধানমন্ত্রীর মুখে 'ব্যাঙ্ক ডোবা'-র কথা শুনে স্বাভাবিকভাবেই দেশজুড়ে মধ্যবিত্ত-উচ্চবিত্তদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়েছে। ১৯৪৭ থেকে ১৯৫৫ সালের মধ্যে মাত্র আট বছরে দেশে ৩৬১ টি বেসরকারি ব্যাঙ্ক জুবেছিল। তখন থেকেই ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ নিয়ে আলাপ-আলোচনা শুরু হয়। যা ইন্দিরা গান্ধীর আমলে বাস্তবায়িত হবে।

১৯৬১ সালে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ১৪ টি বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ করেছিলেন। সাধারণ আমানতকারীর টাকা সুরক্ষিত করতে, আর্থিক উন্নয়ন ঘটাতে ও ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণের লক্ষ্যে। ইন্দিরা গান্ধী ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের রাস্তায় হেঁটেছিলেন। ফলে ৫২ বছর পুর সেই প্রধানমন্ত্রী চেয়ার থেকেই যখন ব্যাঙ্ক ডোবার আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়, তখন সাধারণ আমানতকারীর উদ্বেগ ও চিন্তা বাড়ারই কথা। কারণ প্রশ্ন উঠছে, তাহলে কি আমরা আবার সেই সময়ে ফিরছি, যখন আমানতকারীকে রোজ ব্যাঙ্ক ডোবার আতঙ্ক মাথায় নিয়ে ঘুমতে যেতে হত। ব্যাঙ্ক বেসরকারীকরণের পক্ষে সওয়াল করতে গিয়ে এনপিএ বৃদ্ধির কথা সবসময় উল্লেখ করা হয়। ব্যাঙ্ক বেসরকারীকরণের মধ্য দিয়ে কর্পোরেট মালিকের

হাতেই ব্যাঙ্কের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা তুলে দেওয়া হবে। ফলে একই সঙ্গে এই প্রশ্নও ওঠা উচিত যে, ভবিষ্যতে যখন আরও বিজয় মালিয়া, নীরব মোজি, মেহুল চোক্সিরা সক্রিয় হবে, তখন তাদের সামাল দেবে কে? প্রধানমন্ত্রী জনতাকে আশ্বস্ত করতে গিয়ে বলেছেন, আমানতকারীর বিমানর পরিমাণ পাঁচ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। কিন্তু ব্যাঙ্কে যাঁরা পাঁচ লক্ষ টাকার বেশি আমানত করেছেন, তাঁদের অর্থের সুরক্ষা কীভাবে হবে? ২০১৭ সালে 'কম্পট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেল' তথা সিএজি রাষ্ট্রয়ত্ত ব্যাঙ্কে সরকারের পুঁজি নিবেশ নিয়ে একটি রিপোর্ট তৈরি করেছিল। সেই রিপোর্টে দেখা গিয়েছিল দেশের সরকার এনপিএ উদ্ধারে যতটা না সফল, তার চেয়ে ব্যালেন্স শিট থেকে এনপিএ মুছে দেওয়ার ক্ষেত্রে সরকারের সক্রিয়তা অনেক বেশি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি যখন ব্যাঙ্ক ডুবলে আমানতকারীর তিন মাসে পাঁচ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ফেরত দেওয়ার আশ্বাস দিচ্ছেন, তখন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রক সূত্রেই বলা হচ্ছে, গত ছ'টি আর্থিক বছরে রাষ্ট্রয়ত্ত ব্যাঙ্কগুলির পাঁচ লক্ষ কোটি টাকা অনাদায়ী ঋণ তথা এনপিএল পুনরুদ্ধার হয়েছে। কিন্তু এ-কথা বলা হচ্ছে না যে, এই পাঁচ বছরে কত লক্ষ কোটি টাকা নতুন করে এনপিএ-র খাতায় উঠেছে। ২০১৭ -'০৯ থেকে ২০১৬- '১৭ -র মধ্যে সরকার রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে নিজের ভাঁড়ার থেকে ১ লক্ষ ১৮ হাজার ৭২৪ কোটি টাকা ঢুকিয়েছে। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রক থেকে দাবি করা হয়েছে, গত ছ'টি আর্থিক বছরে কেন্দ্র ৫ লক্ষ ১ হাজার ৪৭৯ কোটি টাকা এনপিএ পুনরুদ্ধার করেছে। এটা যদি সত্য হয়, তাহলে ঘটনা হল, আরও আট লক্ষ কোটি টাকা এনপিএ তারা একই সময় ব্যালেন্স শিট থেকে মুছেছে। এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে সরকারি হিসাবেই রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলির এনপিএ-র পরিমাণ ৬ লক্ষ ১৬ হাজার কোটি টাকার কিছু বেশি। অর্থাৎ বথ্যালেন্স শিট থেকে মোছা, উদ্ধার হওয়া এনপিএ এবং যখনও পড়ে থাকা এমপিএ, সব মিলিয়ে অঙ্কটা গিয়ে দাঁড়ায় প্রায় ২০ লক্ষ কোটি টাকার কাছাকাছি। মাথায় রাখতে হবে, এই ২০ লক্ষ কোটি টাকা রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলি থেকে হাওয়া করে দিয়েছে মূলত কর্পোরেট সংস্থার মালিকরা। এখন ব্যাঙ্ক পরিচালনায় যদি বেসরকারীকরণের নাম কেরে এই কর্পোরেট সংস্থাই চলে আসে, তাহলে কি জনগণের অর্থ সুরক্ষিত থাকতে পারে?

> ইন্দরা গান্ধি যখন ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ করেছিলেন, তখন আর্থিক উন্নয়ন ও বিকেন্দ্রীকরণের বিষয়টিকেও সামনে এনেছিলেন। ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের পর দেশে যে কোটি কোটি ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ তৈরি হয়েছে, তা নিয়ে প্রশ্ন তোলা বাতুলতা। শাখার সংখ্যা ছিল আট হাজারের সামান্য বেশি। জাতীয়করণের পর অল্প সময়ের মধ্যেই ব্যাঙ্কের এই শাখার সংখ্যা দেড় লক্ষ ছাড়িয়ে গিয়েছে।

ব্যালেন্স শিট থেকে যে এনপিএ মোছা হয়, সেটা ব্যাঙ্কের ক্ষতি হিসাবে দেখানো হয়। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের ক্ষতির টাকা সরকার পূরণ করে। অর্থাৎ জনগণের করের টাকা থেকে সেই টাকা ব্যাঙ্কের ঘরে যায়। সিএজি এনপিএ নিয়ে আরও একটি রিপোর্ট তৈরি করছে। সেই রিপোর্টটি জনসমক্ষে এলে বোঝা যাবে ২০১৭-র পর সরকার আরও কত এনপিএ রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের ব্যালেন্স শিট থেকে মুছে দিয়েছে। সরকার আরও কত এনপিএ রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের ব্যালেন্স শিট থেকে মুছে দিয়েছে। সরকার সে টাকাটা মুছেছে, সেই টাকাই জনগণেণ পকেট থেকে এসে ব্যাঙ্কের ভাঁড়ার পূরণ করেছে। বর্তমান আর্থিক বছরেও কেন্দ্র ২০ হাজার কোটি টাকা ব্যাঙ্কের ভাঁড়ারে ঢালার কথা ঘোষণা করেছে। অরুণ জেটলি যখন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী ছিলেন, তখন কেন্দ্র ব্যাঙ্কের অনাদায়ী ঋণ উদ্ধারে দেউলিয়া হয়ে যাওয়া সংস্থাগুলির জন্য আইন তৈরি করেছিল। গত কয়েক বছরের অভিজ্ঞতা হল, ১০০ টাকা অনাদায়ী ঋণ উদ্ধারের জন্য মামলা হলে তার মাত্র ৪০ শতাংশ উদ্ধার করা সম্ভব হচ্ছে। বাকি ৬০ শতাংশ টাকা সরকারকে ব্যালেন্স শিট থেকে মুছে দিতে হচ্ছে। ফলে যে ছ'লক্ষ কোটি টাকা এখনও ব্যাঙ্কগুলির এনপিএ হয়ে রয়েছে, তার ৬০ শতাংশ অর্থ যে মেলার কোনও সম্ভবনা, নেই, তা ধরেই নেওয়া যায়।

এনপিএ নিয়ে সচরাচর কংগ্রেসও বিশেষ মুখ খোলে না। কারণ এনপিএ-র একটি বড় অংশ তাদের আমলেই ঘটেছে। সরকারের ব্যর্থতার ফলে এনপিএ তৈরি হলেও এখন সেই এনপিএ-কে তুলে ধরেই ব্যাঙ্ক বেসরকারীকরণের ধুয়ো তোলা হচ্ছে। জনগণেণ ক্ষতি অবশ্য দু'দিক থেকেই কারণ, ব্যাঙ্ক বেসরকারীকরণ হলে সাধারণ মানুষের আমানতের টাকা সরাসরি কর্পোরেট সংস্থার পকেটে যাবে। মোদি জানিয়েছেন, গত আগস্ট মাসে সরকার আমানতকারীর বিমা সংক্রান্ত আইনটি সংশোধন করার পর ক্ষতিপূরণ হিসাবে ব্যাঙ্ক গ্রাহককে মোট ১৩০০ কোটি টাকা দিয়েছে। গত দু'বছরে পিএমসি, হয়েস ব্যাঙ্ক এবং লক্ষ্মীবিলাস ব্যাঙ্ক ডুবেছে। এইসব ব্যাঙ্কের মাত্র এক লক্ষ গ্রাহক এখনও সরকারের টাকা ফেরত পেয়েছে। অল্পদিনের মধ্যে আরও তিন লক্ষ গ্রাহককে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে বলে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রক সূত্রে জানানো হয়েছে। এই সংখ্যাটা যখন কোটির স্তরে গিয়ে পৌঁছবে, তখন সরকারকে বিপুল অর্থ জোগাবে কে? ইন্দিরা গান্ধী যখন ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ করেছিলেন, তখন আর্থিক উন্নয়নও বিকেন্দ্রীকরণের বিষয়টিকেও সামনে এনেছিলেন। ব্যাঙ্ক জাতকীয়করণের পর দেশে যে কোটি কোটি ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ তৈরি য়েছে, তা নিয়ে প্রশ্ন তোলা বাতুলতা। ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের আগে দেশে ব্যাঙ্কের শাখার সংখ্যা ছিল আট হাজারের সামান্য বেশি। জাতীয়করণের পর অল্প সময়ের মধ্যেই ব্যাঙ্কের এই শাখঅর সংখ্যা দেড় লক্ষ ছাড়িয়ে গিয়েছে। এই দেড় লক্ষ শাখার ৩১ শতাংশই গ্রামাঞ্চলে। জাতীয়করণের উল্টো রাস্তায় হাঁটলে যে আগের পরিস্থিতি ফিরবে, তা বললে অন্যায় বলা হবে না। বেসরকারি ব্যাঙ্কের ক'টি শাখা গ্রামে রয়েছে?

ব্যাঙ্ককর্মীরা বেসরকারীকরণের বিরুদ্ধে আন্দোলনে ডাকক দিয়েছেন। তাঁরা বলছেন যে, সাম্প্রতিক কৃষক আন্দোলন তাঁদের ভরসা জোগাচ্ছে। কৃষকরা কর্পোরেট লবির চাপ হারিয়ে দিয়ে সরকারকে কৃষি আইন ফেরাতে বাধ্য করেছেন। ব্যাঙ্ক বেসরকারীকরণের বিরুদ্ধে কর্মীদের আন্দোলনকে তাই রাজনৈতিক পরিসরে আনার উদ্যোগ শুরু হয়েছে। এনপিএ সমস্যা দরীকরণে সঠিক কোনও রাস্তা সামনে রেখেই কিন্তু এই উদ্যোগকে এগোতে হবে। তবেই দেশজুড়ে সাধারণ মানুষের একটি সার্বিক সাড়া মিলতে পারে।

(সৌজন্যে-সংবাদ প্রতিদিন)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

বুধবার স্বামী বিবেকানন্দের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে জাতীয় যুব উৎসবের উদ্বোধনে প্রধানমন্ত্রী

নয়া দিল্লি, ১১ জানুয়ারি (হি. স.) : বুধবার স্বামী বিবেকানন্দের জন্মজয়ন্তী। এই উপলক্ষে ২৫ তম জাতীয় যুব উৎসবের উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। পুদুচেরিতে বেলা ১১টায় ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে উৎসবের সূচনা করবেন তিনি।

জাতীয় যুব উৎসব নিয়ে ভার্চুয়াল সাংবাদিক বৈঠকে যুবকল্যাণ সচিব ঊষা শর্মা বলেন, এই উৎসবের লক্ষ্য ভারতের তরুণদের মনগঠন করা এবং দেশ গঠনের জন্য ঐক্যবদ্ধ শক্তিতে রূপান্তরিত করা। আমরা যখন স্বামী বিবেকানন্দের জন্মবার্ষিকী উদযাপন করছি, তখন তাঁর শিক্ষা এবং যৌবনের শক্তিতে চিরন্তন বিশ্বাস ভারতের পরিবর্তিত সময়ের সাথে ব্যাপকভাবে অনুরণিত হচ্ছে। এই বছর করোনা পরিস্থিতির কারণে উৎসবটি ১২-১৩ জানুয়ারি ভার্চুয়ালি অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে।জাতীয় যুব উৎসবের উদ্বোধনের পর জাতীয় যুব সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। যার লক্ষ্য হচ্ছে, তরুণদের জাতি গঠনে উৎসাহিত, ঐক্যবদ্ধ এবং সক্রিয় করা। উৎসবের মধ্যে রয়েছে- লাইভ মিউজিক্যাল পারফরমেন্স, অরোভিল দ্বারা ইন্টারেক্টিভ যোগ সেসন, আর্ট অফ লিভিং প্রশিক্ষক, লোকনৃত্য এবং অন্যান্য বিষয়। জানান ঊষা শর্মা।

সচিব আরও বলেন, ভার্চুয়াল উৎসবে সারা দেশ থেকে বিপুল অংশগ্রহণ দেখা যাবে। এই উৎসবটি এই ধরনের অন্যতম বড় অনুষ্ঠান এবং যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় দেশের তরুণদের একত্রিত করার জন্য একটি মঞ্চ তৈরির লক্ষ্যে এটি উদযাপন করে আসছে। যাতে করে বিভিন্ন কাজে যুবকদের প্রতিভার প্রদর্শন সম্ভব হয়।প্রসঙ্গত, ১৮৬৩ সালের ১২ জানুয়ারি কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন স্বামী বিবেকানন্দ। বর্তমানে দেশজুড়ে "জাতীয় যুব দিবস" হিসেবে তাঁর জন্মদিন পালিত হয়। শুধু ভারতবর্ষ নয়। তাঁর বাণী, অনুপ্রেরণায় ভর করেই এগিয়ে চলেছে জাতি।হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

পঞ্জাব কারও ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয় জনগণই ঠিক করবেন কে হবেন মুখ্যমন্ত্রী : সিধু

চন্ডীগড়, ১১ জানুয়ারি (হি.স.): পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী কে হবেন, তা পঞ্জাবের জনগণই ঠিক করবেন। জানিয়ে দিলেন পঞ্জাবের প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি নভজ্যোৎ সিং সিধু। একইসঙ্গে সিধু জানিয়েছেন, পঞ্জাব কারও ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়। মঙ্গলবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন সিধু। সিধুর সাংবাদিক সম্মেলনের ব্যানারে সোনিয়া গান্ধী, রাহুল গান্ধী, প্রিয়াঙ্কা গান্ধী ও তাঁর নিজের ছবি ছিল। ব্যানারে জায়গা পায়নি মুখ্যমন্ত্রী চরণজিৎ সিং চান্নি ও সুনীল জাখারের ছবি। তা নিয়ে শুরু হয়েছে জল্পনা। এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে সিধুকে প্রশ্ন করা হয়, নির্বাচনে কংগ্রেস জিতলে কে হতে চলেছেন পঞ্জাবের পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী? এই প্রশ্নের উত্তরে সিধু বলেন, 'সেটা জনগণই ঠিক করবেন। আপনাদের কে বলেছে (কংগ্রেস) হাইকমান্ড মুখ্যমন্ত্রী ঠিক করবে?' নিজের পঞ্জাব মডেলের প্রসঙ্গ উত্থাপন করে সিধু বলেছেন, পঞ্জাবের প্রগতিই তাঁর প্রধান লক্ষ্য।

১৩ জানুয়ারী পুথিবা 'লাই হারাওবা' উৎসব শুরু হবে। এই উপলক্ষে মঙ্গলবার সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন সংস্থার কর্মকর্তারা। ছবি নিজস্ব।

চিনা আগ্রাসনের মাঝে ভারতের পাশে থাকার বার্তা আমেরিকার

ওয়াশিংটন, ১১ জানুয়ারি (হি.স.) : চিনার আগ্রাসনের বিরুদ্ধে সরব আমেরিকা। প্রতিবেশী দেশগুলিকে আতঙ্কিত করে রাখতে চাইছে চিন। আর এর ফলে তৈরি হচ্ছে অস্থিরতা। এমনি অভিযোগ তুলে বেজিংকে কাঠগড়ায় তুলল আমেরিকা। সেই সঙ্গে আমেরিকা পরিষ্কার করে দিয়েছে, তাদের কৌশলী অংশীদার দেশগুলির পাশেই দাঁড়াবে।

২০২০ সালের গালওয়ান-কাণ্ডের পর থেকে লাদাখ সীমান্তে ভারত ও চিনের মধ্যে উত্তেজনা আজও প্রশমিত হয়নি। শিগগিরি সেনা স্তরে ১৪তম বৈঠক করতে চলেছে দুই দেশ। তার ঠিক আগেই হোয়াইট হাউসের সংবাদমাধ্যম সচিব জেন সাকির মাধ্যমে আমেরিকার এই ধরনের বার্তাকে তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।

সোমবারের সাংবাদিক সম্মেলনে সাকি পরিষ্কার করে দিয়েছেন, ভারত ও চিনের সীমান্ত সংঘর্ষের বিষয়টির দিকে কড়া নজর রেখেছে আমেরিকা। তাঁর কথায়, "ওই অঞ্চল ও গোটা বিশ্বের প্রতি বেজিংয়ের ব্যবহার সম্পর্কে আমরা নিশ্চিত। এর ফলে অস্থিরতার সৃষ্টি হচ্ছে। যেভাবে প্রতিবেশীদের আতঙ্কিত রাখার চেষ্টা করছে চিন তা আমরা নজরে রেখেছি। আমরা আমাদের অংশীদারদের পাশে রয়েছি। সীমান্ত সমস্যায় আলোচনা ও শান্তি বৈঠককে আমরা সব সময়ই সমর্থন করব।"

উল্লেখ্য, ২০২০ থেকে পূর্ব লাদাখে মুখোমুখি ভারত ও চিনের সেনাবাহিনী। গালওয়ান উপত্যকায় রক্তাক্ত লড়াইয়ের পর থেকেই কার্যত বারুদের স্তূপে পরিণত হয় প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখা। পরবর্তী সময়ে বারবার আলোচনা হলেও শেষ পর্যন্ত চিনের আগ্রাসন কমেনি। এমনকী, প্যাংগং হ্রদে লালফৌজ সেতু তৈরি করছে বলেও জানা গিয়েছে। সব মিলিয়ে উত্তেজনা রয়েছে পুরোমাত্রায়। এই পরিস্থিতিতে আমেরিকার বার্তা চিনের উপরে চাপ সৃষ্টি করবে বলেই মনে করা হচ্ছে। এখন দেখার ভারতের সঙ্গে বেজিংয়ের পরবর্তী বৈঠকে কোনও রফাসূত্র বেরিয়ে আসে কিনা।

কাছাড়ের অসম-মণিপুর সীমান্তবর্তী লাংতিয়জাঙে গুলি হামলা, হত স্থানীয় বাসিন্দা

জিরিঘাট (অসম), ১১ জানুয়ারি (হি.স.) : ফের গোলাগুলি। ঘর থেকে ডেকে নিয়ে এক ব্যক্তিকে গুলি করে খুন করা হয়েছে কাছাড় জেলার অসম-মণিপুর সীমান্তবর্তী লাংতিয়জাং পুঞ্জিতে। ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছে সোমবার রাতে। সমগ্র এলাকায় পুলিশ ও নিরাপত্তা বাহিনীর জওয়ান মোতায়েন করা হয়েছে। আজ সকাল থেকে গোটা দিন পুলিশ সুপার রমণদীপ কৌর বিশাল বাহিনী নিয়ে এলাকা পর্যবেক্ষণ করছেন। লোমহর্ষক এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে সমগ্র এলাকায় তীব্র আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে। গুলিকাণ্ডের দায়ভার এখন পর্যন্ত কোনও সংগঠন শিকার করেনি।

কাছাড় জেলার লক্ষ্মীপুর বিধানসভা এলাকার কাছাড়-মণিপুর আন্তঃরাজ্য সীমান্তের জিরিঘাট থানার লক্ষ্মীনগর গ্রাম পঞ্চায়েত (জিপি)-এর অধীনস্থ লাংতিয়জাং পুঞ্জিতে চার-পাঁচজনের এক দুষ্কৃতকারীর দল মুখে কালো কাপড় বেঁধে এলোপাথাড়ি গুলি ছুঁড়তে থাকে। গুলিকাণ্ডের ফলে ঘটনাস্থলে এক ব্যক্তির মৃত্যু ঘটেছে। নিহত ব্যক্তিকে বছর ৩৭-এর ডেভিড রংমাই বলে শনাক্ত করা হয়েছে। নিহত ডেভিড রংমাই নাগা ন্যাশনাল কাউন্সিলের সদস্য ছিলেন।

এদিকে ঘটনার বিবরণ বর্ণনা করে আজ মঙ্গলবার জিরিঘাট থানায় পুজাঙ্গাই রংমাই একটি এফআইআর দাখিল করেছেন। এফআইআরে তিনি লিখেছেন, গতকাল সোমবার সন্ধ্যা সাড়ে পাঁচটা নাগাদ মুখে কালো কাপড় বেঁধে ৩/৪ জনের সশস্ত্র দুষ্কৃতীরা ডেভিড রংমাই-এর বাড়িতে অনধিকার প্রবেশ করে পরিবারের লোকজনদের সামনে গুলি করে নির্মমভাবে তাঁকে হত্যা করেছে। ঘটনার তদন্তক্রমে দোষী ব্যক্তিদের শনাক্ত করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন পুজাঙ্গাই রংমাই।

আজ দক্ষিণ অসম রেঞ্জের ডিআইজি, পুলিশ সুপার রমণদীপ কৌর, জিরিঘাট থানার ওসি রানাকুমার নাথরা বিশাল পুলিশ বাহিনী নিয়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন। নিকটবর্তী জঙ্গলে পুলিশ অভিযান চালিয়ে গেলেও এই খবর লেখা পর্যন্ত ধরপাকড়ের খবর পাওয়া যায়নি।

বিশেষ সূত্রে জানা গেছে, মৃত ডেভিড রংমাই নাগা ন্যাশনাল কাউন্সিল নামের এক উগ্রপন্থী সংগঠনের সদস্য ছিলেন। গত দু-বছর আগে তিনি উগ্রপন্থার পথ থেকে সংগঠনের সদস্যপদ ত্যাগ করেছিলেন। সংগঠনের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে লক্ষ্মীনগর জিপি এলাকায় বসবাস শুরু করেন ডেভিড।

প্রসঙ্গত, এক মাসের মধ্যে একই জিপি এলাকায় পর পর দুবার গুলি চালনার ঘটনায় এলাকায় তীব্র আতঙ্ক বিরাজ করছে। এর আগে গত ২১ ডিসেম্বর এই পুঞ্জিতে কতিপয় দুষ্কৃতী এলোপাতাড়ি গুলি চালিয়েছিল। সেদিন গুলিবিদ্ধ হয়ে আহত হয়েছিলেন একজন।

বাংলাদেশ-ভারত স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ে সিদ্ধান্ত সীমান্তে লেথাল আর্মস ব্যবহার বন্ধ হচ্ছে

মনির হোসেন,ঢাকা,১১ জানুয়ারী।। সীমান্ত হত্যা বন্ধে সীমান্তে লেথাল আর্মস ব্যবহার করা হবে না মর্মে বাংলাদেশ-ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ে আলোচনায় সিদ্ধান্ত হয়েছে বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশ সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল।

মঙ্গলবার দুপুরে র্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব) -১৩, রংপুর কর্তৃক আয়োজিত কুড়িগ্রাম সদর উপজেলার ধরলা নদীর পূর্ব প্রান্তে শীতবস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে এ কথা বলেন মন্ত্রী। বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কের গুরুত্ব ও সীমান্ত হত্যার প্রসঙ্গে মন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ-ভারত ভ্রাতৃপ্রতীম দেশ। সীমান্তের ওপারে যারা থাকেন তাদের সাথে এপারের সীমান্তবর্তী বাসিন্দাদের নানা কাজে সুসম্পর্ক থাকে। হয়তো মনের টানে নিজের অজান্তে অনেকে সীমানা অতিক্রম করে থাকেন। হয়তো অনেকে যে কাজটি করা উচিত নয় সেটিও করে থাকেন। এজন্য বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তে মাঝে মাঝে দুই একটি ঘটনা ঘটে যায়।

বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তে বাংলাদেশিদের হত্যাকাণ্ড বন্ধে গৃহীত উদ্যোগ প্রসঙ্গে মন্ত্রী বলেন, দুই দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং বিজিবি-বিএসএফ পর্যায়ে একাধিক আলোচনা হয়েছে। আমাদের সিদ্ধান্তটা এমনই যে সীমান্ত হত্যা বন্ধ করা হবে। আমরা দুই পক্ষই সিদ্ধান্ত নিয়েছি সীমান্তে লেথাল আর্মস ব্যবহার করা হবে না। তারপরও মাঝে মাঝে কিছু ঘটনা ঘটে যায়। সীমান্ত হত্যা বন্ধে আমরা সবাই আন্তরিক।

মুখ্যমন্ত্রীকে ১০ কেজি ওজনের চিতল মাছ উপহার বেকার মৎস্য ব্যবসায়ী সংস্থার

গুয়াহাটি, ১১ জানুয়ারি (হি.স.) : মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মাকে 'উরুকা' (পৌষ সংক্রান্তি)-র প্রাক্কালে ১০ কেজি ওজনের চিতল মাছ উপহার দিয়েছেন গুয়াহাটির 'বৃহত্তর উজানবাজার বেকার মৎস্য ব্যবসায়ী সংস্থা'র পদাধিকারীগণ। আজ মঙ্গলবার সকালে মুখ্যমন্ত্রীর সরকারি বাসভবনে গিয়ে চিতল মাছটি উরুকার উপহার হিসেবে তাঁর হাতে তুলে দিয়েছেন সংস্থার পদাধিকারীরা। জাতির গতিশীল সাংস্কৃতিক সত্ত্বা এবং জীবনবোধের সবল অভিব্যক্তি মাঘ বিহুর উরুকার প্রাক্কালে বিশেষ এই উপহার পেয়ে মুখ্যমন্ত্রী ড় শর্মা আনন্দ ব্যক্ত করে সংস্থার সকল কর্মকর্তাকে ধন্যবাদ জানান। মুখ্যমন্ত্রীও বিনিময়ে তাঁদের ভোগালি বিহুর অগ্রিম শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। ভোগালি বিহু সকলের জীবনকে ভোগময় করে তুলবে বলে আশা প্রকাশ করেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। মুখ্যমন্ত্রীকে বিশাল চিতল মাছ উপহার দেওয়ার সময় ছিলেন বৃহত্তর উজানবাজার বেকার মৎস্য ব্যবসায়ী সংস্থার সাধারণ সম্পাদক ভাস্কর দাস, সদস্য যথাক্রমে বিলু দাস, হরিৎ মেধি এবং দিলীপ মেধি।

গহপুরে স্বামীর প্রহারে মৃত্যু পত্নীর, ফেরার অভিযুক্ত

গহপুর (অসম), ১১ জানুয়ারি (হি.স.) : বিশ্বনাথ জেলার গহপুরে পারিবারিক বিবাদের পরিণতিতে স্বামীর প্রহারে মৃত্যু হয়েছে পত্নীর। এ ঘটনায় অভিযুক্ত স্বামী ফেরার হয়ে গেছে। ঘটনা গতকাল সোমবার রাতে সংগঠিত হয়েছে। স্থানীয়দের কাছে প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, নিহত প্রিয়া মাহাতোর সঙ্গে কারণে-অকারণে তার স্বামী গোবিন্দের প্রায় সবসময়ই প্রচণ্ড ঝগড়া হত। গতকাল রাতেও দুজনের মধ্যে একইভাবে ঝগড়া শুরু হয়। এক সময় মেজাজ হারিয়ে গোবিন্দ মাহাতো তার পত্নী প্রিয়াকে স্টিলের একটি পাইপ দিয়ে প্রহার করতে থাকে। পাইপের ঘা লাগে প্রিয়ার মাথায়ও। মাথায় আঘাতের ফলে রক্ত ঝরিয়ে মাটিতে লুটে পড়ে গোবিন্দের স্ত্রী ক প্রিয়া। উচ্চৈঃস্বরে গোবিন্দদের প্রচণ্ড ঝগড়া শুনে প্রতিবেশিরা তাদের ঘরে ছুটে যান। ইত্যবসরে মাথায় আঘাত পেয়ে সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলে ঘরের মেঝেতে পড়ে যান প্রিয়া। গুরুতর আঘাতপ্রাপ্ত প্রিয়া মাহাতোকে উদ্ধার করে প্রতিবেশিরা হাসপাতালে নিয়ে যান। হাসপাতালে নিয়ে চিকিৎসা শুরু করার আগেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন তিনি। এদিকে প্রিয়ার পরিবার এবং প্রতিবেশিরা খবর দেন স্থানীয় থানায়। খবর পেয়ে পুলিশের এক দল হাসপাতালে এবং আরেক দল গোবিন্দদের ঘরে ছুটে যায়। পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে স্টিলের পাইপটি উদ্ধর করেছে। কিন্তু পত্নীহন্তা গোবিন্দকে ধরতে পারেনি, সে ফেরার হয়ে গেছে। তবে তাকে ধরতে অভিযান শুরু করেছে পুলিশ।

বুধে ১১টি মেডিকেল কলেজের উদ্বোধন, উন্মোচিত হবে সিআইসিটি-র নয়া ক্যাম্পাস

চেন্নাই, ১১ জানুয়ারি (হি.স.): দীর্ঘ কয়েক বছরের প্রতীক্ষা শেষ হচ্ছে ১২ জানুয়ারি, বুধবার। ওই দিন একসঙ্গে তামিলনাড়ুতে ১১টি নতুন সরকারি মেডিকেল কলেজের উদ্বোধন হবে। ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে ১১টি নতুন মেডিকেল কলেজের উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। পাশাপাশি চেন্নাইয়ে সেন্ট্রাল ইনস্টিটিউট অফ ক্লাসিকাল তামিল (সিআইসিটি)-র নতুন ক্যাম্পাসেরও উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী।

প্রধানমন্ত্রীর দফতর (পিএমও) থেকে জানানো হয়েছে, বুধবার, ১২ জানুয়ারি তামিলনাড়ুতে ১১টি নতুন সরকারি মেডিকেল কলেজ ও চেন্নাইয়ে সেন্ট্রাল ইনস্টিটিউট অফ ক্লাসিকাল তামিল-এর নতুন ক্যাম্পাসের উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, ভার্চুয়ালি। নতুন মেডিকেল কলেজগুলি প্রায় ৪০০০ কোটি টাকা ব্যয়ে তৈরি করা হয়েছে, যার মধ্যে প্রায় ২,১৪৫ কোটি টাকা কেন্দ্রীয় সরকার এবং বাকি অর্থ তামিলনাড়ু সরকার দিয়েছে।

ডিমা হাসাওয়ে করোনায় নতুন আক্রান্ত ২৬ জন

হাফলং (অসম), ১১ জানুয়ারি (হি.স.) : সমগ্র দেশে আছড়ে পড়েছে কোভিডের তৃতীয় ঢেউ। সেই সঙ্গে কোভিডের নতুন ভ্যারিয়েন্ট ওমিক্রম এখন এক আতঙ্কের পরিবেশ সৃষ্টি করেছে প্রতিদিনই ভারতে সংক্রমণের হার লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। সমগ্র দেশে লক্ষাধিক মানুষ কোভিডে আক্রান্ত হওয়ার তথ্য আসছে। অসমে আজ মঙ্গলবার নতুন করে কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন ২,৮৩৭ জন। এর মধ্যে ডিমা হাসাও জেলায় নতুন করে কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন মোট ২৬ জন। বর্তমানে হাফলঙে আসাম রাইফেলসের নিয়োগ প্রক্রিয়া চলছে। তার জন্য বহিঃরাজ্য যেমন পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, ওড়িশা, কর্ণাটক, কেরলা ইত্যাদি রাজ্য থেকে প্রচুর সংখ্যায় প্রার্থী হাফলং আসছেন। কিন্তু এই চাকরি প্রার্থীদের এতদিন কোনও কোভিড পরীক্ষার ব্যবস্থা ছিল না। এতে ডিমা হাসাও জেলায় কোভিড ছড়িয়ে পড়তে পারে আশঙ্কা প্রকাশ করেছিল সচেতন মহল। এর পরই জেলা প্রশাসন ও স্বাস্থ্য বিভাগ নড়েচড়ে বসে। শুরু হয় নিউহাফলং স্টেশন ও হাফলং সরকারি বাগানে অবস্থিত আসাম রাইফেলস দফতরের কাছে কোভিড পরীক্ষা। তাছাড়া নিউহাফলং স্টেশন ও ট্রেনে বাইরে থেকে আগত যাত্রীদেরও এখন কোভিড পরীক্ষা করা হচ্ছে।

আতঙ্ক! হাইলাকান্দিতে একদিনে করোনায় আক্রান্ত ১১০ জন

হাইলাকান্দি (অসম), ১১ জানুয়ারি (হি.স.) : রেকর্ড! করোনায় একদিনে আক্রান্ত ১১০ জন। আতঙ্কের কালোমেঘ জেলাজুড়ে। করোনার তৃতীয় ঢেউয়ে হাইলাকান্দি জেলাকে কার্যত গ্রাস করে নিয়েছে। আজ মঙ্গলবার জেলায় নতুন করে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ১১০ জন। যা সাম্প্রতিককালের রেকর্ড। তৃতীয় ঢেউয়ে জেলায় মোট আক্রান্তের সংখ্যা ২২৯ জন। স্বাস্থ্য দফতর সূত্রের খবর, আজ নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ১১০ জন। এঁদের মধ্যে কেবলমাত্র আরএটি পরীক্ষায় ধরা পড়েছেন ১০৮ জন এবং দুজন আরটি-পিসিআরে। এদিন জেলায় ৮৯৬ জনের আরএটি এবং আরটি-পিসিআর করা হয় ৩৩ জনের। জেলায় মোট সক্রিয় আক্রান্তের সংখ্যা ২৩০। হাইলাকান্দি অসামরিক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন ১১ জন এবং শিলচর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে তিনজনের।

কারবি আংলঙে উদ্ধার ১০ কোটি টাকার বেশি মূল্যের হেরোইন, গ্রেফতার এক

ডিফু (অসম), ১১ জানুয়ারি (হি.স.) : অসমের অন্যতম পাহাড়ি জেলা কারবি আংলঙে উদ্ধার হয়েছে ১.৫ (দেড়) কিলোগ্রাম হেরোইন। উদ্ধারকৃত হেরোইনগুলির আন্তর্জাতিক বাজারমূল্য ১০ কোটি টাকার বেশি হবে বলে মনে করছে পুলিশ। ড্রাগস পাচারের অভিযোগে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। জেলার অন্তর্গত লাহরিজান পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ এই খবর দিয়ে জানান, বোকাজানের এসডিপিও জন দাসের নেতৃত্বে আজ মঙ্গলবার ভোর প্রায় ছয়টা নাগাদ লাহরিজানে পুলিশের চেকিং পয়েন্টে রুটিন নাকা তালাশির সময় পণ্যবাহী একটি ট্রাক থেকে ১১০টি সাবান কেসে ভরতি বিপুল পরিমাণের হেরোইনগুলি বাজেয়াপ্ত করেছেন তাঁরা। তালাশি অভিযানে স্থানীয় রাজ্য পুলিশের সঙ্গে ছিলেন সিআরপিএফ-এর জওয়ানও। ধৃত ট্রাক চালকের প্রদত্ত বয়ানের উদ্ধৃতি দিয়ে পুলিশ অফিসার জানান, ট্রাকটি মণিপুরের রাজধানী ইমফল থেকে আসছিল। মণিপুরে জনৈক ব্যক্তি হেরোইনগুলি গুয়হাটিতে কোনও অজ্ঞাত ব্যক্তিকে হস্তান্তরের দায়িত্ব দিয়েছিল তাকে। ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে 'নারকোটিক ড্রাগস অ্যান্ড সাইকেট্রপিক সাবস্ট্যান্সেস অ্যাক্ট, ১৯৮৫' (এনডিপিএস)-এর নির্দিষ্ট ধারায় ট্রাক চালকের বিরুদ্ধ মামলা নথিভুক্ত করা হয়েছে।

পঞ্জাব থেকে একঝাঁক নেতা বিজেপিতে গেরুয়া শিবিরে সামিল অরবিন্দ খান্নাও

নয়াদিল্লি, ১১ জানুয়ারি (হি.স.): পঞ্জাবে বিধানসভা নির্বাচনের ভোটগ্রহণ আগামী ১৪ ফেব্রুয়ারি, এক দফায় হবে ভোট। ভোটের প্রায় এক মাস আগে পঞ্জাব থেকে একঝাঁক নেতা যোগ দিলেন ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)-তে। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন প্রাক্তন কংগ্রেস বিধায়ক অরবিন্দ খান্না, শিরোমণি অকালি দলের নেতা গুরদীপ সিং গোশা এবং অমৃতসরের প্রাক্তন কাউন্সিলর ধরমবীর সারিন। মঙ্গলবার দিল্লিতে বিজেপির সদর দফতরে দুই কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হরদীপ সিং পুরী ও গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াতের উপস্থিতিতে বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন সকলে। দু"বারের বিধায়ক পেশায় ব্যবসায়ী অরবিন্দ খান্না, কয়েক বছর আগে কংগ্রেসের সঙ্গে সমস্ত ধরনের সম্পর্ক শেষ করার পর থেকে সেভাবে সক্রিয় রাজনীতিতে ছিলেন না। এদিন তিনি যোগ দিয়েছেন বিজেপিতে। এছাড়াও যাঁরা এদিন গেরুয়া শিবিরে সামিল হয়েছেন তাঁরা হলেন, কনওয়ারবীর সিং তোহরা, শিরোমণি অকালি দলের নেতা গুরদীপ সিং গোশা এবং অমৃতসরের প্রাক্তন কাউন্সিলর ধরমবীর সারিন। সকলকে বিজেপি পরিবারে স্বাগত জানিয়ে গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত বলেছেন, পঞ্জাবের নির্বাচনী ইতিহাসে নতুন অধ্যায়ের রচনা করবে বিজেপি।

আগামী ১৯ জানুয়ারি অসম ক্যাবিনেটের বৈঠক ডিমা হাসাও জেলা সদর হাফলঙে

হাফলং (অসম), ১১ জানুয়ারি (হি.স.) : ডিমা হাসাও জেলা সদর হাফলঙে অনুষ্ঠিত হতে চলছে রাজ্যের ক্যাবিনেট বৈঠক। প্রথমে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল গত ৫ জানুয়ারি। কিন্তু অনিবার্য কারণে সদিন ক্যাবিনেট বৈঠক স্থগিত রাখা হয়েছিল। এবার ক্যাবিনেট বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে আগামী ১৯ জানুয়ারি।

ইতিমধ্যে রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠককে সার্থক করে তুলতে প্রশাসনিক স্তরে প্রস্তুতি তুঙ্গে। ক্যাবিনেট বৈঠককে কেন্দ্র করে শৈলশহর হাফলংকে নতুন সাজে সাজিয়ে তোলা হয়েছে। রাস্তাঘাট থেকে শুরু করে পুরো শহরের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করা হয়েছে। ১৮ জানুয়ারি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা সহ রাজ্যের ১৪ জন পরিষদীয় মন্ত্রী, মুখ্যসচিব এবং বিভিন্ন বিভাগের শীর্ষ আধিকারিক হাফলং এসে উপস্থিত হবেন। তার পরের দিন ১৯ জানুয়ারি হাফলঙে জেলাশাসকের কার্যালয় সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হবে রাজ্যের মন্ত্রিসভার বৈঠক। এদিন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা হাফলঙে বেশ কিছু উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন করবেন। এর মধ্যে রয়েছে নবনির্মিত এনএল দাওলাগাপু স্পোর্টস কমপ্লেক্স, দিবারাইয়ে হেলিপেড, হাফলং সরকারি মহাবিদ্যালয়ের নতুন ভবন, কৃষি ভবন, হাফলং সরকারি হাসপাতালে নতুন অক্সিজেন প্ল্যান্ট ইত্যাদি।

উল্লেখ্য, হিমন্তবিশ্ব শর্মা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর ঘোষণা করেছিলেন, তাঁর মন্ত্রিসভার বৈঠক শুধু দিশপুরে সীমাবদ্ধ থাকবে না। ক্যাবিনেট বৈঠক রাজ্যের প্রত্যেক জেলায় অনুষ্ঠিত হবে। সে অনুযায়ী প্রথম ক্যাবিনেট বৈঠক ধেমাজিতে এবং দ্বিতীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছিল বঙাইগাঁওয়ে। তৃতীয় ক্যাবিনেট বৈঠক আগামী ১৯ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হবে ডিমা হাসাও জেলা সদর হাফলঙে।

হরেকরকম

হরেকরকম
হরেকরকম

ক্যালরির হিসাব রাখতে পারলে ওজন কমানো যায় বেশি

অতিরিক্ত ওজন কমানো কঠিন। আর সেটা বেশিরভাগ সময় নির্ভর করে খাদ্যাভ্যাসের ওপর।

যুক্তরাষ্ট্রের 'ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অব ডায়াবেটিস অ্যান্ড ডাইজেসটিভ অ্যান্ড কিডনি ডিজিজ' অনুযায়ী, আমেরিকার তিনজনের মধ্যে দুইজনের ওজন বেশি বা স্থূলকায়।

রাতারাতি ওজন কমানো সম্ভব নয়। এর জন্য প্রয়োজন সঠিক খাদ্যাভ্যাস ও নিয়ন্ত্রিত জীবনযাত্রা।

ওজন কমানোর প্রথম পন্থা হল, দেহের প্রয়োজনের তুলনায় কম ক্যালরি গ্রহণ করা এবং এটা বেশ কঠিন একটা ধাপ।

প্রতিদিন যা খাওয়া বা পান করা হচ্ছে সেটার ক্যালরি গণনা করা প্রয়োজন। আর খেয়াল রাখতে হবে যেন বাড়তি ক্যালরি গ্রহণ করা না হয়।

যুক্তরাষ্ট্রের 'বাটারফ্লাই হলিস্টিক নিউট্রিশন'য়ের কর্ণধার ও 'ন্যাচারাল নিউট্রিশন সার্টিফাইড প্র্যাক্টিশন'য়ের পুষ্টিবিদ পামেলা বার্টোন ইটদিস ডটকম'য়ে প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলেন, "আমরা অনেকসময় স্বাদের জন্য উচ্চ ঘনত্বের অনেক খাবার খেয়ে থাকি তা প্রচুর পরিমাণে ক্যালরি যোগ করে থাকে। প্রতিদিনের খাবারের হিসাব করলে দেখা যাবে আমরা আসলে কী পরিমাণে ক্যালরি গ্রহণ করে থাকি।"

তাই ক্যালরি গণনা করতে 'ফুড ডায়েরি' অনুসরণ করা যেতে পারে।

ফুড ডায়েরির উপকারিতা

যুক্তরাষ্ট্রের 'ইউনিভার্সিটি অফ পিটসবার্গ'য়ের করা ক্লিনিক্যাল গবেষণায় দেখা গেছে, 'ফুড ডায়েরি' মস্তিষ্ককে মনোযোগ দিয়ে খাবার খেতে এবং ওজন কমাতে কম ক্যালরি গ্রহণে সংকেত দেয়।

সমস্যা হচ্ছে খাবার নিয়ন্ত্রণের এই প্রচেষ্টা কয়েকদিনের মধ্যেই অনেকটাই কমে আসে। অথবা অনেকেই চেষ্টাই করে না।

তবে বর্তমানে নানান অ্যাপের মাধ্যমে খাদ্যাভ্যাসকে তালিকাভুক্ত করে রাখা যায়। ফলে তা স্বয়ংক্রিয়ভাবেই লিপিবদ্ধ হয়ে থাকে।

ডিজিটাল ফুড লগ ব্যবহার

'ইউনিভার্সিটি অব ভার্মান্টে'য়ের গবেষকদের মতে, 'ডিজিটাল ফুড ব্লক'- ব্যবহারকারীদের খাবার ট্র্যাক করতে আরও বেশি আগ্রহী এবং ওজন কমাতে সফলতা বাড়াতে সহায়তা করেছে।

গড়ে ৪৮ বছর বয়স্ক (অধিকাংশ নারী) ১৪২ জন অংশগ্রহণকারীদের ওপর করা এক পর্যবেক্ষণের ফলাফল প্রকাশিত হয় 'ওবেসিটি' সাময়িকীতে।

সেখানে তাদের ২৪ সপ্তাহের প্রতিদিনের খাবার নিজে পর্যবেক্ষণ করে ওয়েবসাইটে লিপিবদ্ধ করতে বলা হয়। এর ফলে তারা নিজের ক্যালরি গ্রহণ সম্পর্কে আরও সতর্ক হন।

ছয় মাস পরে গবেষকরা দেখেন যে, অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে খুব কম সংখ্যকই এভাবে নিজেদের পর্যবেক্ষণে ব্যর্থ হয়েছিলেন।

যারা পাঁচ থেকে দশ শতাংশ বা তার বেশি ওজন কমিয়ে ছিলেন তারা দিনে বেশিরভাগ সময় 'ফুড লগিং'য়ে ব্যয় করছিলেন।

প্রথম মাসে এর সময় সীমা ১৪.৬ হলেও পরে তা ২৩ মিনিট পর্যন্ত হয়েছিল।

পরামর্শ গবেষকদের মতে, ওজন নিয়ন্ত্রণ করতে 'সেল্ফ মনিটরিং' জরুরি। এর ফলে নিজের সম্পর্কে ভালো ধারণা পাওয়া যায়। আর ক্যালরির হিসাব রাখা সহজ হয়।

কালো কফি ও ডার্ক চকলেটের প্রতি ভালোবাসা হয়ত জিনগত

চিনি ছাড়া কফি আর ডার্ক চকলেটের তিতকুটে স্বাদ পছন্দ হওয়া সুস্বাস্থ্যের লক্ষণ।

'নর্দান ইউনিভার্সিটি ফেইনবার্গ স্কুল অফ মেডিসিন'য়ের 'প্রিভেনটিভ মেডিসিন' বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক এবং 'ক্যাফেইন' গবেষক মেরিলিন কর্নেলিস সিএনন'য়ের একটি প্রতিবেদনে বলেন বলেন, "যারা 'ব্ল্যাক কফি' পছন্দ করেন, তাদের বেশিরভাগই 'ডার্ক চকলেট'ও পছন্দ করেন বলে দাবি করে গবেষণা।"

"আপনি যদি তাদের মধ্যে একজন হয়ে থাকেন তবে অভিনন্দন। জিনগতভাবে এমন একটি বৈশিষ্ট্য আপনি পেয়েছেন যা ভবিষ্যতে আপনার সুস্বাস্থ্যের জন্যই উপকারী।"

প্রতিবেদনে এই গবেষক আরও বলেন, "পরিমিত মাত্রায় 'ব্ল্যাক কফি', যা দৈনিক তিন থেকে পাঁচ কাপ, কিছু দূরারোগ্য ব্যধির ঝুঁকি কমায়। এরমধ্যে 'পারকিনসন'স ডিজিজ', হৃদরোগ, 'টাইপ টু ডায়াবেটিস' এবং কয়েক ধরনের ক্যান্সার বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।"ৎ

তবে কফির সঙ্গে দুধ, চিনি, ক্রিম ইত্যাদি যোগ করলে এই উপকারিতা মেলে না। কারণ একদিকে 'ব্ল্যাক কফি'তে কোনো ক্যালরি নেই। আর অপরটিতে ক্যালরির মাত্রা হতে পারে কয়েকশ।"

গবেষণায় কর্নেলিস ও তার দল জিনগত একটি ধরন আবিষ্কার করেন যা মানুষকে প্রতিদিন প্রচুর কফি পানের প্রতি আকৃষ্ট করে। কর্নেলিস বলেন, "'ক্যাফেইন' দ্রুত হজম করতে পারে এমন জিন যাদের আছে, তাদের ওপর কফির প্রভাব বেশিক্ষণ থাকে না। ফলে তারা বেশি কফি পান করেন।"

"কিছু মানুষ প্রচুর কফি পান করতে পারেন, আর কেউ সামান্য পান করেই অস্বস্তি বোধ করেন। এই দুই পরিস্থিতির জন্য মূলত বিশেষ ওই জিনের উপস্থিতি ও অনুপস্থিতিই দায়ী। আর যাদের মধ্যে এই জিন আছে তারাই 'ব্ল্যাক কফি', চিনি ছাড়া চা, 'ডার্ক চকলেট' ইত্যাদি পছন্দ করেন।"

কড়া বা তেতো স্বাদের খাবারের সঙ্গে মানসিক অবস্থার সম্পর্ক

কর্নেলিস ও তার দলের গবেষণায় জানা যায়, এই মানুষগুলোর তেতো বা কড়া স্বাদের খাবার ও পানীয় পছন্দ করার সঙ্গে আসলে স্বাদের কোনো সম্পর্ক নেই। বরং এই স্বাদ তাদেরকে মানসিকভাবে সতর্ক করে তোলে। আর সেই সতর্ক অবস্থার টানেই তারা এই খাবার ও পানীয়ের দিকে ঝোঁক বাড়ায়। তিনি আরও বলেন, "ডার্ক চকলেট পছন্দ করার পেছনেও একই ব্যাপার রয়েছে। এতেও সামান্য 'ক্যাফেইন' থাকে। আর বেশি পরিমাণে থাকে 'থিওব্রোমাইন' নামক একটি উপাদান। এর প্রভাব অনেকটাই 'ক্যাফেইন'য়ের সমতুল্য। তবে এই চকলেটে ক্যালরি বেশি, তাই খাওয়ার পরিমাণের দিকে নজর রাখতে হবে। গুণাগুণ সম্পর্কে কর্নেলিস বলেন, "চকলেটের মূল উপাদান কোকোয়া'তে প্রচুর পরিমাণে 'এপিক্যাটেচিন', 'ক্যাটেচিন' নামক 'ফ্লাভানয়েড' এবং 'অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট' থাকে। এগুলো শরীরের রক্ত সঞ্চালন বাড়ায়। একই উপকার মেলে 'গ্রিন টি', 'ওলং টি', 'ব্ল্যাক টি', 'কেইল', পেঁয়াজ, জাম, 'সিট্রাস' বা টক ধরনের ফল ও সয়াবিনে।"

স্বাস্থ্যঝুঁকির কারণ হতে পারে নাক ডাকা

ঘুমের মধ্যে নাক ডাকা স্বাভাবিক হলেও স্বাস্থ্যঝুঁকির কথা চিন্তা করে কিছু বিষয় খেয়াল রাখা দরকার। ঠাণ্ডা লাগা বা অ্যালার্জি নাসিকাগ্রন্থিতে বাধার সৃষ্টি করে। ঘুমানোর আগে কিছু বিশেষ পানীয় পান এই সমস্যার সমাধান করতে পারে।

নাসিকা গ্রন্থিতে এমন বাধা রাতে ঘুমের মধ্যে নাক ডাকার অন্যতম কারণ।

হার্ভার্ড মেডিকেল স্কুল'য়ের 'স্লিপ মেডিসিন' বিভাগের প্রশিক্ষক ও ঘুম বিশেষজ্ঞ রেবেকা রবিন্স সিএনএন'য়ে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে বলেন, "ঘুমের মধ্যে নাক ডাকা খুব স্বাভাবিক এবং এতে ভয়ের কিছু নেই।"

তবে 'অবস্ট্রাকটিভ স্লিপ অ্যাপনিয়া'র অন্যতম প্রধান লক্ষণ হল 'নাক ডাকা'। এর ফলে ঘুমের মধ্যে মানুষের দশ সেকেন্ড বা তার বেশি সময় শ্বাস ক্রিয়া বন্ধ থাকতে পারে।

"নাক ডাকা জোরে হলে বা নিরবিচ্ছিন্নভাবে এমনটা দেখা দিলে অথবা শ্বাসের সমস্যা সৃষ্টি করলে তা নিয়ে সচেতন হওয়া প্রয়োজন" বলেন রবিন্স।

'অবস্ট্রাকটিভ' স্লিপ অ্যাপনিয়া', 'সেন্ট্রাল স্লিপ অ্যাপনিয়ার' মতো নয়- যেখানে মস্তিষ্ক মাঝে মধ্যে দেহকে নিঃশ্বাস গ্রহণের সংকেত দিতে ব্যর্থ হয়।

'অবস্ট্রাকটিভ স্লিপ অ্যাপনিয়া' হয় মূলত কোষের মাঝে বাতাস চলাচলের দুর্বলতা, দৃঢ় বা প্রশান্ত কোমল কোষের জন্য।

দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ার 'ক্যাক স্কুল অব মেডিসিন'য়ের ক্লিনিকেল মেডিসিনের অধ্যাপক এবং ঘুমবিশেষজ্ঞ ডা. রাজ দাসগুপ্ত বলেন, "আমরা সাধারণত বুক ও পেটের সাহায্যে বাতাস গ্রহণ আর বের করার চেষ্টা করে থাকি। তবে 'অবস্ট্রাক্টিভ' থাকলে এভাবে শ্বাস নেওয়া যাবে না। যদিও আমরা এই লক্ষণগুলোকে খুব একটা গুরুত্ব দেই না। তবে অনেকের ক্ষেত্রে মারাত্মক হতে পারে।"

'আমেরিকান একাডেমি অব স্লিপ মেডিসিন' অনুযায়ী, এই বিষয়ে সতর্ক না হলে তা টাইপ-২ ডায়াবেটিস, হৃদরোগ, দুশ্চিন্তা বা হতাশা এমনকি অকাল মৃত্যু ঘটাতে পারে।

নাক ডাকা এখানে মূল লক্ষণ। তাই একে কোনোভাবেই অবহেলা করা যাবে না।

ডা. দাশগুপ্তা বলেন, "নাক ডাকা স্বাভাবিক। তবে এখানে ক্রমাগত এবং খুব জোরে নাক ডাকার কথা বলা হচ্ছে, যা শুনতে অনেকটা মৃতপ্রায় ভাল্লুক বা 'জোরাসিক পার্ক' সিনেমার দৃশ্যের মতো শোনায়। এমন লক্ষণ দেখা দিলে তা 'অবস্ট্রাকটিভ স্লিপ অ্যাপনিয়া'র দিকেই নির্দেশ করে।"

ক্লান্তি

দিনে খুব বেশি ক্লান্ত থাকা রাতে ভালো ঘুমের ব্যঘাত ঘটায়। ফলে নাক ডাকাও প্রবল হয়।

রবিন্সের মতে, "দিনে যাদের ঘুম ঘুম ভাব দেখা দেয় তাদের রাতে নাক ডাকার জোরালো সম্ভাবনা থাকে।"

'স্লিপ ফর সাকসেস' বইয়ের সহকারী লেখক রবিন্স আরও বলেন, "যারা দিনের যে কোনো সময় যে কোনো জায়গায় ঘুমিয়ে যেতে পারেন তাদের মাঝে অধিকাংশই হন দুর্বল ও ক্লান্ত। আর এদের মাঝে নাক ডাকার প্রবণতাও বেশি।" পর্যবেক্ষণ সবাই না হলেও অনেক মানুষই নিজে নাক ডাকেন কি-না তা জানেন না। এমনকি শ্বাস বন্ধের জন্য খুব বেশি খারাপ ফলাফল না হওয়া পর্যন্ত তাদের ঘুমের মাঝে নিঃশ্বাস বন্ধের সমস্যা সম্পর্কে অবগপ্ত নন।

ডা. দাশগুপ্তার মতে, "নাক ডাকার চেয়ে 'অ্যাপনিয়া' বা ঘুমের মধ্যে অল্প সময়ের জন্য শ্বাস বন্ধ থাকা বেশি খারাপ। কারণ এতে বাতাস চলাচল বন্ধ হয়ে যায় ফলে শ্বাস নিতে সমস্যা হয়।"

রবিন্সের মতে, "ব্যক্তি যেহেতু নিজে বোঝেন না তাই সঙ্গী যদি খেয়াল করে থাকেন যে পাশের জনের ঘুমের মধ্যে শ্বাস বন্ধ হওয়া, নাক ডাকা, কাশি বা হাঁপানোর সমস্যা হচ্ছে তাহলে তা অবহেলা না করে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ গ্রহণ করা উচিত।"

উচ্চ রক্তচাপ

'অবস্ট্রাকটিভ স্লিপ অ্যাপনিয়া' অতিরিক্ত দুশিন্তার কারণেও দেখা দেয়। কয়েক সেকেন্ড শ্বাস বন্ধের ফলে দেহে রক্তচাপ বেড়ে যায়। ফলে দেহে মানসিকচাপ বৃদ্ধিকারী হরমোন 'কেটেকোলামিঞ্জ' বাড়ে। আর এটাও রক্তচাপ আরও বৃদ্ধি করে।"

দুশ্চিন্তা অনিদ্রার অন্যতম কারণ। তাই 'অবস্ট্রাকটিভ স্লিপ অ্যাপনিয়া'র চিকিৎসায় 'কন্টিনিউয়াস পজিটিভ এয়ারওয়ে প্রেশার' বা সিপিএপি কেবল 'স্লিপ অ্যাপনিয়া'র জন্য নয় তা রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণেও সহায়তা করে।

বিএমআই দেহের উপযুক্ত ভর নির্ভর করে দেহের উচ্চতা ও ওজনের উপরে যা 'বিএমআই' পরিমাপ বলে পরিচিত।

বিএমআই ১৮.৫ থেকে ২৪.৯ এর মধ্যে থাকলে তা স্বাভাবিক বলে বিবেচিত হয়।

এর মান ২৫ থেকে ২৯.৯ এর মধ্যে হলে বাড়তি ওজন এবং ৩০-এর উপরে গেলে তা স্থূলকায় বলে বিবেচিত হয়।

যারা এই মাত্রার ৩৫-এর বেশি তারা 'অবস্ট্রাকটিভ স্লিপ অ্যাপনিয়া'য় ভোগেন। তাই এই সমস্যা সমাধানে ওজন কমানো উপকারী বলে মনে করেন রবিন্স। বয়স বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পেশি দুর্বল হতে থাকে। তাই পঞ্চাশ পেরুলে অনেকেরই নাক ডাকার সমস্যা দেখা দেয় যা 'অবস্ট্রাক্টিভ স্লিপ অ্যাপনিয়া'তে পরিণত হতে পারে। গবেষণায় দেখা গেছে, বেশি বয়সে এই সমস্যা দেখা দেওয়া কম বয়সে হওয়ার চেয়ে কম ঝুঁকিপূর্ণ।

ঘাড় ও গলা যাদের গলার গড়ন বংশগতভাবেই খানিকটা লম্বা তাদের 'স্লিপ অ্যাপনিয়া' হওয়ার ঝুঁকি থাকে।

ডা. দাশগুপ্তা জানান, পুরুষের জন্য গলার মাপ ১৭ ইঞ্চির বেশি হওয়া এবং নারীদের জন্য এই মাপ ১৬ ইঞ্চির চেয়ে বেশি হওয়া আশঙ্কাজনক।

লিঙ্গ

পুরুষের দেহের উপরের অংশে মেদের পরিমাণ বেশি হওয়াতে নারীদের চেয়ে 'অবস্ট্রাকটিভ স্লিপ অ্যাপনিয়া' হওয়ার ঝুঁকি বেশি থাকে।

এছাড়াও পুরুষদের মধ্যে যাদের পেটে মেদ আছে এবং যে নারীরা মেনোপোজের সময় পার করছেন তাদের মাঝে 'অবস্ট্রাকটিভ স্লিপ অ্যাপনিয়া' দেখা দেওয়ার ঝুঁকি থাকে বলে জানান, ডা. দাশগুপ্তা।

চিকিৎসা 'স্লিপ অ্যাপনিয়ার চিকিৎসায়' 'কন্টিনিউয়াস পজিটিভ এয়ারওয়ে প্রেসার' বা সিপিএপি উপকারী। এছাড়াও ওজন কমানো এই রোগের ঝুঁকি অনেকটা কমায়।

এক্ষেত্রে চিকিৎসকেরা মুখে ব্যবহার করার মতো যন্ত্র যা মুখে বাতাস চলাচলে সহায়তা করে তা ব্যবহারের পরামর্শ দেন।

নাসিকা নালীর সমস্যা, টনসিল বৃদ্ধি বা নাসিকা গ্রন্থির পর্দায় কোনো সমস্যা দেখা দিলে তার জন্য বিশেষজ্ঞরা সার্জারির পরামর্শ দিয়ে থাকেন।

'স্লিপ অ্যাপনিয়া'র সমস্যা মৃদু হলে সাধারণত চিত হয়ে না ঘুমিয়ে পাশ ফিরে শোয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়। এছাড়াও আঁটসাঁট পোশাক পরে রাতে না ঘুমিয়ে বরং ঢিলেঢালা পোশাক পরলে আরামদায়কভাবে ঘুমানো যায়। আর নাক ডাকার সমস্যা কিছুটা কমে।

শিশুর চুলের যত্ন

নিজের চুলের যত্ন করলেও অনেক ক্ষেত্রে শিশুদের চুলের যত্নের গুরুত্বটা খেয়াল রাখা হয় না।

আর খেয়াল রাখলেও ঠিক কীভাবে তা করা উচিত সে বিষয়ে যথেষ্ট ধারণা অনেকেরই নেই।

বড়দের মতো শিশুদের চুলেও তেল-শ্যাম্পু দিতে হয়। তবে এর কিছু নিয়মও রয়েছে।

'রেড বিউটি স্যালন'য়ের কর্ণধার আফরোজা পারভীন বলেন, "শিশুর মাথার ত্বক ভালো রাখতে এবং চুলের বৃদ্ধি উন্নত করতে সপ্তাহে অন্তত একবার শিশুর চুলে তেল মালিশ করা এবং ভালো মতো শ্যাম্পু করা প্রয়োজন।"

তার মতে, একেক বয়সের শিশুদের চুলে একেক ভাবে যত্ন নিতে হবে। যেমন- জন্ম থেকে এক বছরের শিশুদের মাথায় তেল দেওয়া অনেকটাই সহজ। সাধারণভাবেই এই বয়সের শিশুদের সারা শরীর ও চুলে তেল দেওয়া হয়।

তাদের চুলে কেবল তেল মেখে না রেখে ঘড়ির কাটার দিকে এবং এর উল্টা দিকে মালিশ করা হলে শিশুর ঘুম ভালো হবে, রক্ত সঞ্চালন বাড়বে, চুলের বৃদ্ধি ভালো হবে এবং মাথার ত্বকে পুষ্টি যোগাবে।

শিশুর চুলেও তেল কুসুম গরম করে ব্যবহার করার পরামর্শ দেন এই রূপবিশেষজ্ঞ।

শিশুর মাথায় তেল থাকা অবস্থায় তাকে এসি ঘরে না রাখাই ভালো, এতে তার ঠাণ্ডা লেগে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে না।

গোসলের এক-দেড় ঘণ্টা আগে শিশুর সারা শরীরে তেল মেখে রাখা উচিত। তেল ভালো মতো পরিষ্কার করার জন্য শিশুর মাথা তার উপযোগী শ্যাম্পু দিয়ে চুল ধুয়ে নিতে হবে।

সপ্তাহে তিনবার এই নিয়ম অনুসরণ করা হলে শিশুর চুল ভালো থাকবে।

এক থেকে তিন বছরের শিশুরা সাধারণত মাথায় তেল দিতে চায় না বা নানান রকম বায়না করে। তাই তাদের ঘুম পাড়ানো অবস্থায় মাথায় তেল দেওয়া যেতে পারে অথবা তাকে ঘুম থেকে ওঠানোর সময় মাথায় তেল মালিশ করা যেতে পারে।

ঘণ্টা খানেক অপেক্ষা করে শিশুর চুলে শ্যাম্পু করে দিতে হবে।

আফরোজা পারভীন বলেন, "তিন থেকে দশ বছরের শিশুরা খুব চঞ্চল হয় এবং এরা কোনোভাবেই মাথায় তেল দিতে চায় না। তাই তাদের বুঝিয়ে অথবা অন্য কোনো উপায়ে মাথায় তেল দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।"

শিশুরা চুলে তেল না দিলে মাথার ত্বক শুষ্ক হয়ে নানান রকমের মাথার ত্বক ও চুলের সমস্যা যেমন- খুশকি, ত্বকে ছোট ছোট দানা, চুল পড়া ইত্যাদি দেখা দিতে পারে।

এছাড়াও এরা ছুটাছুটি করে বলে মাথায় ঘাম বেশি হয় এবং তা পরিষ্কার করা না গেলে মাথার ত্বক ব্রণ, ফাঙ্গাস ও ব্যাক্টেরিয়ার সংক্রমণ দেখা দিতে পারে।

সপ্তাহে অন্তত একবার শিশুর চুলে তেল দেওয়া ও ঠিক মতো আঁচড়ানো - মাথার ত্বককে সুস্থ রাখতে এবং চুলের বৃদ্ধি ও স্বাস্থ্য ভালো রাখতে সহায়তা করে বলে জানান আফরোজা পারভীন।

বীরেশ্বর বিবেকানন্দ

দীপক রঞ্জন কর

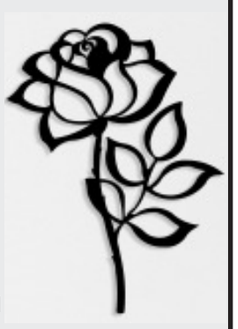

দেবী ভুবনেশ্বরীর ছেলে
যার ডাকনাম বিলে,
পরিচিত নরেন নামে।
জন্ম বিখ্যাত দত্ত পরিবার,
নিবাস উত্তর কলকাতার
ছোট্ট শিমুলিয়া গ্রামে।
ছেলেবেলায় নরেন
কতই না কীর্তি করেন,
ছিলেন খুবই দুরন্ত।
শিব শিব মন্ত্র বলে,
মাথায় ঠান্ডা জল ঢেলে
মা করতেন শান্ত।
ধ্যান করা প্রিয়খেলা
ছিল তাঁর ছেলেবেলা,
গরীব দরদী মন।
মিশতেন সবার সাথে
অবিশ্বাস জাতপাতে
সকলেই যে তার আপন।
প্রখর তাঁর স্মৃতিশক্তি
অসাধারণ জীব ভক্তি
শিব জ্ঞানে জীবকে পূজেন।

ভুত-প্রেতে অবিশ্বাস,
প্রমাণেই করে বিশ্বাস
জীবে মাঝে ঈশ্বর খুঁজেন।
অসম্ভব সাহসিকতা,
যুক্তিতে বিশ্বাসী তথা
ছিলেন সদা সত্যবাদী।
প্রতিভার অধিকারী
সদা সত্যের দিশারী,
অন্যায়ের তীব্র প্রতিবাদী।
রামকৃষ্ণের দীক্ষা গ্রহণ,
গেরুয়া বসন করে ধারণ
বিবেকানন্দে ভূষিত হন।

সন্ন্যাসীর বেশভূষায়
শিকাগো ধর্ম সভায়
রাখেন জোরালো ভাষণ।
বিবেকানন্দ মিষ্টভাষী,
ধন্য আমেরিকা বাসি
"ভাই বোন"বলে সম্বোধনে,
প্রাঞ্জল ভাষায় সারমর্ম
বর্ণনা দিয়ে হিন্দুধর্ম,
ভারতের শ্রেষ্ঠত্ব ছড়ায় ভুবনে।

মঙ্গলবার সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন প্রাক্তন সাংসদ অজয় বিশ্বাস। ছবি নিজস্ব।

যোগীর মন্ত্রিসভা থেকে ইস্তফা, অখিলেশের দলে সামিল স্বামী প্রসাদ মৌর্য্য

লখনউ, ১১ জানুয়ারি (হি.স.): উত্তর প্রদেশে বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে বিজেপিকে বড়সড় ধাক্কা দিলেন যোগী আদিত্যনাথ মন্ত্রিসভার সদ্য প্রাক্তন সদস্য স্বামী প্রসাদ মৌর্য্য। যোগী আদিত্যনাথ মন্ত্রিসভা থেকে ইস্তফা দেওয়ার পর মঙ্গলবার অখিলেশ যাদবের সমাজবাদী পার্টি (সপা)-তে যোগ দিয়েছেন স্বামী প্রসাদ মৌর্য্য। অখিলেশ তাঁকে স্বাগতও জানিয়েছেন। ওবিসি নেতা হিসেবে পরিচিত স্বামী প্রসাদ টুইট করে জানিয়েছেন, বিজেপির সঙ্গে মতাদর্শগত পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও উত্তর প্রদেশের জনগণের স্বার্থে কাজ করার চেষ্টা করেছিলেন আমি। পরে যোগী মন্ত্রিসভা থেকে ইস্তফা দেওয়ার কথা স্বীকার করে এই ওবিসি নেতা বলেছেন, 'দলিত, অনগ্রসর শ্রেণী, কৃষক, যুবক ও ব্যবসায়ীদের প্রতি সরকারের মনোভাবের কথা মাথায় রেখে আমি যোগী মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করেছি। আমার সমর্থকদের সঙ্গে পরামর্শ করে অন্য দলে যোগ দেওয়ার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেব আমি।' স্বামী দাবি করেছেন, 'আগামী দিনে কয়েক ডজন বিধায়ক পদত্যাগ করবেন।' ইতিমধ্যেই সমাজবাদী পার্টিতে যোগ দিয়েছেন স্বামী প্রসাদ মৌর্য্য। অখিলেশ তাঁর সঙ্গে একটি ছবি নিজের টুইটার হ্যান্ডেলে আপলোড করে লিখেছেন, 'সামাজিক ন্যায়বিচার ও সমতার জন্য লড়াই করা জনপ্রিয় শ্রী স্বামী প্রসাদ মৌর্য্যজিকে এবং তাঁর সঙ্গে সমাজবাদী পার্টিতে আসা অন্যান্য সমস্ত নেতা, কর্মী ও সমর্থকদের উষ্ণ অভ্যর্থনা ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি! সামাজিক ন্যায়বিচারের বিপ্লব হবে, বিশের মধ্যে পরিবর্তন হবে।'

'গত ৫৭ বছরের বৈষম্য', বিশেষ অর্থনৈতিক প্যাকেজ দাবি অরুণাচলের চাকমা ও হাজং প্রবীণদের

দিয়ুং (অরুণাচল প্রদেশ), ১১ জানুয়ারি (হি.স.) : চলমান নাগরিকত্ব সংক্রান্ত দ্বন্দ্বের মধ্যে অরুণাচল প্রদেশের দুটি উপজাতির প্রবীণ নাগরিকদের প্রতিনিধিত্বকারী 'চাকমা ও হাজং এল্ডার্স ফোরাম' (সিএইচইএফ) রাজ্য সরকারের আদমশুমারি এবং চাকমাদের স্থানান্তরের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে। রাজ্যের চাকমা ও হাজং সমস্যার স্থায়ী সমাধানের জন্য সিএইচইএফ গত ৫৭ বছরে তাঁদের অধিকার এবং উন্নয়ন সম্পর্কিত ভোগান্তি ও অস্বীকৃতির ক্ষতিপূরণ বাবদ 'বিশেষ অর্থনৈতিক প্যাকেজ ' দাবি করেছে। এ সম্পর্কে সিএইচইএফ সভাপতি অনিল চাকমা বলেন, অর্থনৈতিক প্যাকেজ প্রদানের বিষয়টি সরকারকে নিশ্চিত করতে হবে। চাকমা এবং হাজংরা অরুণাচল প্রদেশের অন্যান্য স্থানীয় সম্প্রদায়ের সাথে যাতে সমানভাবে বিকশিত হতে পারেন সে ব্যাপারে সরকারকে ইতিবাচক পদক্ষেপ নিতে হবে। এছাড়া নোয়া দিহিং নদীর বন্যার ফলে চাকমা ও হাজংদের যে ক্ষতি হয়েছে, সেই ক্ষতিপূরণের পাশাপাশি বন্যা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার জন্য পর্যাপ্ত তহবিলের ব্যবস্থা করতে হবে সরকারকে। সিএইচইএফ-এর সাধারণ সম্পাদক প্রীতিময় চাকমা বলেন, প্রাতিষ্ঠানিক বৈষম্যের সম্মুখীন হওয়া সত্ত্বেও চাকমা ও হাজংরা রাজ্যের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যাপক অবদান রেখে চলেছেন। খেদ ব্যক্ত করে তিনি বলেন, চাকমা ও হাজংদের অবদানের স্বীকৃতি এবং সুপ্রিম কোর্টের রায় মেনে চলার জন্য ব্যবস্থা নেওয়ার পরিবর্তে রাজ্য সরকার গত ২৫ বছরেও প্রবীণ নাগরিকদের নাগরিকত্বের আবেদন প্রক্রিয়াকরণ করেনি। এমন-কি প্রবীণ নাগরিকদের বর্ধিত সুবিধা থেকেও বঞ্চিত করেছে সরকার। প্রীতিময় চাকমা বলেন, তাঁদের বিশ্বাস, কেন্দ্রীগয় এবং রাজ্য সরকার অরুণাচল প্রদেশে বসবাসকারী শান্তিপ্রিয় চাকমা ও হাজংদের সঙ্গে বৈষম্য না করে সম-উন্নয়নে তাঁদের জন্য কাজ করবে এবং কোনও ধরনের ডিসটার্ব করবে না।

বিজেপি ও সপা নয়, উত্তর প্রদেশে এবার জিতবে মায়াবতীর দল : সতীশ মিশ্র

লখনউ, ১১ জানুয়ারি (হি.স.): বিজেপি অথবা সমাজবাদী পার্টি (সপা) নয়, উত্তর প্রদেশে এবার জিতবে মায়াবতীর বহুজন সমাজ পার্টি (বিএসপি)। মঙ্গলবার অত্যন্ত আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে জানিয়ে দিলেন বিএসপি সাংসদ সতীশ চন্দ্র মিশ্র। একইসঙ্গে তিনি জানিয়েছেন, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মায়াবতী এবং তিনি আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন না। সাংবাদিকদের মুখোমুখি এদিন সতীশ চন্দ্র মিশ্র বলেছেন, 'প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মায়াবতী এবং আমি আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করব না।' এরপরই সতীশ বলেছেন, 'সমাজবাদী পার্টির যদি ৪০০ জন প্রার্থীই না থাকে তাহলে তাঁরা ৪০০ আসনে কীভাবে জিতবেন? সমাজবাদী পার্টিও নয়, বিজেপিও নয়, উত্তর প্রদেশে সরকার গঠন করতে চলেছে বহুজন সমাজ পার্টি।' উল্লেখ্য, উত্তরপ্রদেশে সাত দফায় ভোট হবে। প্রথম দফা ১০ ফেব্রুয়ারি, দ্বিতীয় দফা ১৪ ফেব্রুয়ারি, তৃতীয় দফা ২০ ফেব্রুয়ারি, চতুর্থ দফা ২৩ ফেব্রুয়ারি, পঞ্চম দফা ২৭ ফেব্রুয়ারি, ষষ্ঠ দফা ৩ মার্চ এবং সপ্তম দফা ৭ মার্চ। ভোটগণনা হবে ১০ মার্চ।

ব্রাজিলে হ্রদের পাথরের চাঁই ধসে নিহতের সংখ্যা বেড়ে ১০

নয়াদিল্লি, ১০ জানুয়ারি (হি.স.) : ব্রাজিলের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের ফুর্নাস হ্রদে পাথরের একাংশ ধসে পড়ে নিহত পর্যটকদের সংখ্যা বেড়ে ১০-এ দাঁড়িয়েছে। পুলিশের উল্লেখ করে ব্রাসিলিয়া থেকে বার্তা সংস্থা এপি এ তথ্য জানিয়েছে।

স্থানীয় সময় শনিবারের ওই ঘটনার একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। তাতে দেখা যায়, পাথরের চাঁই ধসে পড়ার সময় নৌকায় থাকা পর্যটকরা ভয়ে চিৎকার করছিলেন। খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছায় উদ্ধারকারী দল। এরপর ডুবুরিরা ও দেশটির নৌ বাহিনীর সদস্যরা হতাহতদের উদ্ধারে অংশ নেন।

পুলিশ প্রধান মারকোস পিমেন্তা বলেন, শনিবারের এই দুর্ঘটনায় আরও অনেকে নিখোঁজ থাকতে পারেন। এ ঘটনায় ৩২ জন আহত হয়েছেন। আহতদের বেশিরভাগই প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে শনিবার সন্ধ্যায় হাসপাতাল ছেড়েছেন। আর এখন পর্যন্ত একজন নিহতের পরিচয় নিশ্চিত হয়েছে। ৬৮ বছর বয়সী ওই ব্যক্তির নাম হুলিও বোর্গেস। ব্রাজিলের সাও হোসে বারা এবং ক্যাপিতোলিও শহরের মধ্যবর্তী একটি জায়গায় দুর্ঘটনাটি ঘটে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে দেখা যায়, ফুর্নাস হ্রদে ভাসতে থাকা পর্যটক বোঝাই কয়েকটি ছোট ডিঙ্গি নৌকার ওপর হুড়মুড়িয়ে ভেঙ্গে পড়ছে বড় একটি পাথরের একাংশ। ১৮৫৮ সালে একটি জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের জন্য ফুর্নাস হ্রদ খনন করা হয়েছিল। সাও পাওলো থেকে প্রায় ৪২০ কিলোমিটার উত্তরে অবস্থিত এই হ্রদটি পর্যটকদের অন্যতম আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু। পুলিশ কর্মকর্তাদের ভাষ্য, ভারি বর্ষণের কারণে পাহাড়ের খাদগুলো আলগা হয়ে যেতে পারে। সম্প্রতি ভারি বর্ষণের কারণে এই রাজ্যে সংঘটিত বন্যায় প্রায় ১৭ হাজার মানুষ গৃহহীন হয়ে পড়েন। গোয়াইস ফেডারেল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতত্ত্বের অধ্যাপক জোয়ানা ফন্তেজ বলেন, কর্তৃপক্ষের উচিত এসব এলাকায় বর্ষাকালে জনসমাগম নিয়ন্ত্রণ করা। হ্রদের কাছে যে স্থানে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে সেখান থেকে অন্তত এক কিলোমিটার দূরে নৌকাগুলো ভিড়ানো উচিত ছিল। ১৮৫৮ সালে একটি জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের জন্য ফুর্নাস হ্রদ খনন করা হয়েছিল। সাও পাওলো থেকে প্রায় ৪২০ কিলোমিটার উত্তরের এই হ্রদ পর্যটকদের পছন্দের স্থান। সেখানে প্রায় আট হাজার ৪০০ বাসিন্দা রয়েছেন। প্রতি সপ্তাহে প্রায় পাঁচ হাজার পর্যটক সেখানে ঘুরতে যান। ছুটির দিনে এই সংখ্যাটা ৩০ হাজারেও পৌঁছায়।

করোনার প্রকোপে ত্রস্ত অস্ট্রেলিয়া, ইতালি ও ইংল্যান্ডেও খারাপ পরিস্থিতি

সিডনি ও ইংল্যান্ড, ১১ জানুয়ারি (হি.স.): করোনাভাইরাসের বাড়বাড়ন্তে নাজেহাল বিশ্বের বিভিন্ন দেশ। অস্ট্রেলিয়া, ইতালি ও ব্রিটেনের মতো বিশ্বের বিভিন্ন দেশে লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা। বিগত ২৪ ঘন্টায় অস্ট্রেলিয়ায় নতুন করে কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন ৯০ হাজার ৮৪৭ জন, মৃত্যু হয়েছে ২৭ জনের।

এই পরিস্থিতিতে সে দেশের প্রধানমন্ত্রী স্কট মরিসন বলেছেন, ''ওমিক্রনের বিরুদ্ধে লড়তে গেলে সবচেয়ে জরুরি আমাদের সচেতনতা। তা হলে লকডাউনের পথে হাঁটতে হবে না। আশা করি দেশবাসী বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেবেন।'' অস্ট্রেলিয়ায় করোনায় মোট আক্রান্তের সংখ্যা ১,১৪০,৮৯৭ জন। এখনও পর্যন্ত মৃত্যু হয়েছে ২ হাজার ৪১৬ জনের এবং সুস্থ হয়েছেন ৩৭৮,৩৩৮ জন।

করোনার প্রকোপ রুখতে টিকা না নেওয়া ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপের পথে ইতালি। টিকা না নেওয়া ব্যক্তিদের উপর একগুচ্ছ নতুন এবং কঠোর বিধিনিষেধ জারি করেছে সে দেশের সরকার। রেস্তরাঁ, পানশালা, বিনোদন কেন্দ্র ইত্যাদিতে প্রবেশ করতে হলে বাধ্যতামূলক ভাবে দেখাতে হবে টিকাকরণের শংসাপত্র। কিংবা প্রমাণ দিতে হবে, তিনি সদ্য করোনা থেকে সেরে উঠেছেন। ইতালিতে বিগত ২৪ ঘন্টায় আক্রান্তের সংখ্যা ১ লক্ষের বেশি, মৃত্যু হয়েছে কমপক্ষে ২২৭ জনের।

ব্রিটেনের পরিস্থিতি খুব একটা সুখকর নয়। হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার ঘটনা মাথাচাড়া দেওয়া এবং পর পর চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের করোনা আক্রান্ত হওয়ার জেরে, সে দেশেও করোনা বিনা অন্য চিকিৎসা পরিষেবা (ক্যান্সার, অস্ত্রোপচার ও অন্যান্য) প্রদান প্রায় থমকে যাওয়ার মুখে। ব্রিটেনে বিগত ২৪ ঘন্টায় আক্রান্তের সংখ্যা ১.৪২-লক্ষের বেশি, মৃত্যু হয়েছে ৭৭ জনের। চিনে নতুন করে কারও মৃত্যু না হলেও, বিগত ২৪ ঘন্টায় আক্রান্ত হয়েছেন ১৯২ জন।

ডিমা হাসাও জেলায় চলমান বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের অগ্রগতি খতিয়ে দেখতে তিনদিনের সফরে হাফলং এসেছেন নীরা

হাফলং (অসম), ১১ জানুয়ারি (হি.স.) : রাজ্যের পার্বত্য এলাকা উন্নয়ন বিভাগের কমিশনার নীরা সানোয়াল গগৈ ডিমা হাসাও জেলায় চলমান বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের অগ্রগতি খতিয়ে দেখতে তিনদিনের সফরে হাফলং এসেছেন। এনএলসিপিআর এমওএস প্রকল্পের অধীনে কেন্দ্র ও রাজ্যের অর্থানুকূল্যে নবনির্মিত এনএল দাওলাগাপু স্পোর্টস কমপ্লেক্স কৃষি ভবন সহ জেলায় চলমান বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের কাজের অগ্রগতি খতিয়ে দেখার সময় কমিশনার নীরা সনোয়াল গগৈয়ের সঙ্গ দিচ্ছেন উত্তর কাছাড় পার্বত্য পরিষদের সচিব (প্ল্যানিং) টিটি দাওলাগাপু। তাছাড়া নীরা সানোয়াল গগৈ উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের প্রধানসচিব এল জুবি নামপুই ও বিভিন্ন সরকারি বিভাগের আধিকারিকদের সঙ্গে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের কাজ নিয়ে বৈঠকে মিলিত হয়েছেন।

সাইপ্রাসের পশ্চিম উপকূলে ৬.৬ তীব্রতার ভূমিকম্প, ক্ষয়ক্ষতির খবর নেই

নিকোসিয়া, ১১ জানুয়ারি (হি.স.): শক্তিশালী ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল সাইপ্রাসের পশ্চিম উপকূল। মঙ্গলবার ভোররাতে (১.০৭ মিনিট নাগাদ) ৬.৬ তীব্রতার ভূমিকম্প অনুভূত হয় সাইপ্রাসের পশ্চিম উপকূলে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জিওলজিক্যাল সার্ভে (ইউএসজিএস) জানিয়েছে, ভূমধ্যসাগরীয় দ্বীপের পলিস শহরের ৪৮ কিলোমিটার (৩০ মাইল) পশ্চিম-উত্তর-পশ্চিমে ছিল ভূমিকম্পের উপকেন্দ্র। জোরালো ভূমিকম্প সত্ত্বেও ক্ষয়ক্ষতির কোনও খবর পাওয়া যায়নি। ইউএসজিএস জানিয়েছে, শুধুমাত্র সাইপ্রাস নয়, কম্পন টের পাওয়া গিয়েছে তুরস্ক, ইজরায়েল ও লেবাননেও। বহুতল কেঁপে ওঠে সাইপ্রাসের রাজধানী নিকোসিয়াতে। কম্পন টের পাওয়া মাত্রই অনেকে বাড়ির বাইরে বেরিয়ে আসেন। সোশ্যাল মিডিয়ায় নিজেদের অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করেছেন অনেকেই। সৌভাগ্যবশত এই ভূমিকম্পে ক্ষয়ক্ষতি অথবা হতাহতের কোনও ঘটনা ঘটেনি।

ওমিক্রনে আক্রান্ত হৃতিক রোশনের প্রাক্তন স্ত্রী

মুম্বই, ১১ জানুয়ারি (হি.স.) : করোনার নয়া প্রজাতি ওমিক্রনে আক্রান্ত বলিউড অভিনেতা হৃতিক রোশনের প্রাক্তন স্ত্রী সুজান খান। নিজের ইনস্টাগ্রামে এই খবর জানিয়েছেন সুজান, পাশাপাশি সকলকে সতর্ক থাকার পরামর্শও দিয়েছেন।

জানা গিয়েছে, গতকাল রাতেই তাঁর ট্রেস্টের পজিটিভ রিপোর্ট আসে, ইনস্টাগ্রামে তিনি লিখেছেন, '২ বছর ধরে করোনার সংক্রমন এড়িয়ে যাওয়ার পর অবশেষে আমি ওমিক্রনে আক্রান্ত। গতকাল আমার রিপোর্ট পজিটিভ আসে। অনুগ্রহ করে সকলে নিরাপদ থাকুন এবং নিজের যত্ন নিন'। নীলম কোঠারি, মারিয়া গোরেটি এবং তাঁর বোন ফারাহ খান আলীর মতো সুজানের আরও বেশ কয়েকজন বন্ধু তাঁর দ্রুত আরোগ্য কামনা করেছেন।

করিমগঞ্জ পুরসভায় সংগঠিত কথিত দুর্নীতির তদন্ত করতে আসছে তিন সদস্যেদর উচ্চস্তরীয় কমিটি

করিমগঞ্জ (অসম), ১১ জানুয়ারি (হি.স.) : করিমগঞ্জ পুরসভায় সংগঠিত কথিত দুর্নীতির তদন্ত করতে আসছে তিন সদস্যেমর উচ্চস্তরীয় কমিটি। রাজ্যের পুরনিগমের প্রশাসনিক অধিকর্তা এবং মিশন অধিকর্তা এসবিএম (ইউ) এ সম্পর্কে এক নির্দেশ জারি করেছেন। বিভাগীয় ডিরেক্টর অফিসের অ্যা সিস্টেন্ট ইঞ্জিনিয়ার মহেন্দ্র পেগু, এমআইএস এক্সপার্ট দিলীপ বরুয়া ও এসডব্লিউএম এক্সপার্ট রবিউল আওয়াল হাজরিকা করিমগঞ্জ পুরসভায় সংগঠিত দুর্নীতির তদন্ত করবেন। বিভাগীয় তদন্তের নির্দেশপত্র পাওয়ার ২০ দিনের মধ্যে তদন্ত সম্পূর্ণ করে রিপোর্ট জমা করতে বলা হয়েছে। এই এক নির্দেশে বিষয়ে করিমগঞ্জ পুরসভার এগজিকিউটিভ অফিসারকে জানানো হয়েছে।

উল্লেখ্য, বিজেপি পরিচালিত পুরবোর্ডের দেড় বছরের সময়কালে দেদার দুর্নীতি হয়েছে। স্বচ্ছ ভারত মিশনের লক্ষ লক্ষ টাকা, প্রজেক্ট জ্যোতি, পুরসভার গাড়ি ক্রয় সহ বিভিন্ন খাতে প্রাক্তন পুরনেত্রী অঞ্জনা রায় এবং উপ-পুরপতি জিশুকৃষ্ণ রায়ের নেতৃত্বে পুরসভায় দেদার দুর্নীতি সংগঠিত হয়েছে। এই অভিযোগ এনে বিধানসভার সদ্যসমাপ্ত শীতকালীন অধিবেশনে সরব হয়েছিলেন উত্তর করিমগঞ্জের বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ।

তিনি অভিযোগ করেছিলেন, বিজেপি পরিচালিত পুরবোর্ডের তদনীন্তন পুরনেত্রী অঞ্জনা রায় এবং উপ-পুরপতি জিশুকৃষ্ণ রায়ের নেতৃত্বে লক্ষ লক্ষ টাকা পুরসভায় নয়ছয় হয়েছে। কিন্তু নিজ দলের সরকার থাকায় তাঁদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যেবস্থা নেওয়া হচ্ছে না। স্বচ্ছ ভারত অভিযান মিশনের লক্ষ লক্ষ টাকার তাঁরা হিসাব দিতে পারছে না। তাঁদের বিরুদ্ধে ইচ্ছাকৃতভাবে সরকার আইনানুগ কোনও ব্যদবস্থা নিচ্ছে না। বিধানসভায় এই অভিযোগও তুলিছিলেন বিধায়ক কমলাক্ষ।

করিমগঞ্জ পুরসভার লক্ষ লক্ষ টাকা জনৈক ব্যুক্তির নামে চেক ইস্যু করে গায়েব করা হয়েছে। পুরসভার একটি গাড়ি রয়েছে যাতে লেখা রয়েছে স্বচ্ছ ভারত অভিযান। ওই গাড়িটির চালক করিমগঞ্জের একটি গ্যা রেজে গাড়ির সার্ভিসিং করাতে গেলেই ঝুলি থেকে বেড়াল বেরিয়ে আসে। গাড়ি-চালক সার্ভিসিঙের বিল করিমগঞ্জ পুরসভার নামে বানিয়ে দেওয়ার কথা বলতেই আসল রহস্য প্রকাশ্যে আসে। সার্ভিসিং সেন্টারের কর্মীরা অনলাইনে ঘাঁটাঘাটি করলে দেখা যায়, স্বচ্ছ ভারত অভিযানের নামে গাড়ির আসল মালিক জনৈক আবু তাহের। এই তথ্যও বিধানসভা অধিবেশনে তুলে ধরেছিলেন বিধায়ক কমলাক্ষ। তিনি বলেন, স্বচ্ছ ভারত অভিযান, প্রজেক্ট জ্যোতি সহ পুরসভার উন্নয়নের জন্য বরাদ্দ মোটা অঙ্কের অর্থ বিজেপি পরিচালিত পুরবোর্ডের দেড় বছরের সময়কালে নয়ছয় হয়েছে।

প্রজেক্ট জ্যোতির নামে প্রায় পঁচিশ লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করা হয়েছে। মোট ২০৪টি লাইটের মাধ্যে একটি লাইটও লাগানো হয়নি বলে বিধায়ক কমলাক্ষ বিধানসভায় অভিযোগ করেছিলেন। এছাড়া বিজেপি পরিচালিত পুরবোর্ডের সময়কালে সংগঠিত সকল দুর্নীতির উচ্চ পর্যায়ের তদন্তেরও দাবি জানিয়েছিলেন কমলাক্ষ। এরই পরিপ্রেক্ষিতে বিভাগীয় উচ্চ পদস্থ আধিকারিক করিমগঞ্জ পুরসভার তদন্তের নির্দেশ জারি করে তিন সদস্যের এক উচ্চস্তরীয় কমিটি গঠন করে দিয়েছেন।

পুরসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে নতুন করে গঠিত বিজেপির করিমগঞ্জ শহর মণ্ডল কমিটি

করিমগঞ্জ (অসম), ১১ জানুয়ারি (হি.স.) : আগামী ফেব্রুয়ারি মাসে পুরসভা নির্বাচন ধরে দলের সংগঠনকে মজবুত করতে কোনও খামতি রাখছে না করিমগঞ্জ বিজেপি। পুরসভা নির্বাচনে ভালো ফলাফলের উদ্দেশ্যে দলের তৃণমূল স্তরের সংগঠনকে শক্তিশালী করে তোলার লক্ষ্যে বিজেপি শহর মণ্ডল কমিটি নতুনভাবে সাজিয়ে তোলা হয়েছে।

শহর মণ্ডল সভাপতি কিশোর দের পৌরোহিত্যে দলীয় জেলা সদর কার্যালয় শ্যামাপ্রসাদ স্মৃতি ভবনে মঙ্গলবার বিকালে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। মণ্ডলের বিভিন্ন পদাধিকারীগণ বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন সভায়। পুরসভা নির্বাচনে দলের বিজয় সুনিশ্চিত করতে এখন থেকেই ময়দানে নেমে পড়তে সংকল্পবদ্ধ হন মণ্ডলের কার্যকর্তাগণ। শহরের প্রতিটি ওয়ার্ডের নাগরিকদের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্ক স্থাপন অভিযানে জোর দিতে মণ্ডলের কার্যকর্তাদের নির্দেশ দেন সভাপতি কিশোর দে।

পুরসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে মণ্ডল কমিটিকে আরও অধিক শক্তিশালী করে তোলার লক্ষ্যে কমিটি পুনর্গঠন করা হয়। এদিন মণ্ডলের সহ-সভানেত্রী পদে নিবেদিতা চৌধুরী, সম্পাদিকা পদে জয়শ্রী চক্রবর্তী এবং সদস্যা পদে সোমা চক্রবর্তীকে নিযুক্তি দেওয়া হয়। মণ্ডল সভাপতি কিশোর দে নবনিযুক্তদের হাতে নিয়োগপত্র তুলে দেন। নবনিযুক্ত পদাধিকারীদের শুভেচ্ছা জানানোর পাশাপাশি আসন্ন পুরসভা নির্বাচনে দলের জয়ে সক্রিয় ভূমিকা পালনের নির্দেশ দেন মণ্ডল সভাপতি কিশোর দে। উল্লেখ্য নিবেদিতা চৌধুরী মণ্ডল কমিটিতে সম্পাদিকার পদে নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেছেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে তাঁকে পদোন্নতির মাধ্যমে এবার মণ্ডলের সহ-সভানেত্রীর দায়িত্বভার অর্পণ করা হয়েছে

করিমগঞ্জ সদর থানা থেকে ফেরার বহু দুর্নীতির অভিযোগে গ্রেফতার আসিমিয়া হাইস্কুলের প্রধানশিক্ষক, খুঁজে বের করতে কালোঘাম জেলা পুলিশের

করিমগঞ্জ (অসম), ১১ জানুয়ারি (হি.স.) : বহু অভিযোগের ভিত্তিতে গ্রেফতারকৃত করিমগঞ্জ জেলার পাথারকান্দি শিক্ষাখণ্ডের অধীন 'আসিমিয়া সিনিয়র মাদ্রাসা' (আসিমিয়া হাইস্কুল)-র প্রধানশিক্ষক ফখরুল ইসলাম রহস্যজনকভাবে সদর থানা থেকে পালিয়ে গা ঢাকা দিয়েছেন। প্রসঙ্গত এর আগে পাথারকান্দি থানা থেকে ভুল খবর দিয়ে জানানো হয়েছিল, গতকাল গ্রেফতারের পর তাঁকে করিমগঞ্জে বিচারবিভাগীয় আদালতে পেশ করা হয়েছিল। আদালতের নির্দেশে প্রধানশিক্ষককে জেলা কারাগারে পাঠানো হয়েছে। কিন্তু ভুল তথ্য দিয়ে সংবাদ মাধ্যমকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টায় পাথারকান্দি পুলিশের ভূমিকা নিয়ে সন্দেহের সৃষ্টি হয়েছে নানা মহলে।

আজ মঙ্গলবার দুপুরের দিকে বিভিন্ন সূত্রে জানা গেছে, জেলাশাসক মৃদুলকুমার যাদব (আইএএস)-এর নির্দেশে গতকাল সোমবার দুপুরে পাথারকান্দি থানার সাব-ইনস্পেক্টর জে নাথ, এএসআই একে আহমেদ এবং এসপিও মুজিবুর রহমান আসিমগঞ্জ বাজার সংলগ্ন এক গোপন স্থান থেকে অভিযুক্ত প্রধানশিক্ষক ফখরুল ইসলামকে গ্রেফতার করেন। ওইদিনই অভিযুক্তকে পাথারকান্দি পুলিশ করিমগঞ্জ সদর থানায় হস্তান্তর করে। কিন্তু সন্ধ্যারাতের দিকে তিনি নাকি পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে ফেরার হয়ে যান। ফেরার প্রধানশিক্ষক ফথরুল ইসলামকে খুঁজে বের করতে গতকাল রাত থেকে আজ সারাদিন কালোঘাম ছুটিয়েছে জেলা পুলিশ। তাঁকে ফের আটক করতে আসিমগঞ্জ সহ সম্ভাব্য বিভিন্ন স্থানে সাদা পোশাকে পুলিশের কয়েকটি দল হন্যে হয়ে ঘুরছে। এদিকে থানা থেকে এক অভিযুক্তের ফেরার হওয়ার ঘটনায় জেলার সচেতন মহল পুলিশের ভূমিকা নিয়ে নানা প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছে। প্রসঙ্গত, ফখরুল ইসলামের বিরুদ্ধে অভিযোগ, রাজ্য সরকারের নির্দেশিকা অমান্য করে 'আসিমিয়া সিনিয়র মাদ্রাসা'র নাম এখনও বদল করেননি তিনি। হয়নি নতুন নামাকরণ 'আসিমিয়া হাইস্কুল'। এছাড়া এই মাদ্রাসা তথা হাইস্কুলের প্রধানশিক্ষক ফখরুল ইসলামের বিরুদ্ধে সীমাহীন বিস্তর দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে। প্রধানশিক্ষক ফখরুল ইসলাম কর্তৃক সংগঠিত নানা দুর্নীতি এবং স্কুলে গরহাজির সম্পর্কে সরেজমিন তদন্তের দাবি জানিয়ে জেলাশাসকের হস্তক্ষেপ দাবি করে বহু দুর্নীতির তথ্য সংবলিত স্মারকপত্র দিয়েছিলেন স্থানীয়রা। গণ-অভিযোগের ভিত্তিতে করিমগঞ্জের জেলাশাসক মৃদুলকুমার যাদব পাথারকান্দির সার্কল অফিসার তথা প্রশাসনিক ম্যাজিস্ট্রেট অর্পিতা দত্তমজুমদারকে সমগ্র ঘটনার সরেজমিনে তদন্ত করে তিনদিনের মধ্যে রিপোর্ট দাখিল করতে নির্দেশ দেন। সে অনুযায়ী গত ৫ জানুয়ারি পাথারকান্দির সার্কল অফিসার তথা প্রশাসনিক ম্যাজিস্ট্রেট অর্পিতা দত্তমজুমদার স্কুলে সরেজমিন তদন্তে গিয়েছিলেন। তিনি দেখেছেন, গত তিন বছর ধরে ফখরুল ইসলাম স্কুলে পা রাখেননি। স্কুলে গরহাজির থেকে গুয়াহাটিতে স্বপরিবারে জীবনযাপন করছেন বলে প্রামাণিক তথ্য তিনি উদ্ধার করেছিলেন। এছাড়া রাজ্য সরকার প্রবর্তিত নয়া আইন অনুযায়ী প্রদত্ত নির্দেশিকায় অসমের বিভিন্ন প্রান্তে অবস্থিত পূর্বতন মাদ্রাসাগুলোর নাম পরিবর্তন করা হলেও 'আসিমিয়া সিনিয়র মাদ্রাসা'র নাম আজও পরিবর্তন করে 'আসিমিয়া হাইস্কুল' করেননি প্রধানশিক্ষক ফখরুল ইসলাম।

কেবল তা-ই নয়, প্রশাসনিক ম্যাজিস্ট্রেট অর্পিতা দত্তমজুমদার দেখেছেন, স্কুলের খাতায় ভুয়ো অতিরিক্ত ছাত্র সংখ্যা দেখানো হচ্ছে। অথচ সাকুল্যে চার থেকে পাঁচ জন ছাত্র স্কুলে নিয়মিত পাঠ নিতে আসে। তাছাড়া, স্কুলে মোট ১৮ জন শিক্ষক থাকলেও নিয়মিত উপস্থিত থাকেন তিন থেকে চারজন। বাড়তি ছাত্র সংখ্যা দেখিয়ে মিড-ডে মিলের চাল ডাল ইত্যাদি আত্মসাৎ করা হচ্ছে, পানীয় জল প্রকল্পের সঠিক বাস্তবায়ন হয়নি ইত্যাদি নানা দুর্নীতি প্রশাসনিক ম্যাজিস্ট্রেট অর্পিতা দত্তমজুমদারের সরেজমিন তদন্তে ধরা পড়েছে। অধিকন্তু তিনি দেখেছেন, দুীতির সমগ্র বিষয় সম্পর্কে রহস্যজনকভাবে নীরব জেলা বিদ্যালয়সমূহের ইনস্পেক্টর অনুপকুমার দাস। নির্দিষ্ট সময় তদন্ত-প্রতিবেদন জেলাশাসক মৃদুল যাদবের হাতে জমা দেন সার্কল অফিসার অর্পিতা দত্তমজুমদার। পরবর্তীতে জেলাশাসকের নির্দেশে গতকাল দুপুরে পাথারকান্দি থানার পুলিশ আসিমগঞ্জ বাজার সংলগ্ন এক গোপন স্থান থেকে অভিযুক্ত প্রধানশিক্ষক ফখরুল ইসলামকে গ্রেফতার করেছিল।

এখন তো চোখেই পড়ে না খেজুরের রস বিক্রেতাদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ১১ জানুয়ারি।। খেজুরের রস লাগেনি ভাই খেজুরের রস লাগেনি। এই শব্দ যেন এখন হারিয়ে যাচ্ছে এই ডিজিটাল যুগে। খেজুরের রস ওয়ালাদের চোখেই পড়ে না এখন। শীত জাঁকিয়ে বসেছে। চিরাচরিত বৈশিষ্ট্য অনুসারে শীতের রমরমা এই পাহাড়ি ত্রিপুরা রাজ্যে নতুন কিছুনা। একটা সময় কল্যাণপুরের গ্রামীণ জনপদ সমূহে শীতের এই ভরা মরসুমে খেজুরের রসের প্রাচুর্যতা ছিল। বিশেষ করে উত্তর মহারানীপুর , পশ্চিম ঘিলাতলীর একাংশে , শান্তিনগর , বাগবের , বৈষ্ণব কলোনির একটা অংশে , কুঞ্জবন সহ বিভিন্ন এলাকায় এলাকায় খেজুরের রস প্রচুর পরিমাণে ছিল।

বলতে দ্বিধা নেই আজ থেকে দেড় কিংবা দুই দশক আগে কল্যাণপুরের গ্রামীণ এলাকার সকালগুলো যখন ঘন কুয়াশায় নিমজ্জমান থাকত তখন খেজুরের রস বিক্রেতাদের হাঁকে যেমন ছিন্ন হত নিস্তব্ধতার আবরন , ঠিক তেমনি তখনকার সময়ের ছেলে - বুড়ে প্রায় সকলেই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতেন শীতের সকালে তাজা খেজুরের রসের একটুআমেজ নীতে। এর সাথে সাথে ঘরে ঘরে খেজুরের রস দিয়ে রকমারি পায়েস তৈরির রমরমারও তখনকার সময়ে একটা বিশেষত্ব ছিল।

শুধু তাই না , বিরাট সংখ্যক মানুষ সকাল সকাল খেজুরের রস সংগ্রহ করে মাটির ভাঁড়ে করে কাঁধে করে বা বাই সাইকেলে চেপে বিভিন্ন এলাকায় বিক্রি করে একদিকে যেমন খেজুরের রস পিপাসুদের খেজুর রসের আনন্দ দিতেন , ঠিক তেমনি ভাবে তদানীন্তন সময়ে এই খেজুরের রসকে ভিত্তি করে অর্থনৈতিকভাবেও যে লাভবান হতেন এটা হলফ করেই বলা চলে। কিন্তু আধুনিক ত্রিপুরার অন্যান্য প্রান্তের সাথে সাথে কল্যাণপুরের এলাকাতেও খেজুরের রস প্রায় বিলুপ্তির পথে। এখন তো চোখেই পড়েনা খেজুরের রস ওয়ালাদের।

গ্রেফতার বহু দুর্নীতির অভিযোগে অভিযুক্ত করিমগঞ্জের আসিমিয়া হাইস্কুলের প্রধানশিক্ষক, ঠাঁই কারাগারে

পাথারকান্দি (অসম), ১১ জানুয়ারি (হি.স.) : বহু অভিযোগের ভিত্তিতে অবশেষে গ্রেফতার করা হয়েছে করিমগঞ্জ জেলার পাথারকান্দি শিক্ষাখণ্ডের অধীন 'আসিমিয়া সিনিয়র মাদ্রাসা' (আসিমিয়া হাইস্কুল)-র প্রধানশিক্ষক ফকরুল ইসলামকে। গ্রেফতারের পর তাঁকে করিমগঞ্জে বিচারবিভাগীয় আদালতে পেশ করা হয়েছিল। আদালতের নির্দেশে প্রধানশিক্ষককে জেলা কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

ফখরুল ইসলামের বিরুদ্ধে অভিযোগ, রাজ্য সরকারের নির্দেশিকা অমান্য করে 'আসিমিয়া সিনিয়র মাদ্রাসা'র নাম এখনও বদল করেননি তিনি। হয়নি নতুন নামাকরণ 'আসিমিয়া হাইস্কুল'। এছাড়া এই মাদ্রাসা তথা হাইস্কুলের প্রধানশিক্ষক ফখরুল ইসলামের বিরুদ্ধে সীমাহীন বিস্তর দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে। প্রধানশিক্ষক ফখরুল ইসলাম কর্তৃক সংগঠিত নানা দুর্নীতি এবং স্কুলে গরহাজির সম্পর্কে সরেজমিন তদন্তের দাবি জানিয়ে ইতিমধ্যে জেলাশাসকের হস্তক্ষেপ দাবি করে বহু দুর্নীতির তথ্য সংবলিত স্মারকপত্র দিয়েছিলেন স্থানীয়রা।

গণ-অভিযোগের ভিত্তিতে করিমগঞ্জের জেলাশাসক মৃদুলকুমার যাদব (আইএএস) পাথারকান্দির সার্কল অফিসার তথা প্রশাসনিক ম্যাজিস্ট্রেট অর্পিতা দত্তমজুমদারকে সমগ্র ঘটনার সরেজমিনে তদন্ত করে তিনদিনের মধ্যে রিপোর্ট করতে নির্দেশ দেন। সে অনুযায়ী গত ৫ জানুয়ারি পাথারকান্দির সার্কল অফিসার তথা প্রশাসনিক ম্যাজিস্ট্রেট অর্পিতা দত্তমজুমদার স্কুলে সরেজমিন তদন্তে গিয়েছিলেন। তিনি দেখেছেন, গত তিন বছর ধরে ফখরুল ইসলাম স্কুলে পা রাখেননি। স্কুলে গরহাজির থেকে গুয়াহাটিতে স্বপরিবারে জীবনযাপন করছেন বলে প্রামাণিক তথ্য তিনি উদ্ধার করেছিলেন। এছাড়া রাজ্য সরকার প্রবর্তিত নয়া আইন অনুযায়ী প্রদত্ত নির্দেশিকায় অসমের বিভিন্ন প্রান্তে অবস্থিত পূর্বতন মাদ্রাসাগুলোর নাম পরিবর্তন করা হলেও 'আসিমিয়া সিনিয়র মাদ্রাসা'র নাম আজও পরিবর্তন করে 'আসিমিয়া হাইস্কুল' করেননি প্রধানশিক্ষক ফখরুল ইসলাম।

কেবল তা-ই নয়, প্রশাসনিক ম্যাজিস্ট্রেট অর্পিতা দত্তমজুমদার দেখেছেন, স্কুলের খাতায় ভুয়ো অতিরিক্ত ছাত্র সংখ্যা দেখানো হচ্ছে। অথচ সাকুল্যে চার থেকে পাঁচ জন ছাত্র স্কুলে নিয়মিত পাঠ নিতে। তাছাড়া, স্কুলে মোট ১৮ জন শিক্ষক থাকলেও নিয়মিত উপস্থিত থাকেন তিন থেকে চারজন। বাড়তি ছাত্র সংখ্যা দেখিয়ে মিড-ডে মিলের চাল ডাল ইত্যাদি আত্মসাৎ করা হচ্ছে, পানীয় জল প্রকল্পের সঠিক বাস্তবায়ন হয়নি ইত্যাদি নানা দুর্নীতি প্রশাসনিক ম্যাজিস্ট্রেট অর্পিতা দত্তমজুমদারের সরেজমিন তদন্তে ধরা পড়েছে। অধিকন্তু তিনি দেখেছেন, দীতির সমগ্র বিষয় সম্পর্কে রহস্যজনকভাবে নীরব জেলা বিদ্যালয়সমূহের ইনস্পেক্টর অনুপকুমার দাস।

ইতিমধ্যে তদন্ত-প্রতিবেদন জেলাশাসক মৃদুল যাদব (আইএএস)-এর হাতে জমা দেন সার্কল অফিসার অর্পিতা দত্তমজুমদার। পরবর্তীতে জেলাশাসকের নির্দেশে গতকাল সোমবার দুপুরে পাথারকান্দি থানার সাব-ইনস্পেক্টর জে নাথ, এএসআই একে আহমেদ এবং এসপিও মুজিবুর রহমান আসিমগঞ্জ বাজার সংলগ্ন এক গোপন স্থান থেকে অভিযুক্ত প্রধানশিক্ষক ফকরুল ইসলামকে গ্রেফতার করেন। ওইদিনই অভিযুক্তকে পাথারকান্দি পুলিশ করিমগঞ্জে বিচারবিভাগীয় আদালতে সোপর্দ করে। শুনানি শেষে আদালতের নির্দেশে প্রধানশিক্ষকের ঠাঁই হয় জেল হাজতে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (**টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা**)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (**পি বি এক্স**), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

রহস্য-মৃত্যু অসমের সাংবাদিক বিকাশ মরানের, আত্মহত্যা না-অন্য কিছু তদন্তে পুলিশ, জানান এসপি

তিনসুকিয়া (অসম), ১১ জানুয়ারি (হি.স.) : আত্মহত্যা, নাকি অন্য কিছু। রহস্য-মৃত্যু অসমের সাংবাদিক বিকাশ মরানের। আপাতদৃষ্টিতে সোমবার রাতে তিনসুকিয়ায় নিজের বাড়িতে মাথায় গুলি করে আত্মঘাতী হয়েছেন ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিক বিকাশ।

তিনুসুকিয়ার পুলিশ সুপার দেবজিৎ দেউরি জানিয়েছেন, গতকাল সোমবার রাত প্রায় ১১টা নাগাদ বিকাশ তাঁর নিজের কোঠায় আত্মহত্যা করেছেন। মাথায় নিজের পিস্তল থেকে দুটি গুলি করেছেন তিনি। পুলিশ পিস্তলটি বাজেয়াপ্ত করেছে। তবে কী কারণে তিনি আত্মহত্যার মতো পথ বেছে নিয়েছেন সে সম্পর্কে এখনও কিছুই জানা যায়নি। তাঁর বাড়ির লোকজনকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে, জানান পুলিশ সুপার।

তিনি জানান, রাতেই আত্মঘাতী বিকাশের মৃতদেহ উদ্ধার করে তার ময়না তদন্তের জন্য হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। ময়না তদন্তের রিপোর্ট হাতে আসার অপেক্ষায় আছেন তাঁরা। এ মুহূর্তে ঘটনাকে আত্মহত্যার ঘটনা বলে মনে করছেন না তদন্তকারী পুলিশের দল। তবে প্রাথমিক তদন্তে তাঁরা বুঝতে পেরেছেন, বিকাশের মৃত্যুর আগে বাইরের কেউ তাঁর কক্ষে ঢুকেননি।

পুলিশ সুপার দেবজিৎ দেউরি আরও জানান, অতিসম্প্রতি বিকাশ মরান একটি নিউজ চ্যানেলের জন্য আলফা স্বাধীন-প্রধান পরেশ বরুয়ার সাক্ষাৎকার নিয়েছিলেন।এদিকে বিকাশের আত্মীয়-স্বজন এবং সহকর্মী বন্ধুবান্ধবের দাবি, এই ঘটনার সঙ্গে অন্য ঘটনা জড়িত থাকতে পারে। কেননা তিনি আত্মহত্যা করতে পারেন বলে বিশ্বাস করেন নি তাঁরা। তিনি প্রবল দৃঢ়চেতা ব্যক্তি ছিলেন। বিকাশ মরান তাঁর মা, স্ত্রী এবং তিন সন্তানকে নিয়ে তিনসুকিয়ায় বসবাস করতেন। মরান অসমের একজন সিনিয়র সাংবাদিক ছিলেন।

শিলিগুড়িতে অক্সিজেন সিলিন্ডারের কারখানায় ভয়াবহ আগুন

শিলিগুড়ি, ১১ জানুয়ারি (হি. স.) : শিলিগুড়ির ১০ নম্বর ওয়ার্ডের মহাকালপল্লি এলাকায় অক্সিজেন সিলিন্ডারের কারখানায় ভয়াবহ আগুন। ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার সকালে। দমকলের তিনটি ইঞ্জিনের দীর্ঘক্ষণের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে।খবর পেয়ে এলাকা পরিদর্শনে যান বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ।

জানা গেছে, এদিন সকালে মহাকালপল্লি এলাকায় একটি অক্সিজেন সিলিন্ডার গোডাউনে থেকে সাতসকালে ধোঁয়া বের হতে দেখতে পান স্থানীয় বাসিন্দারা। সেই ধোঁয়া দেখতে পেয়ে অত্যুৎসাহী এলাকাবাসীরা গোডাউনের সামনে এগিয়ে যান। তাঁরা দেখেন, গোডাউনের ভিতরে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে। প্রাথমিকভাবে স্থানীয় বাসিন্দারাই জড়ো হয়ে আগুন নেভানোর চেষ্টা করেন। এলাকা থেকে জল নিয়ে তাঁরা আগুন নেভানোর চেষ্টা করেন। এরই মধ্যে খবর যায় দমকলে। ঘটনাস্থলে প্রথমে পৌঁছয় দমকলের দুটি ইঞ্জিন। পরে দমকলের আরও একটি ইঞ্জিন যায়। দীর্ঘক্ষণের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন তাঁরা। তবে একের পর এক অক্সিজেন সিলিন্ডার বিস্ফোরণ হয়। বিকট শব্দে কেঁপে ওঠে গোটা এলাকা। আগুনও ছড়িয়ে পড়তে থাকে দ্রুত। দমকল কর্মীরা দীর্ঘ প্রচেষ্টার পর আগুন অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে আনেন। আগুন লাগার সঠিক কারণ এখনও জানা যায়নি। আগুন লাগার কারণ খতিয়ে দেখছেন দলকলকর্মীরা।

চাইলেন মুখ্যমন্ত্রী

● **প্রথম পাতার পর**

অক্সিজেন কনসেন্টেটর, ২২৬৩টি অক্সিজেন সিলিন্ডার, ২৩৯১টি পালস অক্সি মিটার, ১৯৩টি ভেন্টিলেটর ত্রিপুরায় রয়েছে। এছাড়াও, ঔষুধ এবং মাস্ক পর্যাপ্ত মজুত আছে।

তাঁর বক্তব্য, ত্রিপুরায় ১৫ থেকে ১৮ বছর বয়সীদের টিকাকরণ জোর কদমে চলছে। ইতিমধ্যে প্রায় ৭৭ হাজার টিকাকরণ হয়ে গেছে। এছাড়াও, ১৮ বছরের উর্ধদের প্রায় ৪৮ লক্ষ ২১ হাজার ৯০৬টি ডোজ দেওয়া হয়ে গেছে। তিনি বলেন টিকাকরণে অনেকাংশে মানুষ সুরক্ষিত থাকতে পারবেন।

এদিন তিনি উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, সারা ত্রিপুরায় সংক্রমণের ৭.০৯ শতাংশ হলেও শুধু পুর নিগম এলাকায় সংক্রমণের হার ১৭.২২ শতাংশ। তিনি জেলা ভিত্তিক সংক্রমণের হার তুলে ধরে বলেন, পশ্চিম ত্রিপুরায় ১০.২৯ শতাংশ, খোয়াই জেলায় ৫.০২ শতাংশ, সিপাহীজলা জেলায় ৫.২৫ শতাংশ, গোমতি জেলায় ৫.২১ শতাংশ, দক্ষিণ জেলায় ৭.১২ শতাংশ, উত্তর ত্রিপুরায় ১.৪৯ শতাংশ, ঊনকোটি জেলায় ৫.২৫ শতাংশ এবং ধলাই জেলায় ৪.২৫ শতাংশ করোনায় সংক্রমিত রয়েছেন।

আজ মুখ্যমন্ত্রী ত্রিপুরাবাসীর উদ্দেশ্যে সতর্কতার সাথে দায়িত্ব নিয়ে পরিস্থিতি মোকাবিলার আহবান জানিয়েছেন। তিনি অভয় দিয়ে বলেন, ত্রিপুরায় বিভিন্ন হাসপাতালে করোনার চিকিতায় ৩৬১৯টি শয্যা রয়েছে। আরও ২০ হাজার শয্যা খুব শীঘ্রই জুড়তে চলেছে। তাই, ঘাবড়ানোর কোন প্রয়োজন নেই। উপসর্গ বেশি হলে ততক্ষনাত হাসপাতালের চিকিতা নিন।

তাঁর পরামর্শ, করোনা আক্রান্ত হয়ে হোম আইসোলেশনে অধিক মাত্রায় থাকার চেষ্টা করুন। কিন্ত, শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে সঙ্গে সঙ্গে সরকারী চিকিতা পরিষেবার সান্নিধ্যে যান। সাথে তিনি সতর্ক করেন, ত্রিপুরায় প্রবেশে বাধ্যতামূলক করোনার নমুনা পরীক্ষার আদেশ সকলকে মানতে হবে। ওই আদেশ অমান্য হলে তা কোনভাবেই মেনে নেওয়া হবে না। তিনি অসন্তোষ প্রকাশ করে বলেন, সম্প্রতি কিছু বিমান যাত্রী করোনার নমুনা পরীক্ষা নিয়ে অযথা হইচই করেছেন। তাঁদের সকলের প্রতি অনুরোধ পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখার জন্য সহযোগিতা করুন।

এদিন তিনি ব্যবসায়ীদের উদ্দেশ্যে কড়া বার্তা দিয়ে বলেন, কোভিদের বাহানায় দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি কোনভাবেই বরদাস্ত করা হবে না। ত্রিপুরায় পর্যাপ্ত সামগ্রী মজুত রয়েছে। তাই, কালোবাজারী করে মানুষের শোষণ প্রশাসন কঠোর ভাবে দমন করবে।

সিদ্ধান্ত

● **প্রথম পাতার পর**

শুধুমাত্র শুনানির জন্য নেওয়া হবে। এছাড়াও, অন্যান্য পার্ট-২ বিষয়গুলি আদালতের সামনে পক্ষগুলির জন্য আইনজীবী দ্বারা উল্লিখিত হওয়ার বিষয়ে শুনানির জন্য নেওয়া হবে, যদি সংশ্লিষ্ট আদালত এটিকে জরুরী মনে করে।

রেজিস্ট্রি সদস্য, আইনজীবী এবং হাইকোর্ট প্রাঙ্গণে প্রবেশকারী মামলাকারীদের যথাযথভাবে মাস্ক পরতে হবে, প্রবেশের পয়েন্টে রাখা স্যানিটাইজার, সাবান ব্যবহার করে তাদের হাত পরিষ্কার করতে হবে এবং থার্মাল স্ক্যানিংয়ের মধ্য দিয়ে যেতে হবে।

আইনজীবীদেরও অনুরোধ করা হচ্ছে যেন তাদের মামলাকারীরা যতদূর সম্ভব আদালতে না যান এবং প্রয়োজনে একজন মামলাকারীকে শুধুমাত্র আদালত প্রাঙ্গণে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হবে যদি সে পুলিশের কাছে ডবল টিকা দেওয়ার শংসাপত্র উপস্থাপন করতে পারে।

তবে হাইকোর্ট কমপ্লেক্সের ভিতরে সর্বদা সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখতে হবে। এমনকি বার কক্ষেও আইনজীবীদের যথাযথ সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিত করতে হবে এবং একবারে ১০ জনের বেশি আইনজীবীকে কোর্টরুমে প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না।

অ্যান্টিজেন পরীক্ষা হাইকোর্টে করা হবে; এবং সেই উদ্দেশ্যে রেজিস্ট্রির সদস্য, অ্যাডভোকেট প্রমুখদের জন্য রেপিড অ্যান্টিজেন পরীক্ষার ব্যবস্থা করার জন্য স্বাস্থ্য বিভাগের সাথে যোগাযোগ করতে হবে। প্রশাসনকে রেজিস্ট্রির সদস্য এবং আইনজীবীদের জন্য বুস্টার ডোজ ব্যবস্থা করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

জেলা ও দায়রা জজ, পারিবারিক আদালতগুলিকে এই সময়ের মধ্যে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নিষ্পত্তি করার জন্য পুরানো মামলাগুলির একটি তালিকা প্রস্তুত করার জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত পদক্ষেপ নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

জওয়ান

● **প্রথম পাতার পর**

বসবাসকারী জনগণের মধ্যে তীব্র আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে। পরবর্তী সময়ে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়েছে।

প্রসঙ্গত, রাজ্যের সীমান্তবর্তী এলাকার মধ্যে সোনামুড়া মহকুমার অন্তর্গত বক্সনগর গোটা সীমান্তে ই ঘিরে রয়েছে পাচারকারী মাফিয়া চক্র। প্রায় সময় পাঁচার বানিজ্যকে কেন্দ্র করে নিজরাই সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে পড়ে। আবার পাচাঁর কারী ও সীমান্ত সুরক্ষা বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষ ঘটে। মামলা ও পালটা মামলা হয়। রহিমপুর আশাবাড়ী সীমান্তে প্রহরীর ভূমিকায় রয়েছে ১৫০ ব্যাটিলিয়ান বি এস এফ জোওয়ান। গত তিন মাস যাবত বি এসএফ প্রচুর পরিমানে মালামাল আটক করে সাফল্য অর্জন করেছে।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশের দুস্কৃতিদের সাথে এপাড়ের দুস্কৃতিদের যোগাযোগ রয়েছে। দুই দেশের পাচারাকারীদের যোগসাজশে রমরমা চলছে পাচার বাণিজ্য। প্রায়শই পাচার বাণিজ্যকে কেন্দ্র করে সীমান্তে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। আবার অনেক ক্ষেত্রে বিএসএফ জওয়ানদের বিরুদ্ধেও অভিযোগ উঠে। অভিযোগে জানা গিয়েছে, সীমান্তে বিএসএফের একাংশের অযথা নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন নিরিহ গ্রামবাসীরা। এনিয়ে বহুবার সীমান্তে বিএসএফ জনতার মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। তবে, পাচার বাণিজ্য রুখতে বিজিবির তরফ থেকে তেমন কোন সক্রিয় ভূমিকা নিতে দেখা যাচ্ছে না। এছাড়া, অভিযোগ রয়েছে বিএসএফের একাংশের সাথে নাকি পাচারকারীদের যোগাযোগ রয়েছে। তবে এক্ষেত্রে পাকাপোক্ত কোন তথ্য প্রমাণ নেই। গোটা অভিযোগও মৌখিক। তবে বিএসএফ পাচার রুখতে সচেষ্ট আছে।

তিহার-সহ দিল্লির ৩ জেলে করোনা-আক্রান্ত ৬৬ বন্দি সংক্রমিত ৪৮ জন কারারক্ষী

নয়াদিল্লি, ১১ জানুয়ারি (হি.স.): দিল্লিতে করোনাভাইরাসের দাপট ক্রমেই বাড়ছে। করোনার তৃতীয় ঢেউয়ের অভিঘাতে দিল্লির তিনটি জেলেও পৌঁছে গেল কোভিড-১৯। সংক্রমিত হয়েছেন বন্দি থেকে শুরু করে কারারক্ষীরাও। তিহার জেল-সহ দিল্লির তিনটি জেলে মোট ৬৬ জন বন্দি করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন, আক্রান্ত হয়েছেন ৪৮ জন কারারক্ষী। বাকি দু'টি জেল হল, মান্ডলি জেল ও রোহিণী জেল।

কারাগার কর্তৃপক্ষ মঙ্গলবার জানিয়েছেন,জানিয়েছে, দিল্লির তিনটি জেলে মোট ৬৬ জন বন্দি করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন, আক্রান্ত হয়েছেন ৪৮ জন কারারক্ষী। তিহার জেলে ৪২ জন বন্দি করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন, এই জেলে ৩৪ জন জেলরক্ষীও সংক্রমিত হয়েছেন। মান্ডলি জেলে ২৪ জন বন্দি ও ৮ জন কারারক্ষী সংক্রমিত হয়েছেন এবং রোহিণী জেলে ৬ জন কারারক্ষী কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন।

মকর সংক্রান্তিতে হরিদ্বারের গঙ্গায় পুণ্যস্নানে নিষেধাজ্ঞা বলবৎ থাকবে নৈশ কারফিউ

হরিদ্বার, ১১ জানুয়ারি (হি.স.): আগামী ১৪ জানুয়ারি, শুক্রবার মকর সংক্রান্তি। এ বছর মকর সংক্রান্তিতে হরিদ্বারের গঙ্গায় পুণ্যস্নান করতে পারবেন না ভক্তরা। কোভিডের বাড়বাড়ন্তের কারণে গঙ্গায় পুণ্যস্নানে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে হরিদ্বার জেলা প্রশাসন। পাশাপাশি "হর কি পৌরি" এলাকায় প্রবেশেও নিষেধাজ্ঞা বলবৎ থাকবে। এখানেই শেষ নয়, ১৪ জানুয়ারি রাত দশটা থেকে পরবর্তী দিন সকাল ৬টা অবধি লাগু থাকবে রাত্রিকালীন কারফিউ।

হরিদ্বার জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, কোভিডের নতুন রূপ ওমিক্রনের প্রেক্ষিতে এ বছর মকর সংক্রান্তিতে গঙ্গায় পুণ্যস্নানে সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা থাকবে। "হর কি পৌরি" এলাকায় প্রবেশেও নিষেধাজ্ঞা বলবৎ থাকবে। ১৪ জানুয়ারি রাত দশটা থেকে পরবর্তী দিন সকাল ৬টা অবধি লাগু থাকবে রাত্রিকালীন কারফিউ। সংশ্লিষ্ট দিন অন্য রাজ্য থেকে আগত ভক্তদের প্রবেশে অনুমতি দেওয়া হবে না।

করোনা-আক্রান্ত খুশি কাপুর বাড়িতেই নিভৃতবাসে থাকতে হচ্ছে জাহ্নবী ও ববিকে

মুম্বই, ১১ জানুয়ারি (হি.স.): কাপুর পরিবারে ফের করোনা হানা, কোভিডে আক্রান্ত হলেন বলিউড অভিনেত্রী জাহ্নবী কপুরের বোন খুশি কপূর। ফলে আপাতত বাড়িতেই নিভৃতবাসে থাকতে হচ্ছে জাহ্নবী এবং তাঁর বাবা বনি কাপুরকেও। কোভিড-আবহে নিজেদের সুরক্ষিত রাখতে বেশ কয়েক দিন ধরে বাড়িতেই ছিলেন খুশি, জাহ্নবী। ছবি এঁকে, পোষ্যকে নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন তাঁরা। বাড়িতে থেকেও করোনায় সংক্রমিত খুশি। কিন্তু এখনও পর্যন্ত জাহ্নবীর শরীরে বাসা বাঁধেনি এই ভাইরাস।

ডিসেম্বর মাসে করোনায় আক্রান্ত হয়েছিলেন কাপুর পরিবারের আরও দুই সদস্য অর্জুন কপূর এবং অংশুলা কপূর। তবে এখন তাঁরা করোনা-মুক্ত। তাঁদের তুতো বোন রিয়া কাপুর এবং তাঁর স্বামী কর্ণ বুলানিও একই রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন। নিয়ম মেনে নিভৃতবাসে ছিলেন তাঁরাও। এবার কাপুর পরিবারের সদস্য খুশি সংক্রমিত হলেন কোভিডে।

সংক্রমণে ফের রেকর্ড আমেরিকায় কোভিডে মৃত্যুও চিন্তা বাড়াচ্ছে

ওয়াশিংটন, ১১ জানুয়ারি (হি.স.): কোভিড-সংক্রমণে ফের রেকর্ড গড়ল আমেরিকা, সংক্রমণের পাশাপাশি এবার দৈনিক মৃত্যুও এক হাজারের গণ্ডি ছাড়িয়ে গেল। বিগত ২৪ ঘন্টায় আমেরিকায় নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৬ লক্ষ ৭৩ হাজার ৮৩৭ জন, নতুন করে ৬,৭৩,৮৩৭ জন সংক্রমিত হওয়ার পর আমেরিকায় এযাবৎ ৬২,৬৬১, ২৭২ জন কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন। পাশাপাশি বিগত ২৪ ঘন্টায় আমেরিকায় মৃত্যু হয়েছে ১,০০২ জনের। নতুন করে ১,০০২ জনের মৃত্যুর পর আমেরিকায় মোট মৃত্যু হয়েছে ৮ লক্ষ ৬১ হাজার ৩৩৬ জনের। আমেরিকায় এখনও পর্যন্ত করোনা-মুক্ত হয়েছেন ৪২,৫০৫,৩৭৪ জন। আমেরিকায় এই মুহূর্তে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা বেড়ে ১৯,২৯৪,৫৬১-এ পৌঁছেছে।

কোভিডে

● **প্রথম পাতার পর**

সিপাহীজলা জেলায় ৩০ জন, দক্ষিণ জেলায় ৪৪ জন, ধলাই জেলায় ২১ জন, ঊনকোটি জেলায় ২৮ জন, খোয়াই জেলায় ১৩ জন এবং গোমতি জেলায় ৩১ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন।

ত্রিপুরায় করোনার তৃতীয় ঢেউ ক্রমেই বিধ্বংসী রূপ নিতে শুরু করেছে। করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ে গত জুন মাসে দৈনিক সংক্রমণ ৫০০ অতিক্রম করেছিল। ত

নিউজিল্যান্ড-এর বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টেস্টে ইনিংস ও ১১৭ রানে হেরে গেল বাংলাদেশ, সিরিজ ড্র

ক্রাইস্টচার্চ, ১১ জানুয়ারি (হি.স.) : ইতিহাস গড়া হল না প্রথম টেস্ট জিতে আশা জাগান বাংলাদেশের। ক্রাইস্টচার্চে দ্বিতীয় টেস্টে বাংলাদেশকে কার্যত উড়িয়ে দিল কিউয়ি ব্রিগেড। প্রথম ইনিংসে ৩৯৫ রানের বিশাল লিড নিয়েছিল নিউজিল্যান্ড। ফলো অন করানোর পরে ব্যাট করতে নেমে শতরান করেন লিটন দাস। তাও হার বাঁচানো যায়নি। নিউজিল্যান্ড ইনিংস ও ১১৭ রানে হারিয়ে দিল বাংলাদেশকে। ফলে ১-১ ব্যবধানে শেষ হল সিরিজ।

এই টেস্ট ম্যাচে টসে জিতে প্রথমে ফিল্ডিং করার সিদ্ধান্ত নেন বাংলাদেশের অধিনায়ক মোমিনুল হক। তাঁর এই সিদ্ধান্তই ম্যাচের ভাগ্য গড়ে দিল বলে মনে করছেন ক্রিকেট বিশেষজ্ঞরা। প্রথম ইনিংসে ৬ উইকেটে ৫২১ রান তুলে ইনিংস ডিক্লেয়ার করে দেয় নিউজিল্যান্ড। ওপেন করতে নেমে ২৫২ রান করেন নিউজিল্যান্ডের অধিনায়ক ল্যাথাম। অপর ওপেনার উইল ইয়াং করেন ৫৪ রান। তিন নম্বরে ব্যাটিং করতে নামা ডেভন কনওয়ে করেন ১০৯ রান। ৫৭ রান করে অপরাজিত থাকেন টম ব্লান্ডেল। বাংলাদেশের হয়ে দু'টি করে উইকেট নেন ইবাদত হোসেন ও শরিফুল ইসলাম। একটি উইকেট নেন মোমিনুল।

বাংলাদেশের প্রথম ইনিংস শেষ হয় মাত্র ১২৬ রানে। ৫৫ রান করেন ইয়াসির আলি। ৪১ রান করেন নুরুল হাসান। এছাড়া অন্য কোনও ব্যাটসম্যান দুই অঙ্কের রান করতে পারেননি। ৫ উইকেট নেন ট্রেন্ট বোল্ট। ৩ উইকেট নেন টিম সাউদি। ২ উইকেট নেন কাইল জেমিয়েসন। এরপর ফলো অন করতে নেমে দ্বিতীয় ইনিংসে ২৭৮ রানে গুটিয়ে যায় বাংলাদেশ। ১০২ রান করেন লিটন দাস। নিউজিল্যান্ডের হয়ে জেমিয়েসন ৪, নিল ওয়্যাগনার ৩ এবং সাউদি, ড্যারিল মিচেল ও রস টেলর একটি করে উইকেট নেন।

প্রথম টেস্ট জিতেছিল বাংলাদেশ। ব্যাটিং, বোলিং সব বিভাগেই নিউজিল্যান্ডকে টেক্কা দিয়েছিল তারা। দুই টেস্টের সিরিজ হওয়ায় সিরিজ জয়ের আশা করেছিলেন সমর্থকরা। কিন্তু সেই স্বপ্ন পূরণ বল না। দ্বিতীয় টেস্টে লজ্জার হার ভেঙে দিল সব আশা। টেস্ট ক্রিকেটে নিউজিল্যান্ডের কাছে অনেকটাই দুর্বল দল ছিল বাংলাদেশ। কিন্তু মাউন্ট ম্যাঙ্গানুই টেস্টে নিউজিল্যান্ডকে হারিয়ে তারা গোটা ক্রিকেট বিশ্বের নজর কেড়ে নিয়েছিল। দ্বিতীয় টেস্টে হারের ফলে দুই ম্যাচের এই টেস্ট সিরিজ ১-১ ব্যবধানে ড্র হয়ে গেল। হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

কেপ টাউন টেস্টে সুযোগ হল না ঋদ্ধির, টসে জিতে ব্যাট করছে ভারত

কেপ টাউন, ১১ জানুয়ারি (হি.স.) : কেপ টাউনে তৃতীয় তথা সিরিজ নির্ণায়ক টেস্টে টসে জিতে ব্যাট করছে ভারত। কেপ টাউন টেস্টে দলে ফিরেছেন অধিনায়ক বিরাট কোহলি। তবে জল্পনা থাকলেই এই টেস্টেও প্রথম একাদশে ঠাঁই পেলেন না ঋদ্ধিমান সাহা।

দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতে ঐতিহাসিক টেস্ট সিরিজ জয়ের হাতছানি টিম ইন্ডিয়ার সামনে। কেপ টাউনেই রচিত হতে পারে নতুন অধ্যায়। দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারত কখনও টেস্ট সিরিজ জেতেনি। তিন টেস্টের চলতি সিরিজ আপাতত ১-১ সমতায় দাঁড়িয়ে। কেপ টাউনের তৃতীয় তথা শেষ টেস্ট নির্ণায়ক রূপ নিয়েছে। মঙ্গলবার তৃতীয় টেস্টে টস-ভাগ্য সঙ্গ দিল টিম ইন্ডিয়ার। টস জিতে ভারত অধিনায়ক বিরাট কোহলি শুরুতে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেন। ২২তম ওভারে প্রথম ইনিংসে দলগত ৫০ রানের গণ্ডি টপকে যায় ভারত। ২২ ওভার শেষে টিম ইন্ডিয়ার স্কোর দুই উইকেট হারিয়ে ৫৩ রান।

৩২ বলে ১৭ রান করেছেন চেতেশ্বর পূজারা। ৩০ বলে ৫ রান করেছেন বিরাট কোহলি। পূজারা ২টি বাউন্ডারি মেরেছেন। অন্যদিকে, ১১.২ ওভারে অলিভিয়েরের বলে উইকেটকিপার ভেরেইনের দস্তানায় ধরা পড়েন লোকেশ রাহুল। ১টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৩৫ বলে ১২ রান করে ক্রিজ ছাড়েল তিনি। ১২.২ ওভারে রাবাদার বলে মার্করামের হাতে ধরা পড়লেন মায়াঙ্ক আগরওয়াল। ৩টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৩৫ বলে ১৫ রান করে সাজঘরে ফেরেন আগরওয়াল।

কেপ টাউন টেস্টের প্রথম একাদশে একজোড়া রদবদল করে টিম ইন্ডিয়া। কোহলি দলে ফেরায় তাঁকে জায়গা ছেড়ে দেন হনুমা বিহারী। উমেশ যাদব দলে ঢোকেন আহত মহম্মদ সিরাজের পরিবর্তে। উইকেটকিপার পন্তের উপরেই আস্থা রাখে টিম ম্যানেজমেন্ট। সুযোগ হয়নি ঋদ্ধির। সুযোগ পাননি ইশান্তও। ভারতের প্রথম একাদশ : লোকেশ রাহুল, মায়াঙ্ক আগরওয়াল, চেতেশ্বর পূজারা, বিরাট কোহলি (ক্যাপ্টেন), অজিঙ্কা রাহানে, ঋষভ পন্ত (উইকেটকিপার), রবিচন্দ্রন অশ্বন, শার্দুল ঠাকুর, মহম্মদ শামি, জসপ্রীত বুমরাহ ও উমেশ যাদব। দক্ষিণ আফ্রিকার প্রথম একাদশ: ডিন এলগার (ক্যাপ্টেন), এডেন মার্করাম, কিগান পিটারসেন, রাসি ভ্যান ডার দাসেন, তেম্বা বাভুমা, কাইল ভেরেইন (উইকেটকিপার), মারকো জানসেন, কাগিসো রাবাদা, কেশব মহারাজ, ডুয়ান অলিভিয়ের ও লুঙ্গি এনগিদি।—

এবার ক্রিকেটকে বিদায় জানালেন আরেক প্রোটিয়া তারকা ক্রিস মরিস

প্রিটোরিয়া, ১১ জানুয়ারি (হি.স.) : দক্ষিণ আফ্রিকান ক্রিকেটে অবসরের ধারা অব্যাহত। কুইন্টন ডি'ককের পর এবার পুরোপুরি ক্রিকেটকেই বিদায় জানালেন আরেক প্রোটিয়া তারকা ক্রিস মরিস। বিশ্বের বিভিন্ন ফ্রাঞ্চাইজি লিগে খেলা চালিয়ে গেলেও ২০১৯ সালের জুলাইয়ের পর থেকে আর দক্ষিণ আফ্রিকার জাতীয় দলে সুযোগ পাচ্ছিলেন না আইপিএল ইতিহাসের সবচেয়ে দামী ক্রিকেটার।

তবে গত মরশুমেই রাজস্থান রয়্যালস তাঁকে রেকর্ড ১৬ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা দামে দলে সামিল করে। তবে আশানুরূপ পারফর্ম করতে পারেননি। কিন্তু হঠাৎ করেই ১২ বছরের ক্রিকেট কেরিয়ার শেষে, মাত্র ৩৪ বছর বয়সেই যে মরিস ক্রিকেটকে বিদায় জানাবেন, তা হয়তো কেউই বুঝতে পারেনি।

নিজের সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্টে অবসর ঘোষণার কথা জানিয়ে মরসি লেখেন, 'আমার সফরে ছোট বা বড়, যারা এতটুকুও অবদান রেখেছেন, তাদের সকলকে আমার তরফ থেকে ধন্যবাদ। এই সফরটা খুবই সুন্দর ছিল'। পাশপাশি তিনি যে দক্ষিণ আফ্রিকার ঘরোয়া ক্রিকেটে টাইটান্স দলে কোচিং ভূমিকায় যুক্ত হতে চলেছেন, সে কথাও স্পষ্ট করে মরিস।

উল্লেখ্য, প্রোটিয়া জাতীয় দলের হয়ে অলরাউন্ডার মরিস ৪২টি ওয়ান ডে ম্যাচে ৪৮টি উইকেট নেওয়ার পাশাপাশি ৪৬৭ রানও করছেন। টেস্টে ৪ ম্যাচে সংগ্রহ ১৭৩ রান ও ১২ উইকেট এবং টি-টোয়েন্টিতে ২৩টি ম্যাচ খেলেছেন।হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

ভারতীয় শিবিরে করোনার হানা, আক্রান্ত ওয়াশিংটন সুন্দর

মুম্বই, ১০ জানুয়ারি (হি.স.) : এবার ভারতীয় শিবিরে করোনার হানা। দক্ষিণ আফ্রিকায় টেস্ট সিরিজ খেলতে ব্যস্ত টিম ইন্ডিয়ার অন্দরমহলে নয়, করোনা আক্রান্ত হয়েছেন দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে আসন্ন ওয়ান ডে সিরিজের দলে থাকা ক্রিকেটার ওয়াশিংটন সুন্দর। এর ফলে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে তিন ম্যাচের একদিনের সিরিজে খেলতে পারবেন কি না সেই নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। বুধবার দক্ষিণ আফ্রিকা যাওয়ার কথা ভারতীয় দলের।

২২ বছরের ক্রিকেটার দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে আসন্ন তিন ম্যাচের ওয়ান ডে সিরিজে ভারতীয় দলের ১৮ সদস্যের একজন। কোভিড আক্রান্ত হওয়ায় সুন্দরের দক্ষিণ আফ্রিকা যাওয়া নিয়েই প্রবল অনিশ্চিয়তা তৈরি হল। এই মুহূর্তে হোম আইসোলেশনে রয়েছেন সুন্দর। সূত্রের খবর, মুম্বইতে রয়েছেন ওয়াশিংটন। তবে দলের বাকিদের সঙ্গে রয়েছেন কি না তা নিশ্চিত নয়। শেষ ১০ মাসে ভারতের হয়ে খেলতে নামেননি ওয়াশিংটন। বিজয় হজারে ট্রফিতে তামিলনাড়ুর হয়ে খেলেছেন তিনি। তার পরেই ভারতের হয়ে একদিনের দলে খেলার জন্য ডাক পান। যদিও করোনার কারণে তা সম্ভব হবে না বলেই মনে করা হচ্ছে।

তবে এখনই তাঁর বদলে অন্য কারও নাম ঘোষণা করেনি ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। কিছু দিন আগে করোনা আক্রান্ত হন ওয়াশিংটন। সেই জন্য আপাতত দলের সঙ্গে দক্ষিণ আফ্রিকা যাবেন না তিনি। লোকেশ রাহুলের নেতৃত্বে দক্ষিণ আফ্রিকায় তিন ম্যাচের একদিনের সিরিজ খেলবে ভারত। ওয়াশিংটন ছাড়াও দলে স্পিনার হিসাবে রয়েছেন রবিচন্দ্রন অশ্বিন এবং যুজবেন্দ্র চহাল। আগামী ১৯ জানুয়ারি ভারত বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা প্রথম ওয়ান ডে ম্যাচ। খেলা হবে পার্লের বোল্যান্ড পার্কে। দু''দিন পর এই মাঠেই দ্বিতীয় ওয়ান ডে। ২৩ জানুয়ারি সিরিজের তৃতীয় ও শেষ ওয়ান ডে হবে কেপটাউনের নিউল্যান্ডসে। যে মাঠে তৃচীয় টেস্ট ম্যাচ খেলছেন বিরাট কোহলিরা।

অনূর্ধ-১৯ ক্রিকেট বিশ্বকাপে যোগদান নিয়ে সমস্যায় আফগানিস্তান

নয়াদিল্লি, ১১ জানুয়ারি (হি.স.) : এবার অনূর্ধ-১৯ ক্রিকেট বিশ্বকাপে যোগদান নিয়ে সমস্যায় আফগানিস্তান। ভিসা না পাওয়ায় এখনও ওয়েস্ট ইন্ডিজ পৌঁছতে পারেনি দল। ফলে ইংল্যান্ড ও সংযুক্ত আরব আমিরশাহির বিরুদ্ধে আফগানিস্তানের দু'টি প্রস্তুতি ম্যাচ বাতিল করেছে আইসিসি। আইসিসি-র তরফে একটি বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, প্রয়োজনীয় ভিসা না মেলায় এখনও ওয়েস্ট ইন্ডিজে যেতে পারেনি আফগানিস্তানের অনূর্ধ-১৯ দল। সমস্যা মেটানোর চেষ্টা চলছে। আফগানিস্তান ক্রিকেট বোর্ড ও টুর্নামেন্টের আয়োজকদের সঙ্গে কথা বলা হচ্ছে। তবে কবে এই সমস্যা মিটবে বা আদৌ মিটবে কিনা সে বিষয়ে কারও তরফে কিছু জানানো হয়নি।

তালিবান আফগানিস্তানের দখল নেওয়ার পর থেকে সমস্যায় পড়েছে সে দেশের ক্রিকেটও। দেশের ক্রিকেট দলের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে তালিবানের মনোমালিন্য চলছে। গত বছর টি২০ বিশ্বকাপে আফগানিস্তানের যোগদান নিয়েও কিছু সমস্যা হয়েছিল। এ বার সমস্যায় পড়ল দেশের অনূর্ধ-১৯ দল।- হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

NATURE OF PUBLICATION IN LOCAL DAILIES
সন্ধান চাই
Ref.: Jolaibari O.P. GDE No.11 dated 20-12-2021

পাশের ছবিটি শ্রী দিলীপ নন্দী, পিতা শ্রী অমল নন্দী, আনুমানিক বয়স ৪১ বৎসর, সাং-ঠাকুরছড়া, থানা-বাইখোড়া, জেলা-দক্ষিণ ত্রিপুরা, উচ্চতা-৫ ফুট, গায়ের রঙ-শ্যামলা, পরাছিল কাল পেন্ট, নীল সার্ট, পায়ে বেল্টের জুতা। গত ০৭-১২-২০২১(ইং) দুপুর অনুমানিক ১২টা সময় নিজ বাড়ি হইতে কাউকে কিছু না বলে বাহির হইয়া যায় সে আর বাড়িতে ফিরে আসে নাই। উক্ত নিখোঁজ ব্যক্তিকে এখন পর্যন্ত কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় নাই।
উপরে উল্লিখিত নিখোঁজ ব্যক্তির সম্বন্ধে কাহারো কোন তথ্য জানা থাকিলে নিম্নলিখিত ঠিকানার ফোন নাম্বারে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে।
(যোগাযোগের ঠিকানা)
১) এস.পি (ডিআইবি) কন্ট্রোল দক্ষিণ ত্রিপুরা, বিলোনিয়া
ফোন নম্বর ঃ- 03823-222052
২) বাইখোড়া থানা ঃ ফোন নম্বর ঃ- 7085878885
ICA-D-1624/2021-22
Superintendent of Police
South Tripura District

NOTICE INVITING e-TENAER
Directorate of Tribal Welfare, Government of Tripura invites electronic Bids through e-Procurement Portal of Government of Tripura (https:tripuratenders.gov.in) from reputed Agency/ Firm involved proposal for supplying, installing, testing and commissioning of CCTV system and its annual maintenance or service contract (for 3 years) at ST Govt. hostels. Detailed tender notice, schedules and tender documents can be obtained from **https://tripuratenders.gov.in. Last Date of submission of the e-Tender: 25-01-2022 upto 4.00 PM.**
Sd/-
Director,
Tribal Welfare Department
Government of Tripura
ICA-C-3295/2021-22

EDUCATIONAL NOTIFICATION
CORRIGENDUM
Please read 4(four) vacant seats i.e (U.R-2, S.C-01 and S.T-01) in place of 3(three) vacant seats i.e(U.?-2, S.C-01) in respect of the Educational Notification dated 10/01/2022 published by the undersigned for 3rd counseling for admission in 1st semester B.A. LL.B(Hons) course of Tripura Govt. Law College, Agartala. The all other contents of the said Educational Notification shall remain unchanged.
(Dr. R. K. Mishra)
Chairman
Law Entrance Exam. Board-2021
Cum Principal
Tripura Govt. Law College
AGARTALA
ICA-D-1631/2021-22

MEMORANDUM
Due to unavoidable circumstances the time allowed for **dropping of tender** of PNIT No 221EE/MCD/PVVD/2021-22, is hereby extended up to **19th January 2022 at 3.00 PM** and the time allowed for receipt of application is hereby extended up to **15th January 2022 at 4.00 PM**, which was circulated vide memo no.**F.6 (4)/EE/MCD/PWD/7032, dated 29-12-2021** of this office.
All other terms & conditions will remain unchanged.
Executive Engineer
Medical College Division PWD,
Kunjaban Agartala.
ICA-C-3206/2021-22

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: PN I e -T - 41./EFID WS/AGT-I 1/2021 -22 , Dated-07/01/2022.
The Executive Engineer, DWS Division-II, Agartala, West Tripura invites the Single Bid percentage rated e-tender from the approved and eligible Contractors/Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/Railway/ P&T/Other State PWD/Central & State Sector for the work as detailed below.

SL. NO.	DNIe-T NO.	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	Bid Fee	CLASS OF BIDDER
1.	DNIe-T No: 224/DNIe-T/EE/DWS/AGT-II/2021-22.	₹. 25,96,020.00	₹. 25,969.00	180 days	₹ 1,000.00	Appropriate Class
2.	DNIe-T No: 225/DNIe-T/EE/DWS/AGT-II/2021-22.	₹. 25,96,020.00	₹. 25,969.00	180 days	₹ 1,000.00	Appropriate Class
3.	DNIe-T No: 226/DNIe-T/EE/DWS/AGT-II/2021-22.	₹. 6,27,500.00	₹. 6,275.00	365 days	₹ 1,000.00	Appropriate Class
4.	DNIe-T No: 227/DNIe-T/EE/DWS/AGT-II/2021-22.	₹. 5,71,000.00	₹. 5,710.00	365 days	₹ 1,000.00	Appropriate Class
5.	DNIe-T No: 228/DNIe-T/EE/DWS/AGT-II/2021-22.	₹. 24,62,755.00	₹. 24,628.00	90 days	₹ 1,000.00	Appropriate Class
6.	DNIe-T No: 229/DNIe-T/EE/DWS/AGT-II/2021-22	₹. 3,83,626.00	₹. 3,836.00	30 days	₹ 1,000.00	Appropriate Class

- Starting date and Time for Document Downloading and Bidding w-e-f 07/01/2022.at 18.00 hours.
- Last date and Time for Document Downloading and Bidding- 29/01/2022 up to 15.00 hours.
- Date and Time for Opening of Bid- 29/01/2022 at 15.30 hours .
- This detailed press notice & bid documents for the work can be seen on website **www.tripuratenders.gov.in** as well as office of the undersigned at free of cost. The bid can only be submitted after uploading the mandatory scanned documents as specified in this tender document on the e-Procurement website www.tripuratenders.gov.in.

For and on behalf governor of Tripura"
(Er. A. Debnath)
Executive Engineer
DWS Division, Agartala-II,
Agartala, West Tripura.
ICA-C-3300/2021-22

মঙ্গলবার আগরতলায় ক্ষেতমজুর ইউনিয়নের সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার। ছবি নিজস্ব।

ভারতে ওমিক্রনে আক্রান্ত বেড়ে ৪,৪৬১, সুস্থ হয়েছেন ১,৭১১ জন : স্বাস্থ্যমন্ত্রক

নয়াদিল্লি, ১১ জানুয়ারি (হি.স.): দ্রুততার সঙ্গে ভারতে বেড়েই চলেছে করোনার নতুন প্রজাতিতে সংক্রমিতের সংখ্যা। মঙ্গলবার সকাল পর্যন্ত দেশে ওমিক্রনে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে ৪ হাজার ৪৬১-তে পৌঁছে গিয়েছে, ওমিক্রনে সংক্রমিত ৪,৪৬১ জনের মধ্যে ইতিমধ্যেই সুস্থ হয়েছেন ১,৭১১ জন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, দেশের মোট ২৮টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে সন্ধান মিলেছে ওমিক্রনের। ওমিক্রনের আক্রান্তের নিরিখে শীর্ষে মহারাষ্ট্র, তারপর রাজস্থান ও দিল্লি। মহারাষ্ট্রে ওমিক্রনে মোট আক্রান্ত হয়েছেন ১,২৪৭ জন, দিল্লিকে টপকে দ্বিতীয় স্থানে উঠে এসেছে রাজস্থান, সেখানে আক্রান্ত ৬৪৫ জন, দিল্লিতে ৫৪৬ জন, কর্নাটকে ৪৭৯ জন, কেরলে ৩৫০ জন, উত্তর প্রদেশে ২৭৫ জন, গুজরাটে ২৩৬ জন, তামিলনাড়ুতে ১৮৫ জন, হরিয়ানার ১২৩ জন, তেলেঙ্গানায় ১২৩ জন, ওডিশায় ৭৪ জন, অন্ধ্রপ্রদেশে ২৮ জন, বিহারে ২৭ জন, পঞ্জাবে ২৭ জন, পশ্চিমবঙ্গেও ২৭ জন, গোয়ায় ২১ জন, মধ্যপ্রদেশে ১০ জন।

সোনামুড়ার হারানো ঐতিহ্য ফেরানোর অঙ্গীকার কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিকের

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ১১ জানুয়ারি।। সিপাহীজলা জেলায় সোনামুড়া শহরটি প্রাচীন শহর নামে এই রাজ্যে পরিচিতি লাভ করেছে। কিন্তু বিগত দিনে এই শহরের উন্নয়ন নিয়ে তেমন কোনও পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়নি। ফলে নগর সভ্যতার ক্রম বিকাশের দৌড়ে পিছিয়ে গেছে সোনামুড়া। নগর এলাকার মানুষের কোন দাবী পূরণ হয়নি।

মঙ্গলবার সোনামুড়ায় গিয়ে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের খোঁজ নেন কেন্দ্রীয় সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রকের প্রতি মন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক। তিনি বলেন, শৈশব থেকেই আমি এই এলাকার দুর্দশার ছবি দেখেছি। বাজারের দুর্দশাগ্রস্ত চেহারা এখনও রয়ে গেছে। তিনি বলেন, এই শহরের সাথে আমার প্রাণের সঙ্গে রয়েছে। তাই, দীর্ঘ দিনের স্বপ্ন সোনামুড়া নগর এলাকার সুধী সজ্জনদের সঙ্গে আলোচনা ক্রমে এই শহরটাকে নিজের মতো করেই সাজিয়ে তুলব।

তিনি বলেন, সম্প্রতি নগর ও পুর নির্বাচনের প্রচারে ব্যবসায়ীদেরও মুখ্য দাবী ছিল সোনামুড়ার উন্নয়ন। নির্বাচনে প্রথম বারের মতো

সোনামুড়া নগর পঞ্চায়েতের ক্ষমতা হাতে পেয়েছে বিজেপি। এখন আর উন্নয়নে কোনও বাধা নেই। মঙ্গলবার নগরোন্নয়ন দফতরের অধিকর্তা, সোনামুড়া মহকুমা শাসক ও অন্যান্য আধিকারিকদের নিয়ে শহরের বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শন করেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী।

এদিকে, পরিদর্শনকালে তাঁর নজরে পড়েছে সোনামুড়া খেয়াঘাট এলাকার ঝুলন্ত সেতুটি। সেতুটির অবস্থা খুবই শোচনীয়। তারপর তিনি যান সোনামুড়া ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে। স্কুলে গিয়েও দেখেন ছাত্র-ছাত্রীদের বসার জায়গা নেই। সোনামুড়া ঐতিহ্যবাহী নবদ্বীপ চন্দ্র (ঞ্চঞ্চজ্জ) ইন্সটিটিউশনটির জন্য নতুন জায়গা ক্রয় করে রাখা হলেও সে জায়গাটি দীর্ঘ সময় ধরে পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। এদিকে, পুকুরগুলোর সংস্কার প্রয়োজন। কিছু রাস্তার সংস্কারের কাজ চলছে, অনেকটাই এখনো বাকি রয়েছে। তিনি জানান, সোনামুড়ায় ঝুলন্ত সেতুর পাশে ৯৪ মিটার দীর্ঘ একটি বেইলী ব্রিজ হবে। তাতে নদীর দুই পাড়ের মানুষের মধ্যে যোগাযোগে উন্নয়ন হবে। রাস্তাঘাটের সংস্কার করা হবে। সোনামুড়া ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের সীমানা সম্প্রসারিত করে নতুন দালান বাড়ীর নির্মান কাজ এর মধ্যেই শুরু হবে। সাথে তিনি যোগ করেন, নব দ্বীপ চন্দ্র (ঞ্চঞ্চজ্জ) ইন্সটিটিউশনটির স্থানান্তরের কাজও শুরু হবে। বিভিন্ন সংস্কার কাজ সম্পন্ন করে বিউটিফিকেশন করা হবে। বেশ কিছু এলাকায় নতুন করে বেকারদের জন্য মার্কেট স্টল তৈরি করা হবে। সব মিলিয়ে সোনামুড়ার হারানো ঐতিহ্যকে ফেরানোর চেষ্টা করবেন বলে ব্যক্ত করেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক।

ভারতে ১৫২.৮৯-কোটি টিকাকরণ সম্পন্ন বুস্টার ডোজ নিয়েছেন ১০.৫ লক্ষাধিক

নয়াদিল্লি, ১১ জানুয়ারি (হি.স.): করোনাভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে দ্রুততার সঙ্গে চলছে ভারতের টিকাকরণ। টিকাকরণে ফের নতুন মাইলফলকে পৌঁছে গিয়েছে ভারত। দেশব্যাপী টিকাকরণ অভিযানে বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে করোনার ভ্যাকসিন পেয়েছেন ৯২ লক্ষ ০৭ হাজার ৭০০ জন প্রাপক। ফলে ভারতে ১৫২.৮৯-কোটি টিকাকরণ সম্পন্ন হয়েছে। মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত মোট ১,৫২,৮৯,৭০,২৯৪ জনকে ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে।

দিব্যোদয় কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রে আলোচনা সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ১১ জানুয়ারি।। আজ দিব্যোদয় কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের কনফারেন্স হলে বিজ্ঞান সংক্রান্ত পরামর্শ বা উপদেশ দিতে নিযুক্ত সমিতির (সায়েন্টেফিক এডভাইসারি কমিটি) বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সভায় চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেন দিব্যোদয়ের পরিচালক সংসা শ্রী রামকৃষ্ণ সেবাকেন্দ্রের সাধরন সম্পাদক স্বামী নুজাত্মানন্দ নহারাজ। ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান পর্ষদের ভারপ্রাপ্ত যুগ্ম অধিকর্তা ডঃ বিশ্বজীৎ দাস, ত্রিপুরা সরকারের খোয়াই উদ্যান ও ভূমি সংরক্ষন দপ্তরের উপ অধিকর্তা কাশীনাথ দাস, দপ্তরের উপ অধিকর্তা বিভাষ বিশ্বাস, জলার বন দপ্তরের ডি.এফ.ও. এম.কে.চঞ্চল, আই.এফ.এস. কৃষি মহাবিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপক ত্রিদিপ প্রসাদ ভট্টাচাটি, নাবার্ডের উপ জেলা সঞ্চালক অমিত দাস, স্পাইসিস বোর্ডের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিশ্রামগঞ্জ স্বরোজগার প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে মাশরুমের উপর ১০ দিনের প্রশিক্ষণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১১ জানুয়ারি।। ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংক গ্রামীণ স্বরোজগার প্রশিক্ষণকেন্দ্রে ভারত সরকারের প্রজেক্ট উন্নতি , স্কিমে এমজিএম রেগা বেনিফিসারীদের ১০০ দিন যারা কাজ সম্পন্ন করেছেন এরকম এমজিএম বেনিফিসারীদের নিয়ে মাশরুমের কাল্টিভেশন এর উপর ১০ দিনের প্রশিক্ষণ শুরু হয়েছে বিশ্রামগঞ্জ ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংক গ্রামীণ রোজগার প্রশিক্ষণকেন্দ্রে। প্রশিক্ষণে ১৪ জন যুবক-যুবতী অংশগ্রহণ করেন। ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংক গ্রামীণ স্বরোজগার প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অধিকর্তা অজয় চক্রবর্তী, এছাড়াও হটিকালচার আধিকারিক ডক্টর দেবব্রত পাল উপস্থিত ছিলেন। মাশরুমের উপর দশ দিন হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ দেবেন।

গ্রামীণ এলাকার যুবক-যুবতীদের স্বাবলম্বী করে তোলার লক্ষ্যেই ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংক গ্রামীণ রোজগার প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে যুবক যুবতীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়ে থাকে। জম্পুইজলা ব্লকের এমজিএম রেগা ১৪ জন বেনিফিসারী ১০০ দিন রেগার কাজ সম্পন্ন করেছেন। সেই১৪ জন যুবক যুবতীদের কে নিয়ে বিশ্রামগঞ্জ ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংক গ্রামীণ স্বরোজগার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ১০ দিনের প্রশিক্ষণ শিবির শুরু হয়েছে। সেই প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে বিশ্রামগঞ্জ গ্রামীণ ব্যাংক গ্রামীণ স্বরোজগার প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অধিকর্তা অজয় চক্রবর্তী সংবাদমাধ্যমকে জানান ভারত সরকারের প্রজেক্ট উন্নতি স্কিমে এমজিএম বেনিফিসারী দের ১০০দিন যাদের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এমন ১৪জন বেনিফিসারী কে নিয়ে মাশরুমের কাল্টিভেশন উপর দশদিনের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছেন। সমাপ্তি দিনে ভারত সরকারের এস এস এর মাধ্যমে তাদেরকে অ্যাসেসমেন্ট করে পরীক্ষার মাধ্যমে যারা সফলভাবে কৃতকার্য হবে ভারত সরকার কর্তৃক শংসাপত্র দেওয়া হবে। তিনি বলেন আমরা চাইছি গ্রামীন যুবক-যুবতী যাদের ১৮ থেকে ৪৫ বছর তাদেরকে এই স্কিমে উন্নতি করে স্বনির্ভর করে তোলা হচ্ছে ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংক স্বরোজগার প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মূল উদ্দেশ্য। আগামী ১৯শে জানুয়ারি তাদের প্রশিক্ষণ পর্ব শেষ হবে। তারা যাতে মাশরুমের উপর প্রশিক্ষণ নিয়ে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন স্কিমে স্বাবলম্বী হয়ে উঠতে পারে সেই লক্ষ্য নিয়েই ভারত সরকারের প্রজেক্ট উন্নতি স্কিমে ১৪ জন যুবক যুবতীকে মাশরুমের উপর হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন। ২০১৩ সালে সিপাহীজলা জেলা বিশ্রামগঞ্জ গ্রামীণ স্বরোজগারস্থ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে জেলার বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন ব্লক থেকে যুবক যুবতীদের প্রশিক্ষণ দিয়ে যাচ্ছেন।

তিপ্রা মথার অপপ্রচারের মোক্ষম জবাব দিলেন গোলাঘাটির মারাক পাড়ার সংখ্যালঘুরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১১ জানুয়ারি।। গত ৭ জানুয়ারি গোলাঘাটির মারাক পাড়ায় একটি সভা করে তিপরা মথা। স্থানীয় এক দলবদলে কুখ্যাত যুবক টিটন আলি এই সভার আয়োজন করে। ১০০ জন তিপরা মথায় যোগদানের গল্প শোনা গেলেও বাস্তবে যোগ দেন মাত্র টিটন আলির পরিবার। খালি মাঠেই ভাষণ রেখে বিদায় নেন মথার রাজ্য নেতারা। সেদিন টিটন আলির পরিবারের তিনজন এবং স্থানীয় দুই মহিলা তিপরা মথায় যোগ দেন। অথচ তিপরা মথার পক্ষ থেকে প্রচার করা হয় দেড়শ জন যোগ দিয়েছেন। মিথ্যাচারের বিষয়টি প্রকাশ্যে আসতেই সেখানকার সংখ্যালঘু মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষেরা ক্ষোভে ফেটে পড়েন। সোমবার মারাক পাড়ায় পাল্টা সভা করে অপপ্রচারের জবাব দিয়েছেন মারাক পাড়ায় বসবাসকারী মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষেরা।

সভায় উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় বিধায়ক বীরেন্দ্র কিশোর দেববর্মা, বিজেপির জেলা সাধারণ সম্পাদক রাজেশ দেববর্মা, মন্ডল সভাপতি রামকৃষ্ণ সাহা,মন্ডল সাধারণ সম্পাদক রবীন্দ্র দত্ত, শক্তি কেন্দ্রের ইনচার্জ ত্রিপন দেবনাথ, প্রধান নিশিকান্ত শীল, উপপ্রধান লিটন মারাক প্রমুখ। সেখানকার সংখ্যালঘু পরিবারের মহিলারা তিপরা মথার মিথ্যাচারের প্রতিবাদ জানিয়ে বলেন মাত্র একটি পরিবার তিপরা মথায় যোগ দিয়েছে। এছাড়া দু"জন মহিলা মাইক্রোফাইনান্সের টাকা জমা করতে যাওয়ার সময় টিটন আলি নামক যুবক তাদের ভুল বুঝিয়ে মথার পতাকা হাতে তুলে দেন। টিটন আলি নামক যুবক সহজ সরল সংখ্যালঘুদের বিভ্রান্ত করছে। সে একসময় সিপিএম করতেন।২০১৮ সালে সিপিএম ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দেন।

সরকার পরিবর্তনের পর নানা অনৈতিক কাজে যুক্ত হওয়ার কারণে বিজেপি থেকে তাকে তাড়িয়ে দেয়া হয়। বনদপ্তরের মাটি, গাছ বিক্রি করে বাকা পথে কামানের ধান্দা করেছিলেন। কিন্তু বিজেপি সেই সুযোগ দেননি। উনিশের লোকসভা নির্বাচনের আগে যোগ দেন কংগ্রেসে। এরপর বিজেপি নেতাদের হাতে পায়ে ধরে বিজেপিতে যোগ দেন। গত কয়েকমাস ধরে তৃণমূলের হয়ে প্রচার করেছে। শেষ পর্যন্ত গত ৭ জানুয়ারি তিপরা মথায় যোগ দিলেন টিটন।

সোমবার আয়োজিত বিজেপির সভায় বিধায়ক বীরেন্দ্র কিশোর দেববর্মা বলেন বর্তমান বিজেপি সরকার হিন্দু মুসলমান সকলের জন্য কাজ করছে। সবধরনের সরকারি প্রকল্পের সুবিধা এই মারাক পাড়ায় বসবাসকারী মুসলমান সম্প্রদায় পেয়েছে। আমরা চাই জাতপাত ধর্মবর্নের উর্দে উঠে সকলের আর্থসামাজিক উন্নয়ন। কিছু রাজনৈতিক দল সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করে রাজনীতি করতে চাইছে। সম্প্রীতি বিনষ্ট করার ষড়যন্ত্র হলে সবাইকে সংঘবদ্ধ হয়ে প্রতিহত করার আহবান জানান তিনি। এদিন মারাকপাড়ার সকল সংখ্যালঘু মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষেরা সভায় উপস্থিত ছিলেন। তারা জানান একমাত্র বিজেপির সরকার আমাদের সবরকমের সহযোগিতা করছে। আগে সিপিএম করেছি। কিন্তু কিছুই পাইনি। যে কোন বিপদে বিজেপির নেতারা পাশে থাকেন। তাই সেখানকার সকল সংখালঘু পরিবার বিজেপির পাশে থাকার অঙ্গিকার করেন।

কল্যাণপুরের বিভিন্ন গ্রামে দেখা গেল চিরাচরিত বুড়ির ঘর

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ১১ জানুয়ারি।। পৌষ সংক্রান্তি হিন্দু বাঙালির চিরাচরিত সংস্কৃতির বিশেষ উৎসব। বলা চলে বাঙালির তেরো পার্বণের অন্যতম পার্বণ। বাংলা পৌষ মাসের অন্তিমদিনে এই উৎসবকে অনেকে মকর সংক্রান্তি হিসাবেও পালন করে থাকে। সভ্যতার অগ্রগতিতে মানুষ যতোই এগিয়ে যাচ্ছে হারিয়ে যেতে বসেছে চিরাচতি সংস্কৃতির। হারিয়ে যাচ্ছে পুরনো রীতি রেওয়াজ। আগেকার মতো এখন আর পৌষ সংক্রান্তির তেমন জৌলুস , আমেজ নেই।

তবু গ্রাম , গ্রামাঞ্চলে আবেগ উচ্ছ্বাসকে অনেকটাই আগলে রেখে প্রতিটি ঘরে ঘরে রাত জেগে পিঠেপুলি বানানো হয়। কচিকাঁচার জমির পাকাধান কাটা শেষে নাড়া কেটে বুড়ির ঘর বা ভেলাঘর তৈরি করে। বুড়ির ঘরেই রান্নাবান্না করে খাবার বানিয়ে পিকনিক করা , নাচ গানের আসর বসানো হয়ে থাকে। পুরোনো রীতি রেওয়াজ সংস্কৃতির

টানে আজও চোখে পড়ে গ্রামীণ এলাকায় নানাবিধ কর্ম প্রচেষ্টার। বুধবার পঞ্জিকা মতে মকর সংক্রান্তি। কিন্তু সোমবার কল্যাণপুর ব্লকের বিভিন্ন গ্রামে দৃশ্যায়িত হচ্ছে চিরাচরিত সংস্কৃতিক বুড়ির ঘর। পৌষ পার্বণে বুড়ির ঘর বানানোর আনন্দ উল্লাস কল্যানপুর ব্লক এলাকার ঘিলাতলি , শান্তিনগর , কল্যাণপুর , কুঞ্জবন , সংলগ্ন অঞ্চলে প্রায় দেড় শতাধিক বুড়ির ঘর বানানো কচিকাঁচা হয়েছে। থেকে কিশোর - কিশোরী , যুবক - যুবতীরাও বুড়ির ঘর তৈরি করে চলেছে। বুধবার দিবারাত্র এই বুড়ির ঘরে নাচ - গান , খাওয়া - দাওয়ার কোনো খামতি থাকবে না। অনেক এলাকাতেই বয়স্করাও বুড়ির ঘরে কীর্তনের আসর , হরির লুঠ বসায় বলে প্রবীণরা জানায়। কনকনে শীতের মরশুমে এই পার্বণে বিভিন্ন প্রকৃতির বুড়ির ঘর সাজিয়ে তোলা হয়েছে। বর্তমানের আধুনিকতার ছোঁয়ার মাঝেও হারিয়ে যাওয়া সংস্কৃতির বাহারিয়ানায় গ্রামীণ মানুষের অবদান ও ভূমিকা অপরিসীম তা বলাই বাহুল্য। পৌষ পার্বণ মানেই আলাদা একটা অনুভূতি। এই পার্বণের সাথে জড়িয়ে রয়েছে বাঙালির আলাদা বন্ধন , একাত্ম হয়ে বুড়ি ঘর , নগর কীর্তন , লুট ধরা , বাড়ি বাড়ি পিঠে পুলির নিমন্ত্রণ , আরো কত কি আনন্দ। বুড়ি ঘরে সারারাত ব্যাপী হৈ-হুল্লোড় শেষে রাত্রিযাপনের পরদিন ভোরে বুড়ি ঘর পুড়িয়ে সবাই পূণ্যস্নান করা। মকর সংক্রান্তির সকালে পূর্বপুরুষের উদ্দেশ্যে তর্পণ করা।

Tripura State AIDS Control Society

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর
ত্রিপুরা সরকার

NACO
National AIDS Control Organisation
India's Voice Against AIDS
Ministry of Health & Family Welfare, Government of India
www.naco.gov.in

করোনা রোগীদের হোম আইসোলেশন বিষয়ক কেন্দ্রীয়
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক দ্বারা প্রকাশিত নতুন নিয়মাবলী

এইচআইভি-এইডস আক্রান্ত রোগীদের জন্যেও একই নিয়মাবলী প্রযোজ্য

- নিজেকে আলাদা ঘরে রাখতে হবে
- আলো-বাতাস চলাচল করে এমন ঘরে থাকাই শ্রেয়
- সর্বদা তিন লেয়ারের মাস্ক ব্যবহার করা দরকার
- নিয়মিত হাত ধুতে হবে এবং সেনিটাইজার ব্যবহার করতে হবে
- যতটা সম্ভব বিশ্রাম এবং সঠিক পরিমাণে তরল পদার্থ গ্রহণ করতে হবে
- নিজের ব্যবহৃত জিনিসপত্র অন্যের সঙ্গে আদান প্রদান না করাই শ্রেয়
- পালস্ অক্সিমিটার ব্যবহারে নিজেকে পর্যবেক্ষণে রাখা বাঞ্ছনীয়
- প্রতিদিন নিজের তাপমাত্রা মাপতে হবে

ত্রিপুরা স্টেট এইডস কন্ট্রোল সোসাইটি, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর, ত্রিপুরা সরকার দ্বারা প্রচারিত
এইডস সম্পর্কে জানতে ১০৯৭ (টোল ফ্রি) নম্বরে ফোন করুন

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।